ইতিহাসের শাস্তি

এম এ ওয়াহিদ

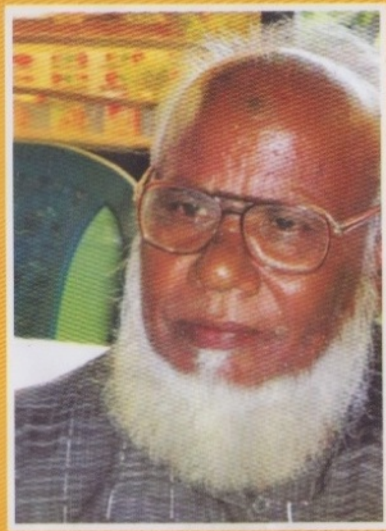

দিনাজপুরের বিরামপুর উপজেলার ভবানীপুর গ্রামে ১৯৪৪ সালে লেখক এম এ ওয়াহিদের জন্ম। শৈশবে মাতৃ-পিতৃহীন এ লেখক মাতুলালয়ে লালিত পালিত হন। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ সরকারের প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের একজন অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।

ছোটবেলা থেকেই তাঁর লেখালেখির ঝোঁক পরিলক্ষিত হয়। লেখকের প্রকাশিত উপন্যাসের নাম 'জন্মই আজন্ম অপরাধ'। 'ইতিহাসের শাস্তি' নামে তাঁর একটি নাট্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া লেখকের বেশ কয়েকটি অপ্রকাশিত পান্ডুলিপি রয়েছে। এগুলোর মধ্যে 'সরসীর আরসি', 'প্রেমের চিতা জ্বলে', 'নাট্য চতুষ্টয়', 'মোমের শরীর' এবং 'তবে তাই হোক' উল্লেখযোগ্য।

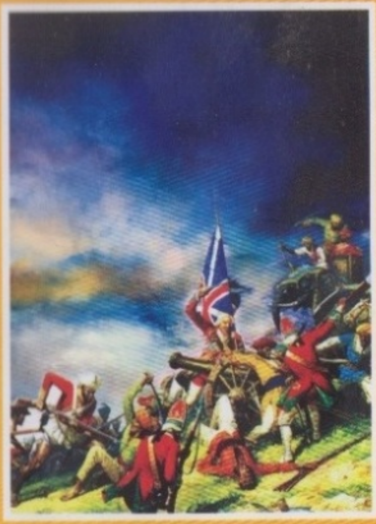

পাপ বাপকেও ছাড়ে না। প্রতিটি অপকর্ম বয়ে আনে ভোগান্তি। এমনকি অপঘাতে জীবন দিয়ে করতে হয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত। ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধ ও এর অব্যবহিত পরে যেসব ব্যক্তি মাতৃভূমির প্রতি অবিচার করেছে, বাংলার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিকিয়ে দিয়েছে নিজেদের স্বার্থে, তাদের পরিণতি ভালো হয়নি। নিয়তি তাদের ক্ষমা করেনি। ইতিহাস তাদের শাস্তি দিয়েছে। সময়ের আঁস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে তারা। মানুষ ঘৃণাভরে তাদের নাম উচ্চারণ করে। মীরজাফর, মীরন, মোহাম্মদী বেগ, উমিচাঁদ, রায়দুর্লভ, জগৎ শেঠ, নন্দ কুমার ইতিহাসের একেকটি কলঙ্কিত নাম।

অপরদিকে সিরাজ-উদ-দৌলা, মীরমদন, মোহনলাল, মীর কাসিম দেশ ও দেশের মানুষের প্রতি ভালোবাসার নজির স্থাপন করেছেন। মানুষ তাঁদের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় আজও স্মরণ করে।

পলাশীর যুদ্ধ ও তার পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে রচিত হয়েছে 'ইতিহাসের শাস্তি' নাটকটি। নাট্যকার এম এ ওয়াহিদ ইতিহাসের নন্দিত ও নিন্দিত চরিত্রগুলোকে যেন পুনরায় জীবন দিয়েছেন এই নাটকে। নির্মোহ দৃষ্টিতে দেখেছেন ইতিহাসের ঘটনা পরম্পরা, লেখনীতে তুলে ধরেছেন নায়ক ও খলনায়কদের কর্মকান্ড। দৃশ্যে দৃশ্যে বর্ণিত হয়েছে ইতিহাসের ধারাবিবরণী, সংলাপে সংলাপে জীবন্ত হয়েছে ঐতিহাসিক চরিত্রগুলো।

ইতিহাসের শাস্তি

পলাশী যুদ্ধ অবলম্বনে
নাটক

www.nagorikpathagar.org

ইতিহাসের শাস্তি

এম এ ওয়াহিদ

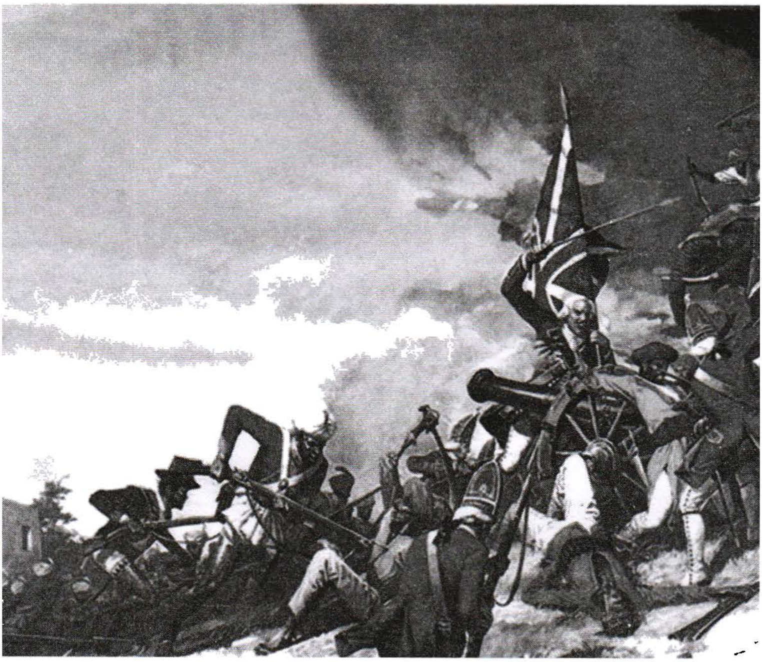

রিদম প্রকাশনা সংস্থা

www.nagorikpathagar.org

প্রকাশক
মো: গফুর হোসেন
রিদম প্রকাশনা সংস্থা
১১/১ বাংলাবাজার, ইসলামী টাওয়ার
ঢাকা ১১০০

প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারি ২০১৬

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রচ্ছদ : হানিফ মাহমুদ

বর্ণবিন্যাস : ঈশিন কম্পিউটার

মুদ্রণ : ঢাকা প্রিন্টার্স
৩৬ শ্রীশদাস লেন ঢাকা-১১০০

মূল্য : ২৫০.০০ টাকা

Etihaser Sasti by M A Waheed Published by Md. Gofur Hossain. Rhythm Prokashona Sangstha, 11/1 Bangla Bazar, Islami Tower Dhaka-1100. Mobile : 01676533026, Date of Publication February 2016.
E-mail : Rythm.prokash@yahoo.com

Price : 250.00 US $ 7.00

ISBN 978-984-91996-1-8

U.K Distributor:Sangeeta Limited
22 Brick Lane, London
USA Distributor:Muktodhara
37-69, 75th st. 2nd Floor, Jackson Heights,
New York-11372
Canada Distributor:Anymela
2986 Darforth Ave, 1st Floor, Suite-202,
Toronto, No 416-690-3700
ATN Mega Store
2976 Darforth Ave, Toronto, No. 416-686-3134

রিদম প্রকাশনা সংস্থার যে কোনো বই ঘরে পেতে ভিজিট করুন :
www.rokomari.com/rhythm ফোনে অর্ডার করতে, 16297

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রথম অঙ্ক

দৃশ্য-১

প্রেক্ষাপট : ইসলামের ইতিহাসে মাত্র ৩১৩ জন নিবেদিত মুসলিম যোদ্ধা সহস্রাধিক সুসজ্জিত অমুসলিম সেনাদলকে বদর যুদ্ধে পরাভূত করে ইসলামের প্রাথমিক ভিত্তি সুদৃঢ় করেছিল। কিন্তু নবাবের পঞ্চাশ সহস্রাধিক সশস্ত্র সেনাবহর, উপরন্তু ইংরেজদের জাতশত্রু ফরাসি সৈন্যের এক বিশাল পলাশী সমাবেশের বিপক্ষে মাত্র ৩৫০ জন গোরা সৈন্যের যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার ধৃষ্টতা ও বিজয় অর্জন নিঃসন্দেহে আধুনিক ইতিহাসবেত্তা ও সমরবিদদের মনে নানা সংশয় দেখা দেয়। এ যেন বিজয় সিংহের সিংহলো জয়ের কথা মনে করিয়ে দেয়।

প্রশ্ন জাগে, সেদিন পলাশীতে কি প্রকৃত যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল নাকি ধূর্ত ইংরেজদের সফল কূটনীতিতে ছাব্বিশ বছর বয়সী অর্বাচীন নবাব যুদ্ধের আগেই পরাজয় বরণ করে নিয়েছিলেন। যুদ্ধের আগেই পরাজয়? তা তো মেনে নেয়া যায় না। কারণ নবাবকে তো আমরা দৃঢ় হাতে জলদস্যুদের বিতাড়ন করতে দেখেছি। দেখেছি মসনদের আর এক অংশীদার শওকত জংকে পরাভূত করতে। আজন্ম নবাবকে আমরা কামানের ছায়ায় বড় হতে দেখেছি। যুদ্ধ ভয়ে নবাব তো ভীত ছিলেন না। তবে কেন এ বিরূপ পরিণতি? তবে কি জনগণ নবাববিরোধী ছিল? তাও তো মেনে নেয়া যায় না।

ইংরেজদের প্রতি জনগণের সামান্যতম দুর্বলতাও বর্তমান ছিল না। বরং জনসাধারণ ইংরেজদের সাদা কুত্তা বৈ অন্য কিছুই ভাবত না। তাই নবাবের এ শোচনীয় পরাজয় ও নির্মম পরিণাম মেনে নিতে এ কালের জনমনে বড় কষ্ট হয়। এ পরাজয়ের কারণ নিশ্চয় বর্তমান ছিল– তা নিরূপণে যথেষ্ট গবেষণার প্রয়োজন। কারণ যা-ই হোক, এ কথা সত্য যে, নবাব বিলক্ষণ বান্ধবহীন ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন। নবাব এ সময় অস্থিরতার শিকার হয়ে পড়েছিলেন। বিশ্বাসঘাতকতা ও ষড়যন্ত্রের অক্টোপাসে তিনি ভিতরে ও বাইরে দুর্বলতায় মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন। এ দৃশ্যে নবাবের অস্থিরতার প্রতিফলন পরিদৃষ্ট হলো।

www.pathagar.com

দৃশ্যপট : পলাশীর যুদ্ধ প্রান্তর, নবাব শিবির। সময়– অপরাহ্ণ। পর্দা অপসারিত হলে দেখা যাবে নবাব মনসুর-উল-মুলক মীর্জা মোহাম্মদ সিরাজউদ্দৌলা হায়বৎ জঙ্গ বাহাদুর শিবিরে একাকী অস্থির পদচারণা করছেন।

নবাব : (স্বগতোক্তিতে) অকুতোভয় বীর মীর মদন, বাহাদুর আলী হাজারি ও নোয়াই সিং আজ নিহত। নিহত আরও অনেক নিবেদিতপ্রাণ বীরযোদ্ধা। আমি আজ বড় নিঃসঙ্গ ও বান্ধবহীন। বিশ্বাসঘাতকদের বিষাক্ত নিশ্বাস কালনাগিনীর ন্যায় উদ্যত ফণা বিস্তার করে আমার দিকে ধেয়ে আসছে। বাংলার আকাশে বাতাসে আজ প্রলয়ঙ্করী মহাদুর্যোগের ঘনঘটা। বাঙালি আজ বিপর্যয়ের অতল অন্ধকারে নিমজ্জিত। কে শোনাবে তাদের জাগরণের মহাবাণী। কে শোনাবে তাদের জাগতির প্রত্যয়দৃপ্ত মহা আহ্বান। হায়, বঙ্গজননী, তোর স্বাধীনতা কত ক্ষণস্থায়ী। মা, তোর মুখের হাসি ফুরাবার আগেই নেমে আসে কালবৈশাখীর মহাতাণ্ডব। তোর স্বাধীনতা নিয়ে শুরু হয় বেচাকেনার খেলা।

ক্ষণকাল মৌন থেকে আমি আজ বড় অসহায়। ঘরে-বাইরে আমি বড় বিপন্ন। বিশ্বাসঘাতকদের কূটজালে আমি আষ্টেপৃষ্ঠে বন্দি। আমি আজ ব্যর্থ-ব্যর্থ-ব্যর্থ। (বলতে বলতে নবাব শিবিরের খুঁটিতে মাথা ঠুকে কাঁদতে থাকবেন– ক্ষণপরে মাথা তুলে) দাদু তুমি বলেছিলে, বেনিয়া ইংরেজদের বিশ্বাস করো না। তুমি বলেছিলে দাদু, বিশ্বাসঘাতকদের ক্ষমা করো না। বড় ভুল করেছি দাদু, বড় ভুল করেছি। তোমার উপদেশ অমান্য করে বড় ভুল করেছি। দেখে যাও দাদু, দেখে যাও।

তোমার বাংলার স্বাধীনতার সূর্য আজ অস্তায়মান। তোমার স্নেহের সিরাজ আজ বড় বিপন্ন, বড় অসহায়। তুমি আমায় ক্ষমা করো দাদু আমায় ক্ষমা করো। (বলতে বলতে নবাব আবারও শিবিরের খুঁটিতে মাথা ঠুকতে থাকবেন) ক্ষণপরে মাথা তুলে) না, না এ ক্রন্দন আমার সাজে না। আমি বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার স্বাধীন নবাব। এ ক্রন্দন আমার মানায় না। দেশের স্বাধীনতা যে কোনো মূল্যে আমাকে রক্ষা করতেই হবে। আত্মভোলা বাঙালির মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতেই হবে। যাই শেষ চেষ্টা করে দেখি। মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন। আমায় শক্তি দাও, খোদা। সাহস দাও। পথ দেখাও, দয়াময়, পথ দেখাও। পথ দেখাও। (বলতে বলতে নবাবের দ্রুত প্রস্থান) (পর্দা পতন)।

দৃশ্য-২

প্রেক্ষাপট : মীর জাফর শতাব্দীর ধিক্কৃত বিশ্বাসঘাতকের নাম। মীর জাফর বিশ্বাসঘাতক শব্দটির যেন সম্পূরক। বিশ্বাসঘাতক শব্দটির উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে মীর জাফরের কথা না এলে যেন অপূর্ণ থেকে যায়। তাই বিশ্বাসঘাতকের অপর নাম মীর জাফর। ভাগ্যান্বেষণে আগত এক অসহায় পরিবার নবাব

www.pathagar.com

আলীবর্দীর অনুকম্পায় প্রতিষ্ঠিত। সে পরিবারের একজন সদস্য মীর জাফর আলী খাঁ। নবাব আলীবর্দীর উদারতায় উচ্চ রাজকার্যে নিয়োজিত হয়। পরবর্তীকালে নবাব আলীবর্দীর বৈমাত্রেয় ভগ্নি শা বেগমের পাণিগ্রহণ করে। মারাঠাদের সাথে যুদ্ধে মীর জাফর বেনজির কূট-চাতুর্য প্রদর্শন করায় নবাব খুশি হয়ে তাকে প্রধান সেনাপতি বা বখ্শী পদে সমাসীন করেন।

কিন্তু বিশ্বাসঘাতক মীর জাফর আলীবর্দীর জীবদ্দশায় কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের পরিবর্তে তাকে অপসারিত করে নিজে নবাব হওয়ার স্বপ্ন দেখতে থাকেন। নবাব সিরাজউদ্দৌলা তার চরিত্র সম্পর্কে বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। তাই তিনি নবাব হবার পর মীর জাফরকে অপসারিত করে নিবেদিতপ্রাণ, নির্ভীক যোদ্ধা বীর মীর মদনকে প্রধান সেনাপতি ও তার বাল্যবন্ধু মোহনলালকে দেওয়ান পদে নিয়োগ প্রদান করেন। পরে আনুগত্যের প্রশ্নে পবিত্র কোরআন শরীফ মাথায় নিয়ে শপথ করায় নবাব মীর জাফরকে পুনরায় সেনাপতি পদে আসীন করেন। হিতাকাঙ্ক্ষীদের মতে এখানেই ছিল প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব নবাবের মহাভুল, মহা অর্বাচীনতা। এ ভুলের জন্যই নবাবকে পরবর্তীকালে চরম মূল্য দিতে হয়েছিল।

মীর জাফর পুনর্বার সেনাপতি হয়ে শুরু করেন একের পর এক ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতা। নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে অপসারিত করে নিজে নবাব হবার দুরাশা তাকে এতই পেয়ে বসেছিল যে, এ ব্যাপারে তার স্থান, কাল, পাত্র জ্ঞান পর্যন্ত লোপ পেয়ে নির্লজ্জ মরিয়া হয়ে উঠেছিল।

মীর জাফর প্রকৃত রণকৌশলী ও অভিজ্ঞ সমরবিদ ছিলেন না। তবে বিশ্বাসঘাতকতা, ষড়যন্ত্র ও কপটতা তার অস্থিমজ্জায় মিলেমিশে তাকে করে তুলেছিল ইতিহাসের জঘন্যতম বিশ্বাসঘাতকে।

দৃশ্যপট : পলাশীর যুদ্ধপ্রান্তর। সেনাপতি মীর জাফর আলী খাঁর যুদ্ধশিবির। ইংরেজ অবস্থানের উপর নবাব অনুগত বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে সেনাপতি শঙ্কিত। উদ্বিগ্নতার ছাপ তার মুখাবয়বে। চিন্তামগ্ন সেনাপতি কেদারায় উপবিষ্ট। ঝড়ের বেগে নবাবের প্রবেশ।

নবাব : (অস্থিরতার সাথে) সেনাপতি মীর জাফর আলী খাঁ। আপনি শুধু সেনাপতিই নন, আমার পরম আত্মীয়ও বটে। কেবল আপনি পারেন, বাংলার চিরায়ত স্বাধীনতার লাল সূর্যকে ফিরিয়ে আনতে। বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব তার পবিত্র উষ্ণীষ আপনার পদতলে রক্ষা করছেন, জনাব। (মস্তকের উষ্ণীষ পদতলে রেখে) এর সম্মান ও মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত করবেন না, সেনাপতি। ত্রুটি-বিচ্যুতি আপনারাও করেছেন, দোষত্রুটি হয়তো আমিও করেছি। সে বিচ্যুতি বিচারের সময় এটা নয়। যুদ্ধ শেষে আপনারা যে শাস্তি আমায় দিবেন আমি অবনত মস্তকে সে শাস্তি মেনে নেব। তথাপি দেশের পবিত্র স্বাধীনতা ও

www.pathagar.com

মসনদের মর্যাদা স্বেচ্ছায় ভূলুণ্ঠিত করে বিদেশির হাতে তুলে দিবেন না। খাল কেটে কুমির আনবেন না। নবাব আপনার কৃপা প্রার্থী, জনাব।

মীর জাফর : (উঠে দাঁড়িয়ে কুর্নিশ করে) উদ্বিগ্ন হবেন না জাঁহাপনা। (কপটতায়) আমাদের জনবল, অস্ত্রবল ওই ভিখারী বেনিয়াদের চেয়ে অনেক অনেকগুণে বেশি। বিজয় আমাদের সুনিশ্চিত, শুধু সময়ের ব্যবধান মাত্র। আপনি শিবিরে বিশ্রাম গ্রহণ করুন, জাঁহাপনা। যা করবার আমিই করব।

নবাব : (আশান্বিত হয়ে) সত্যি। সত্যি বলছেন সেনাপতি।

মীর জাফর : নবাব বাহাদুর কি আমায় অবিশ্বাস করেন?

নবাব : (স্মিত হেসে) বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের কথা নয় সেনাপতি।

মীর জাফর : (পাশে রক্ষিত কোরআন শরীফ হাতে নিয়ে শপথের ভঙ্গিতে) এই পবিত্র কোরআন নিয়ে অঙ্গীকার করছি নবাব বাহাদুর। এ বান্দা বিজয় ছিনিয়ে এনে আপনার পদতলে উপহার দিবেই দিবে। নিশ্চিত থাকুন, জাঁহাপনা।

নবাব : অতীতে বহুবার সেনাপতিকে কোরআন শরীফ নিয়ে অঙ্গীকার করতে দেখেছি। আজও দেখলাম। (ভাবাবেগে) আর মান অভিমান নয়, বিশ্বাস আর অবিশ্বাস নিয়ে মিথ্যে আত্মপ্রবঞ্চনাও নয় সেনাপতি। আপনি আমার প্রধান আমত্য ও আত্মীয়। দুটি রক্তস্রোতের মিলিত ধারা আমাদের মধ্যে প্রবাহিত। তাই মিথ্যে বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের মধ্যে অতীতের মতো নিজেদের মধ্যে আর দূরত্ব সৃষ্টি নয়– নয় কোনো ভুল বোঝাবুঝি। আসুন, অতীতকে ভুলে পরস্পর মহামিলনের ইস্পাত কঠিন বন্ধনে আবদ্ধ হই। আর দ্বিধা নয়, দ্বন্দ্ব নয়– নয় কোনো ক্ষোভ, নিছক জাত্যাভিমান। আসুন মিলেমিশে শত্রুর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ি। যুদ্ধ জয়ের পর নিজেদের দোষক্রটি সংশোধন করে নেব। আবারও বাংলার শ্যামল দিগন্তে সূর্য উঠবে, চন্দ্র হাসবে, মুক্ত বিহঙ্গ মধুর সুরে গাইবে। বাংলার দামাল ছেলেরা নাচবে, খেলবে– তাই না সেনাপতি?

মীর জাফর : (মাথা দুলিয়ে সায় দিয়ে) আলবত, আলবত জাঁহাপনা।

নবাব : (উৎফুল্ল হয়ে, আবেগে) ওরে, তোরা কে কোথায় আছিস। দেখে যা, দেখে যা বাংলার নবাব ও তার সেনাপতির মনের বিরোধ মিটে গেছে। (আলিঙ্গনে উদ্যত হয়ে) এই তারা পরস্পর আলিঙ্গন করছে। তোরা এ খবর ছড়িয়ে দে। প্রচার করে দে।

মীর জাফর : (আলিঙ্গন মুক্ত হয়ে, কপট ছলে) নবাব বাহাদুর, সৈন্যরা রণক্লান্ত। তাছাড়া রসদ বারুদ সব বৃষ্টিসিক্ত। তাই বলছিলাম, আজকের মতো যুদ্ধ মুলতবি ঘোষণা করা হোক। আগামী প্রত্যুষে সিংহ বিক্রমে বিজয় ছিনিয়ে আনবই। ইংরেজ ভিখারিদের কোনো প্রতিরোধই আমাদের অগ্রাভিযান প্রতিহত করতে পারবে না। বালির বাঁধের মতোই ভেসে যাবে শত্রুর দুর্বল প্রতিরোধ।

www.pathagar.com

নবাব : (মৃদু হেসে) মারাঠাদের সাথে যুদ্ধে সেনাপতি অসাধারণ রণচাতুর্য দেখিয়েছিলেন। তাই তো মাতামহ আলীবর্দী খাঁ সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে প্রধান সেনাপতির পদে বসিয়েছিলেন। যোগ্যজনকে যোগ্যপদে আসীন করিয়ে তিনি যথার্থই বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছিলেন। আপনি নিঃসন্দেহে একজন সুনিপুণ সমরবিদ। কিন্তু এমন পরিস্থিতিতে যুদ্ধ মুলতবি করা কি সঙ্গত হবে, সেনাপতি।

মীর জাফর : (কপট ছলে) জাঁহাপনা কি এখনও এ বান্দার প্রতি সন্দেহভাজন?

নবাব : (অন্যমনস্কতায়) না, ঠিক তা নয় সেনাপতি। ভাবছিলাম অন্য কথা। যাক সে কথা। আপনি যখন বলছেন, যুদ্ধ আজকের মতো মুলতবি ঘোষণা করলাম। (হাত তুলে বিদায়ের ভঙ্গিতে) আলবিদা, আলবিদা।

মীর জাফর : (নবাবের প্রস্থান পথ চেয়ে) হা হা হা বাজিমাত, বাজিমাত, বাজিমাত। (দাঁতে দাঁত পিষে) অর্বাচীন, নবাব। ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ দেখনি? মীর জাফরের ফাঁদে এবার পা দিয়েছ। আগামীর সূর্যোদয় তোমার ভাগ্যে কী ভয়াবহ বিপর্যয় বয়ে আনবে, তা হাড়ে হাড়ে টের পাবে। হা হা হা (পর্দা পতন)

দৃশ্য- ৩

প্রেক্ষাপট : স্বাধীনতার অগ্নিমন্ত্রে উজ্জীবিত নবাবভক্ত বীরসেনানী মোহনলাল ছিলেন নবাব সিরাজউদ্দৌলার অকৃত্রিম বাল্যবন্ধু। জীবনের ঊষালগ্ন থেকে বিপর্যয়ের চরম মুহূর্ত পর্যন্ত মোহনলাল ছায়ার মতোই নবাবের সঙ্গী ছিলেন। মোহনলালই মসনদের অপর অংশীদার বিদ্রোহী শওকাত জংকে পরাজিত ও নিহত করে সিরাজের মসনদ নিষ্কণ্টক করেছিলেন। সিরাজউদ্দৌলা নবাব হলে তিনি মোহনলালকে তাঁর দেওয়ান নিযুক্ত করেন।

পলাশীর বিপর্যয়ের পর নবাব ধৃত হওয়ার পূর্বেই মোহনলাল ধৃত ও কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। পরে প্রহসনমূলক বিচারে তাকে হত্যা করা হয় বলে জানা যায়। নবাবের সেনাবাহিনীতে কিছু সংখ্যক ফরাসি ও আর্মেনীয় সেনাধ্যক্ষ নিয়োজিত ছিলেন। নবাবভক্ত বীর সিন ফ্রে ছিলেন তাদেরই একজন। তিনি ছিলেন জাতিতে ফরাসি। বাঙালি না হয়েও বাংলাকে যারা মনেপ্রাণে ভালোবাসতেন, বীর সিন ফ্রে তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। নবাবের প্রতি ছিল তার অবিচল আস্থা। পলাশী বিপর্যয়ের পর এ বিদেশি সেনাধ্যক্ষের ভাগ্যে যে কী ঘটেছিল তা সঠিকভাবে জানা যায় নাই।

দৃশ্যপট : পলাশীর যুদ্ধপ্রান্তর। নবাব শিবির। সময়– অপরাহ্ণ। যুদ্ধ মুলতবি দিয়ে নবাব শিবিরে বিশ্রামরত। তিনি শিবির শয্যায় অর্ধশায়িত। ক্ষুব্ধ মোহনলাল ও সিন ফ্রের প্রবেশ। (উভয়ে কুর্নিশ করে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে)

www.pathagar.com

মোহনলাল : গোস্তাকি মার্জনা হয় জাঁহাপনা। (চাপা ক্ষুব্ধতায়) আমরা জানতে চাই, যুদ্ধ মুলতবির এ আদেশ কি জাঁহাপনার, নাকি সেনাপতি মীর জাফর আলীর?

নবাব : (অপ্রস্তুতভাবে) আমি, আমি নিজেই যুদ্ধ মুলতবির নির্দেশ দিয়েছি মোহনলাল। সেনাপতির অনুরোধেই আমি স্বয়ং এ আদেশ দিয়েছি।

মোহনলাল : (ক্ষুব্ধ স্বরে) বিশ্বাসঘাতক সেনাপতির ছলনা, নবাব বাহাদুর বিলক্ষণ অবগত ছিলেন?

নবাব : (শান্তভাবে) সৈন্যরা রণক্লান্ত। তাছাড়া রসদ-বারুদ বৃষ্টিসিক্ত। এ অবস্থায় যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া কি...।

মোহনলাল : আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা যুদ্ধ অবারিত থাকলেই বিজয় আমাদের নিশ্চিত ছিল। জাঁহাপনা কি আমাদের পরামর্শ গ্রহণের এতটুকু আবশ্যকতা অনুভব করেন নাই?

নবাব : (মোহনলালের প্রতি) মোহনলাল? আজীবন বন্ধু ভেবে সুহৃদ হিসেবে সুখে দুঃখে ছায়ার ন্যায় নবাবের পাশে ছিলে। আজ এ ঘোরতর দুর্দিনে নবাবকে আঘাত দিয়ে কি শান্তি পেতে চাও, মোহনলাল?

মোহনলাল : (পুনঃপুনঃ অভিবাদন করে) বেয়াদবি মার্জনা হয়, খোদাবন্দ। কপট সেনাপতির নির্দেশে রসদ-বারুদ অনাচ্ছাদিত রেখে বৃষ্টিসিক্ত করা হয়েছে। যুদ্ধ মুলতবির সুযোগে ধুরুন্ধর সেনাপতি তার সেনাছাউনি নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে নিয়েছে। নবাব বাহাদুরের সেনা শিবির এখন শত্রুর তোপের মুখে। তাই এ যুদ্ধ মুলতবির পরিণাম, জাঁহাপনাকে আর বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না।

সিন ফ্রে : (অভিবাদন করে) যুডডো মুলটবি করিয়া নবাব বাহাডুর মূলট নিজের পায়ে নিজেই কুড়াল মারিয়া ডিল। আর হামাডেরও বহুট বহুট রিস্ক করিয়া ডিল।

নবাব : (মোলায়েম স্বরে) বীর সিন ফ্রে। চিরদিন নবাবের ভুলভ্রান্তি ক্ষমার চোখে দেখে এসেছো। আজও সেই ক্ষমাসুন্দর চোখে বিচার করো, ভাই?

সিন ফ্রে : (অভিবাদন করে) নবাব বাহাডুরকে হামরা বাল্লোবাসি। নবাব বাহাডুরের জন্য এ প্রাণটা পর্যন্ত ডিয়ে দিতে পারি। ওই নিমকহারাম মীর জাফরকে এতটুকু বিসওয়াস করি না, ইউর ওনার।

নবাব : সেনাপতি পবিত্র কোরআন শরীফ নিয়ে অঙ্গীকার করেছে। তাই শেষবারের মতো আর একবার পরীক্ষা করেই দেখা যাক। (কী যেন চিন্তা করে) না, থাক। তোমরাও রণক্লান্ত। শিবিরে গিয়ে বিশ্রাম করো, যাও। (হাত তুলে বিদায়ের ভঙ্গিতে) আল্লাহ্ হাফেজ।

www.pathagar.com

মোহনলাল ও সিন ফ্রে : একসঙ্গে তরবারি কোষমুক্ত করে, সমস্বরে) আমরা শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে বাংলার স্বাধীনতা সমুন্নত রাখব। নবাবের আদেশ প্রতিপালন করব–

জয় বাংলার জয়

জয় বাঙালির জয়

জয় নবাবের জয়।

(উভয়ে কুর্নিশ করতে করতে প্রস্থান। নবাব ওদের যাত্রাপথ একদৃষ্টে চেয়ে দেখতে থাকবেন)

(পর্দাপতন)

দৃশ্য-৪

প্রেক্ষাপট : পরিবারের উচ্ছন্নে যাওয়া মাতাপিতার অবাধ্য ও বখাটে সন্তান রবার্ট ক্লাইভ। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিতে চাকরি নেন। প্রথমে কেরানির, মাদ্রাজ কুঠিতে। আর্কট যুদ্ধে অসামান্য সাহস ও সাফল্য প্রদর্শন করায় কোম্পানির সেনাবাহিনীতে উচ্চপদ লাভ করেন। নবাব সিরাজউদ্দৌলা কর্তৃক কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের পতন ঘটার পর তিনি কলকাতায় আসেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাংলাদেশ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসেবে। এ সময় তিনি বাংলাদেশ বিষয়ে একক সিদ্ধান্ত লাভের ক্ষমতাও অর্জন করেন।

রবার্ট ক্লাইভ একাধারে কপট, প্রতারক, শঠ, স্বার্থপর, অর্থলোভী ও বিশ্বাসঘাতক ছিলেন। কূটবুদ্ধিতে তার জুড়ি মেলা ভার। ষড়যন্ত্র, উৎকোচ গ্রহণ ও প্রদানে তিনি অত্যন্ত পারঙ্গম ছিলেন। মানুষের চরিত্র নিরূপণে তিনি অসাধারণ নিপুণ। দ্বিতীয় দফা গভর্নর হয়ে কলকাতায় এসে তিনি বাংলাদেশে কোম্পানির শাসন সংহত করেন। কলকাতায় থাকাকালে তার প্রচুর প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল। পলাশী যুদ্ধের পূর্বেই তিনি দিল্লিশ্বরের পক্ষে পাঁচ পাঁচটি খেতাব লাভ করেন।

কলকাতায় পা রাখার পর হতেই তিনি নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে উৎখাত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। নবাবের উচ্চ রাজকর্মচারী ও আমত্য জমিদারবর্গের সাথে ষড়যন্ত্রমূলক চুক্তি সম্পন্ন করতে সমর্থ হন। পলাশীর যুদ্ধের পূর্বেই এ চুক্তি সম্পাদিত হয়।

চুক্তিমতে তাকে বোঝানো হয়েছিল যে, পলাশীতে ইংরেজ বাহিনীকে কোন লড়াই করতে হবে না। কেবল বাহিনীর উপস্থিতিই যথেষ্ট। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে এসে তিনি দেখতে পেলেন সম্পূর্ণ উল্টো। নবাবের অনুগত বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে ইংরেজ বাহিনী যখন দিশেহারা, তখন নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার অপরাধ ও পরাজয়ের ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে রীতিমতো শঙ্কিত হয়ে পড়েন। নিম্নদৃশ্যে তার শঙ্কামূলক অস্থিরতা পরিদৃষ্ট হলো–

www.pathagar.com

দৃশ্যপট : পলাশীর যুদ্ধপ্রান্তর। আম্রকানন। ইংরেজ সেনাশিবির। পর্দা অপসারিত হলে দেখা যাবে, শঙ্কাকুল রবার্ট ক্লাইভ তার শিবিরে অস্থির পদচারণা করছেন। তার মুখাবয়বে উদ্বিগ্নতার আভাস পরিস্ফুট।

রবার্ট ক্লাইভ : (আত্মোক্তিতে) উই আর শিওরলি ইন ডিফিট। ইডিয়ট মীর জাফরের কথায় বিসওয়াশ করিয়া বহুট মিসটেক করিয়াছি। স্টুপিড মীর জাফর বলিয়াছিল- হামাডের কোনো ফাইট করিতে হইবে না। অনলি প্রক্সি দিলেই চলিবে। বাট, আকন দেখিটেছি, রীটিমটো যুডডো চলিটেছে। এ রকম ফাইট চলিটে থাকিলে আর অল্প সময়ের মধ্যে হামাডের পরাজয় শিওর হইবে। উই আর মিস গাইডেড। এইবার নবাব হামাডের ফাঁসিতে ঝুলাইবে। ওহ মাই গড। টেল মি হোয়াট উইল আই ডু নাউ? (এ সময় কাছাকাছি নবাবের কামানের গর্জন শ্রুত হবে। ক্লাইভ চমকে উঠবে) ওই, ওই নবাবের কামান গর্জিয়া উঠিল। নবাবের ট্রুপস প্রোবাবলি কাম নিয়ার। ওহ মাই গড, আর ভাবিটে পারিটেছি না। মাই বিলাভেড গড, সেভ মি প্লিজ, প্লিজ...(ক্লাইভ তন্ময়ভাবে উর্ধমুখী হয়ে থাকবে)

(মীর জাফরের পত্র হাতে জনৈক গুপ্তচরের প্রবেশ)

গুপ্তচর : (পিছন থেকে সামরিক কায়দায় সেলুট দিয়ে) সাহেব। সেনাপতি মীর জাফর আলী খত পাঠিয়েছেন। এই নিন, খত।

রবার্ট ক্লাইভ : (সম্বিত ফিরে পেয়ে পিছনে ফিরে) খট? আই মিন লেটার? (হাত বাড়িয়ে) গিভ মি, প্লিজ, প্লিজ...।

(অধৈর্যের সাথে পত্র হাতে নিয়ে খুলে পড়তে থাকবে)

সাহেব,

শুভেচ্ছা রইল। আজকের যুদ্ধে আমাদের প্রধান শত্রু মীর মদন নিহত। নিহত আরও অনেক নবাবের অনুগত সৈন্যাধ্যক্ষ। পরাজয়ের আশঙ্কায় নবাব শঙ্কিত। আমার পরামর্শ চাইলেন, আমি যুদ্ধ মুলতবির পরামর্শ দিয়েছি। নবাব যুদ্ধ মুলতবি করেছেন। ইত্যাবসরে আমি আমার সেনাছাউনি নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে নিয়েছি। আগামীকাল প্রত্যুষে প্রচণ্ড আক্রমণ হবে। তার আগে, ঠিক রাত ৩টায় অতর্কিত নবাবের শিবির আক্রমণ করতে হবে। তোপের মুখে উড়িয়ে দিতে হবে নবাব শিবির। ভয় নাই। আমরা আছি। আবারও মনে করিয়ে দিচ্ছি, ঠিক রাত ৩টায়। ভুল যেন না হয়।

তোমার একান্ত বিশ্বস্ত

মীর জাফর আলী

www.pathagar.com

(পত্র পাঠান্তে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে) ও থ্যাংক ইউ মীর জাফর আলী খাঁ। থ্যাংক ইউ। আই অ্যাম ওয়েটিং ফর এ মাচ অপরচ্যুনিটি। থ্যাংক ইউ। (গুপ্তচরের দিকে তাকিয়ে) ওকে ম্যাসেঞ্জার। টেল ইউর মাস্টার। অ্যাট মিড নাইট, জাস্ট ইন দি থ্রি এএম। উই অ্যাটাক, নো ডাউট। থ্যাংক ইউ ম্যাসেঞ্জার, বাই।

গুপ্তচর : (স্যালুট দিয়ে) ধন্যবাদ, সাহেব। (গুপ্তচরের প্রস্থান)

ক্লাইভ : (গুপ্তচরের প্রস্থান পথ চেয়ে স্মিথ হেসে) উহ, পুওর নবাব, বেড়ায় খাইলে ধান, হামি কি করিবে। ইউ অলওয়েজ হেটেড ইংলিশ মেন। এখন বুঝিবে কত ধানে কত চাল। হা হা হা (পর্দা পতন)

দৃশ্য-৫

প্রেক্ষাপট : নবাব ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেন নাই ২৩শে জুনের ঘোর কুজ্জটি ভরা কাল রাত তার জীবনে মহাবিপর্যয় ডেকে আনবে। সরল বিশ্বাসে কপট সেনাপতির বারংবার বিশ্বস্ততার পরীক্ষা নিতে গিয়ে তিনি নিজেই চিরতরে হারিয়ে যাবেন, তা তার ভাবনায় এক মুহূর্তের জন্যও স্থান পায় নাই। নিজের বিশাল বাহিনীর মোকাবিলায় তৃণতুল্য ইংরেজ সমাবেশ তাকে হয়তো অতটা সতর্ক করে তোলার সুযোগ দেয় নাই। সম্মুখযুদ্ধের পরিবর্তে পশ্চাতের হীন চক্রান্তের প্রলয় সম্পর্কে তিনি বিলক্ষণ বিস্মৃত ছিলেন। এ কাপুরুষোচিত যুদ্ধনীতির হীন ফলশ্রুতিতে তাকে ইতিহাসের চরমতম দুর্ভোগের শিকারে পরিণত হতে হয়েছিল। বাঙালি তথা সমগ্র উপমহাদেশের জন্য দিনটি পরাজয়, পরাধীনতা ও শোষণের বীজ হিসেবে পরিগণিত হবে, তা কে ভাবতে পেরেছিল সেদিন।

এ দৃশ্যে ২৩ জুনের মহাবিপর্যয়ের সেই কাল রাতের বর্ণনা পরিদৃষ্ট হলো-

দৃশ্যপট : পলাশীর যুদ্ধপ্রান্তর। নবাব শিবির। শিবিরে সকলে সুপ্তিমগ্ন। বাইরে নিকষ কালো কুজ্জটি ঘন ভয়াল রাত। সময় ৩ ঘটিকা। অতর্কিত ইংরেজ আক্রমণ। মুহুর্মুহু তোপধ্বনিতে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত। সদ্য জাগ্রত ও আহত সেনার মুমূর্ষু আর্তচিৎকার, হট্টগোল, হুড়াহুড়ি, ছোটাছুটি। অশ্বের ঘন ঘন হ্রেষা আর হস্তির প্রাণান্ত বৃংহতি। সব মিলিয়ে যেন কেয়ামত রাত।

সৈন্যরা দিশেহারা ও ছত্রভঙ্গ। প্রাণ নিয়ে পলায়নে তৎপর সবাই। ইংরেজ বাহিনীর আক্রমণের প্রতি-উত্তরে গর্জে উঠল বীর বাহাদুর, মোহনলাল, সিন ফ্রের কামান। তবে তা লক্ষ্যহীন। জাগ্রত নবাব হতভম্ব ও কিংকর্তব্যবিমূঢ়। শত চেষ্টা করেও তিনি সেনা ফিরাতে ব্যর্থ।

নবাব : (ভগ্ন কণ্ঠে) সৈন্যগণ, ফিরে দাঁড়াও। ব্যাঘ্রের ন্যায় প্রতি-আক্রমণ রচনা কর। ভয় নাই। আল্লাহ আমাদের সহায়। (কিন্তু কে শোনে কার কথা।

www.pathagar.com

যে যার মতো প্রাণ নিয়ে পলায়নে তৎপর। শত চেষ্টা ও বুকফাটা আহ্বানেও কেউ সাড়া দিল না)। ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস, কেউ আমার ডাকে ফিরে দাঁড়ালো না। আমার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী, আমি বন্ধুহীন ও নিরাপত্তাহীন। (দাঁতে দাঁত পিষে) নিমকহারাম মীর জাফর।

(ঝড়ের বেগে খোঁজা ইয়ার লতিফের প্রবেশ)

খোঁজা ইয়ার লতিফ : জাঁহাপনা, জাঁহাপনা? যুদ্ধনীতি ভঙ্গ করে কাপুরুষ ইংরেজ বাহিনী রাতের আঁধারে আমাদের শিবির আক্রমণ করেছে। সেনাদল পলায়নে তৎপর। শত চেষ্টাতেও আমরা সেনা ফেরাতে পারছি না। এখন উপায়?

নবাব : (হতভম্বের ন্যায়) তাই তো, এখন উপায়?

খোঁজা ইয়ার লতিফ : (উপদেশ সুরে) এখানে আর এক মুহূর্তও নয় নবাব বাহাদুর। এখানে আপনার নিরাপত্তা বিপন্ন। ওদিকে রাজধানী অরক্ষিত। আপনি সত্বর রাজধানীতে ফিরে যান নবাব বাহাদুর। রাজধানী রক্ষার ব্যবস্থা করুন। আমরা এদিকে দেখছি। (এ সময় নিকটে তোপধ্বনি শোনা যাবে) ওই ওই কামানের আওয়াজ ধীরে ধীরে নিকটবর্তী হচ্ছে। আর তিলার্ধ বিলম্ব নয়, জাঁহাপনা। সত্বর এ স্থান ত্যাগ করুন। আমি যাই- জাঁহাপনা, আমি যাই, বিদায়।

(খোঁজা ইয়ার লতিফের প্রস্থান। অন্য পথে দুর্লভ রামের প্রবেশ)

দুর্লভ রাম : (মেকি অস্থিরতার সাথে) জাঁহাপনা, জাঁহাপনা, ধূর্ত ক্লাইভ যুদ্ধনীতি লঙ্ঘন করে রাতের আঁধারে অতর্কিত আমাদের শিবির আক্রমণ করেছে। ভীতবিহ্বল সৈন্যরা পলায়নরত। শত চেষ্টায়ও সৈন্য ফিরাতে আমরা ব্যর্থ। অবস্থা বড় বেগতিক আলী জাঁ।

নবাব : (ক্রোধে) সেনাপতি মীর জাফর।

দুর্লভ রাম : সেনাপতির শিবিরও আক্রান্ত, আলী জাঁ।

নবাব : (দাঁতে দাঁত পিষে) এ আক্রমণ অতর্কিত না, পরিকল্পিত।

দুর্লভ রাম : (থতমত খেয়ে) অতর্কিত, জাঁহাপনা! আমরা সবাই আক্রান্ত।

নবাব : বটে! তবে এখন কি করা উচিত, দুর্লভ রাম।

দুর্লভ রাম : অবস্থা সুবিধা ঠেকছে না, জাঁহাপনা। আপনার নিরাপত্তা এখন বিপন্ন। তাই বলছিলাম, আপনি কালবিলম্ব না করে যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করুন। (ঠিক এ সময় কামানের গর্জন শোনা যাবে। দুর্লভ রাম মেকি ভয়ে চমকে উঠবে) জাঁহাপনা...

নবাব : ভয় নেই, দুর্লভ রাম, ও আমাদের কামানের গর্জন।

দুর্লভ রাম : আমাদের কামান জাঁহাপনা। ভগবান রক্ষা করুন। (বলে বুকে থুথু দিতে থাকবে)

www.pathagar.com

নবাব : আর কতদিন এ আত্মপ্রবঞ্চনা, দুর্লভ রাম? তোমাদের শিবিরে যদি আক্রমণ হয়েই থাকে, তবে তোমাদের কামান গর্জায় না কেন?

দুর্লভ রাম : (অপ্রস্তুত হয়ে) ইয়ে-ইয়ে– মানে-মানে সৈন্যরা সব দিশেহারা, জাঁহাপনা, তাছাড়া...। (এ সময় ইংরেজদের কামানের গোলা বিরাট শব্দে নিকটে কোথাও পড়বে। দুর্লভ রাম চমকে উঠে) আমি যাই জাঁহাপনা, আমি যাই। ভগবানের দেয়া প্রাণটা বাঁচাই। (বলতে বলতে মেকি কুর্নিশের অভিনয় করতে করতে প্রস্থান)।

নবাব : (আত্মোক্তিতে) হ্যাঁ, আর এক মুহূর্ত বিলম্ব নয়। রাজধানী মুর্শিদাবাদ আক্রান্ত হতে পারে। আমি– আমি রাজধানীতে ফিরে যাব। বিশ্বস্ত সেনাদল সংগ্রহ করে আবার ফিরে আসব পলাশীতে। আবার যুদ্ধ হবে, প্রতিশোধের যুদ্ধ। বড় নির্মম সে প্রতিশোধ। বিদায় পলাশী, বিদায় রাক্ষুসী– বি- দা- য়। (নবাবের দ্রুত প্রস্থান) (পর্দাপতন)।

দৃশ্য- ৬

প্রেক্ষাপট : কপট সেনাপতি মীর জাফর; যাকে পলাশীর পরাজয় এতটুকু স্পর্শ করে নাই। স্পর্শ করে নাই দেশমাতৃকার পরাজয়ের আত্মগ্লানি। পর দিবস প্রত্যুষে তিনি উপস্থিত হয়েছিলেন পলাশীর আম্রকাননে, ইংরেজ শিবিরে। উদ্দেশ্য রবার্ট ক্লাইভকে বিজয়ের উষ্ণ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা। কতখানি নিচে নামলে একটি স্বাধীন দেশের সেনাপ্রধান এহেন কাজ করতে পারে, তা এ সাক্ষাৎকার থেকে অনুমেয়। স্বাধীনতা ও জাতীয়তা বোধ-জ্ঞান তার তিলার্ধ পরিমাণও অবশিষ্ট ছিল না। কেবল অবশিষ্ট ছিল, পালিত কুকুরের ন্যায় অমর্যাদাকর ইংরেজ প্রভুর পদলেহন ও মসনদ লাভের দুনির্বার মোহ। এ দৃশ্যে মীর জাফরের সেই মানসিকতা প্রতিভাত হয়েছে।

দৃশ্যপট : পলাশীর আম্রকানন, ইংরেজ শিবির। সময়– সকাল। রবার্ট ক্লাইভ নিজ শিবিরে মীর জাফরের প্রতীক্ষায় উপবিষ্ট। স্বহাস্যে মীর জাফরের প্রবেশ।

ক্লাইভ : (মেকি উচ্ছ্বাসে) ওহ্, ওয়েলকাম, ওয়েলকাম মীর জাফর আলী খাঁ, দ্য নেক্সট নবাব অব বেঙ্গল। বিহার অ্যান্ড উড়িষ্যা, কাম অন, আপনে হামাডের বনডু আছে। আই কনগ্রাচুলেট ইউ ফর ইওর গুড পারফরমেন্স ইন দ্য পলাশী ওয়ার। (হ্যান্ড শেক করে, একটি চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে) প্লিজ, বি সিটেড, প্লিজ, প্লিজ।

মীর জাফর : (বসতে বসতে, গর্বিত কণ্ঠে) সবই আল্লাহর ইচ্ছা, সাহেব। সবই আল্লাহর ইচ্ছা। তাই তো আমি সকল কাজের আগে আল্লাহকে স্মরণ করি।

www.pathagar.com

আরে আল্লাহর ইচ্ছা না হলে, নবাব আমার নিকট ছুটে আসবেই বা কেন? সে এক মজার ব্যাপার সাহেব।

ক্লাইভ : (উচ্ছ্বাসে) ওহ, ইয়েস, ইয়েস, টেল মি প্লিজ...।

মীর জাফর : (মুচকি হেসে বর্ণনার ভঙ্গিতে) নবাব আমার নিকট ছুটে এলেন। তার উষ্ণীষ আমার পদতলে রেখে বললেন, সেনাপতি, কেবল আপনিই পারেন আমার এ উষ্ণীষ রক্ষা করতে। নবাব আপনার কৃপা প্রার্থী। আর যায় কোথায় বাছাধন। (চুটকি মারবে) সুযোগ পেয়ে গেলাম। দিলাম একটা ছক্কার চাল। পবিত্র কোরআন নিয়ে শপথ করে বললাম, বিজয় আমাদের সুনিশ্চিত, জাঁহাপনা। এ বান্দা বিজয় ছিনিয়ে আনবেই। আপনি শিবিরে বিশ্রাম গ্রহণ করুন। যা করবার আমিই করব। নবাব আমার কথা বিশ্বাস করলেন। বললেন কি, জানেন সাহেব? (বলে খিল খিল করে হাসতে লাগল।)

ক্লাইভ : উই নো, নেভার। টেল মি মিস্টার ডিটেনলস।

মীর জাফর : (নড়েচড়ে বসে) নবাব বললেন, তাহলে আমাদের কী করা উচিৎ সেনাপতি। (এবার আমি তুরুপের চাল কষে মারলাম। বললাম, সৈন্যরা ক্লান্ত। বারুদ সব বৃষ্টিতে ভিজে গেছে। আজকের মতো যুদ্ধ মুলতবি করে দিন। আগামীকাল প্রচণ্ড আক্রমণ করে বিজয় ছিনিয়ে আনব। নবাব আমার কথা রাখলেন। যুদ্ধ মুলতবি ঘোষণা করে দিলেন। এ সুযোগে আমিও আমার সেনাছাউনি সরিয়ে নিলাম। তারপর তোমাকে জানিয়ে দিলাম, ঠিক রাত ৩টায়। ব্যাস, বাজিমাত। দেখলে সাহেব, কেমন মজার খেল। ওই কথায় আছে না, হাজার কাজে এক তীর। কী বুঝলে সাহেব?

ক্লাইভ : ওহ, থ্যাংক ইউ মিস্টার জাফর আলী খাঁ। হাপনে বহুট বুড্ডিমান আছেন। আইমিন ক্লেভার আছে। হামারা হাপনাকে নবাব বানাইবে, হাপনি গদিতে বসিয়া নবাবী করিবে। আর হামরা মজাছে বাণিজ্য করিবে, কেমন।

মীর জাফর : (গর্বিত স্বরে, মাথা নেড়ে নেড়ে) আর আমার চাল ব্যর্থ হলে তোমাদের কি হতো, সে কথা ভেবেছ সাহেব?

ক্লাইভ : ওহ, ইয়েস ইয়েস। এজন্যই তো হামরা ঘোরাকে (ঘোড়া) বিসওয়াশ করি। বাট, ঘোরার মালিককে নয়। বিকজ, ঘোরা অ্যানিমেল, বিসওয়াশ ব্রেক করে না। আর ঘোরার মালিক ম্যান। বিসওয়াশ ব্রেক করিটে পারে।

মীর জাফর : (মাথা দোলাতে দোলাতে) উপহাস করছ, সাহেব। এতক্ষণে নবাব তোমাদের সাত সাগর পার করে ছাড়ত, না হয় ফাঁসিতে ঝুলাত। ঠিক না সাহেব?

ক্লাইভ : ওহ, নো, নেভার। রিয়ালি ইটস নট উপহাস। ইটস ইডিওম, মাই গ্রেট ফ্রেন্ড। হাপনে নবাব আর হামরা বিজনেস ম্যান। হাপনাকে উপহাস করিব কেন?

www.pathagar.com

মীর জাফর : না, আর তর্ক নয়। কাজের কথায় আসি। ইংরেজ বাঙালি ভাই ভাই, আমাদের কোনো বিরোধ নাই। তা এখন কি করা হবে তাই বলো?

ক্লাইভ : ওহ, ইয়েস। (ক্ষণকাল চিন্তা করে) ফার্স্ট ইউ এ্যারেস্ট নবাব অ্যান্ড পুট হিম ইন টু দি জেল। (কানে কানে) পারিলে খতম করে দিবে। দেন সিংহাসনে বসিবে, নবাবী করিবে। ব্যাস।

মীর জাফর : (মুচকি হেসে) যেদিন মসনদে বসব সাহেব, সে কিন্তু তোমার হাত ধরেই বসব। তুমি উপস্থিত থেকে আমাকে ধরে সিংহাসনে বসাবে। আগাম বলে রাখলাম। ভুলে যেও না কিন্তু। হাজার হোক তুমি আমার বন্ধু, হিতাকাঙ্ক্ষী। দুঃসময়ে তোমার সাহয্য পেয়েছি। সুসময়ে তোমাকে কাছে নিব না, তা কি করে হয়।

ক্লাইভ : ওহ, ইয়েস। বাট, নো মোর লেট, মাই ফ্রেন্ড। (ওঠার উদ্যোগ নিতে নিতে) থ্যাংক ইউ, মাই ফ্রেন্ড, থ্যাংক ইউ?

মীর জাফর : (উঠতে উঠতে) তবে, যাই সাহেব। ওদিকে দেখি। বিলম্বে শোচনাং নাস্তি। এ গরিবকে ভুলে যেও না সাহেব। আবার দেখা হবে। তবে হ্যাঁ, সিংহাসনে যেদিন প্রথম বসব– সেদিন কিন্তু তোমার হাত ধরেই বসব। তুমি হাত ধরে বসিয়ে দিও। আবার বলে রাখলাম। বিদায়- (হাত তুলে বিদায় শুভেচ্ছা জানাতে জানাতে প্রস্থান)।

ক্লাইভ : (হাত তুলে বিদায় শুভেচ্ছা জানাতে জানাতে মীর জাফরের প্রস্থান পথ চেয়ে থাকবে) ব্লাডি ভালচার। ডায়মন্ড চিনিতে পারিলে না। (ক্ষণিক মৌন থেকে) ব্লাডি নবাব, ওহ মাই গ্রেট এনিমি, ইউ লস্ট দাইসেলফ ফর ইওর মাদারল্যান্ড। আই প্রেইজড ইউ (২) (পর্দাপতন)।

দৃশ্য-৭

প্রেক্ষাপট : পরাজয়ের এক বুক গ্লানি নিয়ে গজারোহনে রাজধানীতে ফিরে এলেন নবাব। শাহী মহলে নেমে এলো শোকের ছায়া। রাজধানীর বাসিন্দারা আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে পড়ল। ইংরেজ বাহিনীর ভয়ে রাজধানী ছেড়ে পালাবার হিড়িক লেগে গেল। রাজধানীর রক্ষীবাহিনী হয়ে পড়ল নির্বিকার। দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ল রাজধানীর রক্ষীবাহিনী। পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ ও প্রাণপ্রিয় স্বাধীনতা রক্ষার্থে নবাব অস্থির হয়ে পড়লেন। নতুন করে পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে বিশ্বস্ত সেনাবাহিনী দরকার। এ কাজে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন।

অর্থ চিন্তায় দিশেহারা নবাব স্মরণ নিলেন শেঠদের। ডেকে পাঠালেন জগৎশেঠ, মহাতপ চাঁদকে একান্ত নিরুপায় অবস্থায়।

জগৎশেঠরা সে সময় অর্থ সম্পদে এতই ক্ষমতাধর হয়ে উঠেছিলেন যে, তাদের সমর্থন ও অনুমোদন ব্যতিরেকে কোনো রাজনৈতিক সমাধান বা

www.pathagar.com

পরিবর্তন সাধিত হতো না। জগৎশেঠও নবাববিরোধী চলমান ষড়যন্ত্রের নেপথ্য নায়ক ছিলেন। তিনি তো নবাবকে অর্থ সহযোগিতা দিলেনই না, বরং উল্টো পরামর্শ দিলেন পাটনার জানাকিরাম ও বিহারের রাজ নারায়ণের আশ্রয় ও সাহায্য কামনা করতে। ঐতিহাসিকগণ মনে করেন যে, এক কুচক্রী মীর জাফরের আরাধ্য কর্মটি আর এক কুচক্রী জগৎশেঠ এভাবে সম্পন্ন করে তুললেন। নবাবকে চিরদিনের মতো রাজ্যহারা করে তুললেন।

নবাব তার পরিবারের সদস্যদের সাথে পরামর্শ করলেন। কিন্তু অনাকাঙ্ক্ষিত এ পরিস্থিতিতে কেউই নতুন করে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বার সাহস দিলেন না। বিশেষত বান্ধবহীন এহেন পরিবেশে। অগত্যা নবাব পাটনা পলায়নের সিদ্ধান্ত নিলেন।

প্রাণপ্রিয় বেগম লুৎফুননিসা ও শিশুকন্যা উম্মে জোহ্‌রা ও কয়েকজন খোঁজাভৃত্যকে সঙ্গে নিয়ে তিনি পাটনার পথে ভগবান গোলার উদ্দেশে রওনা দিলেন। চলতি দৃশ্যে জগৎশেঠের সাথে নবাবের কথোপকথন তুলে ধরা হলো।

দৃশ্যপট : মুর্শিদাবাদ, নবাব প্রাসাদ। সময় – গভীর রাত্রি। পর্দা অপসারিত হলে দেখা যাবে, নবাব দরবার কক্ষে অস্থির পদচারণা করছেন। আর বারবার দরবার পথে ফিরে ফিরে দেখছেন। বড় চিন্তার ছাপ নবাবের মুখাবয়বে।

(জগৎশেঠের প্রবেশ)

জগৎশেঠ : (কুর্নিশ করে চোখ গড়াতে গড়াতে) এ গভীর রাতে নবাব বাহাদুর কি আমায় স্মরণ করেছেন?

নবাব : (ঘুরে দাঁড়িয়ে) হ্যাঁ, শেঠজি। এ চরম বিপর্যয়ের মুহূর্তে আপনার সাহায্য আমার একান্ত দরকার। তাই ...।

জগৎশেঠ : (তারস্বরে) বান্দা হাজির, আলী জাঁ।

নবাব : সে কথা কি মনে পড়ে শেঠজি। সরফরাজের সাথে যুদ্ধে শেঠজির সাহায্য না পেলে প্রয়াত নবাব আলীবর্দীর জয়লাভ কখনও সম্ভব হতো না।

জগৎশেঠ : সত্য বটে, হায়বত জঙ্গ বাহাদুর।

নবাব : এ কথা কি সত্য নয় যে, শুধু লোটাকম্বল সম্বল করে শেঠজিরা নবাব আলীবর্দীর সাথে পাটনা থেকে বাংলায় এসেছিলেন।

জগৎশেঠ : আলবত সত্য, জাঁহাপনা।

নবাব : আর এ কথা সত্যি নয়, মহান নবাব আলীবর্দীর উদারতায় শেঠজিরা আজ সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেছেন।

জগৎশেঠ : সত্য জাঁহাপনা, নিশ্চিত সত্য।

www.pathagar.com

নবাব : তাহলে কোন স্বার্থে শেঠজিরা আজ নবাবের বিরুদ্ধে হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। কিসের প্রত্যাশায় শেঠজি আর সেনাপতির মধ্যে গোপন সম্পর্ক বিদ্যমান। জানতে পারি? শেঠজি।

জগৎশেঠ : (আমতা করে) নবাব বাহাদুর, এত রাতে কী উদ্দেশ্যে এ বান্দাকে স্মরণ করেছেন, তা এখনও বোধগম্য নয়।

নবাব : (অপেক্ষাকৃত নরম সুরে) বোধগম্য না হওয়ারই কথা শেঠজি। আপনিও জানেন, আমিও জানি, সবাই জানে। শেঠজির সমর্থন ব্যতিরেকে এ দেশের কোনো রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান কখনই সম্ভব নয়। তাই আপনার বিরুদ্ধে আমার বলবার কিছুই নেই। যেহেতু টাকা আমার অতীব প্রয়োজন। আর তাই আপনাকে এত রাতে কষ্ট দিয়েছি, শেঠজি। আজ আমার বড় দুর্দিন। নবাব হিসেবে নয়, মহান নবাব আলীবর্দীর উত্তরাধিকারী হিসেবে আমার প্রতি সহযোগিতার হাত প্রসারিত করুন, শেঠজি। আর কোনো মান অভিমান নয়। আসুন, আমরা মিলেমিশে হিন্দু-মুসলমানের বাংলার পবিত্র স্বাধীনতা রক্ষার্থে এক হয়ে কাজ করি। এহেন দুর্দিনে নবাব আলীবর্দীর উদারতা স্মরণ করে আমায় প্রত্যাখ্যান করবেন না, শেঠজি।

জগৎশেঠ : (হাত কচলাতে কচলাতে) আপনি না হয় পাটনায় চলে যান। সেখানে নবাব আলীবর্দীর অকৃত্রিম সুহৃদ জানাকিরাম আছেন, রাজা রাজনারায়ণ আছেন, উপায় একটা মিলবেই আলী জাঁ।

নবাব : (হতাশ স্বরে) তাহলে এই কি আপনার শেষ কথা? শেঠজি।

জগৎশেঠ : (বিনীত স্বরে) আমি নিরুপায় নবাব বাহাদুর। আমায় মার্জনা করুন (যাবার উদ্যোগ নিতে নিতে) আমি যাই, জাঁহাপনা। (কুর্নিশ করতে করতে যেতে উদ্যত)

নবাব : (রাগত কণ্ঠে) দাঁড়ান, শেঠজি। (শেঠজি ভয়ে ভয়ে ঘুরে দাঁড়াল) যে আলীবর্দীর সরলতার সুযোগে শেঠজি আজ দেশের প্রখ্যাত ধনকুবের, সে আলীবর্দীর স্নেহের উত্তরাধিকারী সিরাজকে সাহায্য করতে আজ শেঠজির সংস্কারে বাধে তাই না? শেঠজি। (নবাব শেঠজির দিকে এগিয়ে গিয়ে তার কাঁধে ঝাঁকুনি দিতে দিতে) তবে, শুনে যান শেঠজি। ইতিহাস বড় নির্মম, ইতিহাস বড় ক্ষমাহীন। ইতিহাসের শাস্তি একদিন নৃশংস হয়ে নেমে আসবে। সেদিন গঙ্গায় অনেক জল গড়িয়ে যাবে। হয়ত সেদিন আমি থাকব না। ইতিহাসের শাস্তি– সে কিন্তু কাউকেই ক্ষমা করবে না। এখন আসতে পারেন– শেঠজি।

জগৎশেঠ : (আভূমি প্রণিপাত করে) বান্দার গোস্তাকি মার্জনা হয়, জাঁহাপনা। (জগৎশেঠের প্রস্থান)

www.pathagar.com

নবাব : (আবারও পায়চারি করতে থাকবেন। এক সময় আত্মোক্তিতে) শেঠজি ঠিকই বলেছে। বাংলায় আর আমার একটিও বান্ধব নাই। বিশ্বাসঘাতকরা আমার চারপাশ ঘিরে আমার পতনের প্রহর গুনছে। বাংলায় আর এক মুহূর্তও নয়। আমি, আমি পাটনায় যাব। সেখানে জানাকিরাম আছেন, রাজনারায়ণ আছেন, আছেন ফরাসি জেনারেল জাওল। তাদের সহায়তায় আবারও বিশ্বস্ত সৈন্যদল গঠন করব। আবারও ফিরে আসব বাঙলায়। বিজয়ী বেশে ফিরে আসব রাজধানীতে। বাংলার মুক্ত সুনীল আকাশে আবারও সূর্যখচিত পতাকা পতপত করে উড়বে। ফুল ফুটবে। পাখি গাইবে। বাংলার মায়েরা আবারও তাদের দুরন্ত সন্তানদের হাসিমুখে দুগ্ধ পান করাবে। আবারও দয়িত দয়িতাকে কাছে টানবে। (ক্ষণকাল মৌন থেকে) বঙ্গজননী? মীর জাফরের কালো রক্তে কি তোর ডিম্বাশয় কলুষিত? তাই কি তোর জঠরে জন্ম নিয়েছে অসংখ্য বিশ্বাসঘাতক কুচক্রীর দল? তাই কি তোর আকাশ বাতাস আজ অপবিত্র? একবার জেগে ওঠ জননী, জেগে তোল তোর ঘুম ভোলা সন্তানদের। তোর মা ভৈ মন্ত্রের অনির্বাণ উজ্জ্বল আলোকে ঝলসে উঠুক শ্যামল বাংলার দিকচক্রবাল রণরঙ্গিনী, জেগে উঠুক বীর বাঙালি সন্তানরা। একবার জেগে ওঠ, আলোকময়ী জেগে ওঠ। (অশ্রুস্বজল নেত্রে কাঁদো কাঁদো স্বরে) বিদায় দে, মা। তোর হতভাগ্য সিরাজকে বিদায় দে, মা। (বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে) প্রাণপ্রিয় পরবাসীগণ, কে, কোথায় আছ? আমি আপন হাতে ধনভাণ্ডার উন্মোচন করে দিলাম, যে যত পার নিয়ে যাও, নিয়ে যাও।

দৃশ্য-৮

প্রেক্ষাপট : পলাশীর রণক্ষেত্র হতে রাজধানীর সুরক্ষা ও নিরাপত্তার সুবাদে নবাবকে রণক্ষেত্র ত্যাগের পরামর্শ দিয়েছিল সৈনাধ্যক্ষ খোঁজা ইয়ার লতিফ ও দুর্লভ রাম। এরা নবাবের বিশাল বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন। মুলত এরা পলাশীর প্রান্তরে যুদ্ধ করে নাই। বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে ছিল মাত্র। নবাবের পঞ্চাশ সহস্র সৈন্যের মধ্যে পঁয়তাল্লিশ হাজারই ছিল এদের ও মীর জাফরের অনুগত।

দেখা যায়, নবাব রাজধানীতে ফিরে এলে তার নিরাপত্তা ও সাহায্যের কথা বলে পাটনায় পলায়নের পরামর্শ প্রদান করেন জগৎশেঠ। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, নবাবের উপস্থিতি ছিল ষড়যন্ত্রকারীদের নিকট মারাত্মক ভীতিপ্রদ। কিন্তু যখন প্রকৃতপক্ষে নবাব নিরুদ্দেশ হলেন, তখন তাদের সে ভ্রম ঘুচে গেল। জীবিত নবাবই যে ভয়ানক ভীতি সঙ্কুল এ বোধোদয় করিয়ে দিয়েছিল রবার্ট ক্লাইভ। তাই জরুরি মন্ত্রণা সভা ডাকা হয়েছিল মীর জাফরের বাড়িতে। সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল নিরাপদ আশ্রয় লাভের পূর্বেই যে কোনো মূল্যে নবাবকে গ্রেপ্তার করতে হবে। এ দৃশ্যে জরুরি সভার কথোপকথন তুলে ধরা হলো।

www.pathagar.com

দৃশ্যপট : মুর্শিদাবাদ। জাফরগঞ্জ প্রাসাদ। মীর জাফরের বাড়ি, জরুরি সভা। আহ্বায়ক মীর জাফর আলী খাঁ। পর্দা অপসারিত হলে দেখা যাবে, মীর জাফর উপবিষ্ট। তার সম্মুখে সারিবদ্ধভাবে উপবিষ্ট জগৎশেঠ, মহারাজা স্বরূপ চাঁদ, খোঁজা ইয়ার লতিফ, রাজা রাজবল্লভ, উমিচাঁদ, মীর কাসিম আলী, দুর্লভ রাম, উমিদ রায় ও মোহাম্মদী বেগ প্রমুখ। সকলে চিন্তাকুল। সময় – মধ্যরাত্রি।

জগৎশেঠ : চিড়িয়া তো ভাগ গয়া, খাঁ সাহেব। এখন উপায়?

মীর জাফর : (চিন্তিতভাবে) উপায় একটা খুঁজে বের করতেই তো জরুরি পরামর্শ সভা ডেকেছি।

মীর কাসিম : (কটাক্ষ করে) নবাবের পলায়নে মূলত শেঠজিই দায়ী। তিনিই নবাবকে পলায়নের পরামর্শ দিয়েছেন।

উমিচাঁদ : (মীর কাসিমের প্রতি) ও কথা তুলে শেঠজিকে খাটো করা সঙ্গত নয়। নবাবের পতনের জন্য শেঠজি যা করেছেন, তা হালকা করে দেখাও উচিত নয়। এতে বিলক্ষণ শেঠজিকে অপমান করা হবে। তার চেয়ে আসুন, নবাবের পলায়নে ত্বরিত কর্তব্য নির্ধারণ করি।

মহারাজা রাজবল্লভ : তার আগে নবাবের শূন্য আসনে একজন নেতা নির্ধারণ আবশ্যক। তা না হলে সরকারি কাজকর্ম কীভাবে চলবে, আর আমরাই বা কার নির্দেশে পরিচালিত হব।

খোঁজা ইয়ার লতিফ : তা কি আর বলার অপেক্ষা রাখে? খাঁ সাহেব আমাদের ভাবী নবাব। আপাতত তিনিই নবাবীর দায়িত্ব প্রতিপালন করে যাবেন। এতে আর দ্বিমত কি?

মীর কাসিম : এতে আমি একমত।

সকলে : (সমস্বরে) আমরাও।

উমিচাঁদ : তা না হয় হলো। পলাতক নবাব সম্পর্কে কী সিদ্ধান্ত নেয়া যায়?

জগৎশেঠ : (অনুমাননির্ভর কণ্ঠে) আমার পরামর্শ যদি নবাব মেনে থাকেন, তাহলে তিনি পাটনার পথে পালিয়েছেন। সে পথে অনুসন্ধানী সেনাদল প্রেরণ আবশ্যক।

রাজা রাজবল্লভ : ঢাকার পথেও তো যেতে পারেন– সে পথেও সেনাদল প্রেরণ জরুরি।

উমিচাঁদ : খাঁ সাহেব আমাদের ভাবী নবাব। চলমান আন্দোলনের নেতাও বটে। তার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য। এ বিষয়ে তিনি যা নির্দেশ দেন তাই আমাদের শিরোধার্য।

মীর জাফর : (নড়েচড়ে বসে) শেঠজির অনুমান বেশি নির্ভরযোগ্য বলে প্রতীয়মান হয়, আবার ঢাকার পথে পলায়নও একেবারে অমূলক নয়। তাছাড়া রাজধানীর আশপাশেও তো আত্মগোপন করে থাকতে পারেন? তাই আমার

www.pathagar.com

নির্দেশ, একদল সেনাসহ মীর কাসিম পাটনার রাজমহলে রওনা হবে। রাজমহলের ফৌজদার মীর দাউদের সহায়তায় সে পথে অনুসন্ধান চালাবে। সঙ্গে থাকবে মোহাম্মদী বেগ। ইয়ার লতিফের সেনাদল ঢাকার পথে অনুসন্ধানে তৎপর থাকবে। আপনারা নিজ নিজ বাহিনীসহ রাজধানীর আশপাশে অনুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকুন।

মহারাজা স্বরূপ চাঁদ : উত্তম প্রস্তাব।

সকলে : (একসঙ্গে) আমরা মেনে নিলাম।

মীর জাফর : আর মুহূর্ত বিলম্ব নয়। জীবিত কিংবা মৃত, নবাবকে আমাদের চাই। নইলে আমাদের সকল পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে। পলাতক নবাব বিলক্ষণ সকলের বিপদের কারণ। এ মুহূর্তে রওনা হয়ে যান।

সকলে : (উঠে দাঁড়িয়ে) আমরা অঙ্গীকার করছি খাঁ সাহেব, স্বর্গমর্ত্য যেখানেই নবাব আত্মগোপন করে থাকুক না কেন, আমরা খুঁজে এনে আপনার পদতলে হাজির করবই। আপনি নিশ্চিত থাকুন খাঁ সাহেব। (সকলের প্রস্থান)

(চিন্তাক্লিষ্ট মীর জাফর পায়চারি করতে থাকবে, এমন সময় একজন গোরা সৈনিকের প্রবেশ)

গোরা সৈনিক : (ভারী বুট ঠুকে স্যালুট করে) হিয়ার ইজ এ লেটার ফ্রম রবার্ট ক্লাইভ, স্যার।

মীর জাফর : (পিছনে ফিরে) কই? দেখি, দেখি? কী লিখেছে সাহেব।
নবাবের সন্ধান পেয়েছে– ডেকে পাঠালেই তো পারত?
(হাত বাড়িয়ে পত্র নিয়ে লেফাফা খুলে পড়তে থাকবে)

মি. জাফর আলী খাঁ,
শুনিয়াছি নবাব পালিয়েছে। প্রবাবলি বেশি ডিসটেন্সে যাইটে পারে নাই। এনি হাউ, নবাবকে গ্রেপ্তার করিটে হইবে। চারিদিকে অনুসন্ধান ট্রুপস পাঠান। হামাদের ট্রুপস অলসো বসিয়া নাই। নবাবের অনুসন্ধান করিটেছে। নো মোর লেট। বাই–
ইউরস
রবার্ট ক্লাইভ

গোরা সৈনিক : টবে, হামি চলিয়া যাইবে? স্যার। (যেতে উদ্যত হবে)

মীর জাফর : দাঁড়াও সৈনিক। বন্ধু ক্লাইভের জন্য ফিরতি পত্র নিয়ে যাও। (পাশে রক্ষিত টেবিলে পত্র লিখিতে থাকবে)।

সাহেব,
কী বলে যে তোমাকে শুভেচ্ছা জানাব, ভেবে পাচ্ছি না। নবাব পালিয়েছে রাত এগারোটায়। আমি খবর পেয়েছি বারোটায়। সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে সন্ধানী দল

www.pathagar.com

প্রেরণ করেছি। তিলার্ধ বিলম্ব করি নাই। আল্লাহর ইচ্ছায় নবাব আমাদের হাতে ধরা পড়বেই। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, সাহেব।
আবারও তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, যেদিন প্রথম সিংহাসনে বসব, সেদিন কিন্তু তোমার হাত ধরেই বসব। তুমি উপস্থিত থেকে হাত ধরে সিংহাসনে বসাবে এই গরিবকে, মনে রাখবে সাহেব। কাজে লাগবে।
ধন্যবাদান্তে
তোমার একান্ত বিশ্বস্ত
মীর জাফর আলী খাঁ
(মীর জাফর পত্রখানা বারবার পড়বে। এক সময় লেফাফা বন্ধ করে সৈনিকটির হাতে দেবে)

গোরা সৈনিক : (পত্র হাতে নিতে নিতে) থ্যাংক ইউ, স্যার। থ্যাংক ইউ। বাই
(গোরা সৈনিকের প্রস্থান)
(মীর জাফর সৈনিকটির যাত্রাপথে চেয়ে মৃদু মৃদু হাসতে থাকবে) (পর্দা পতন)

দৃশ্য-৯
প্রেক্ষাপট : দৃশ্যটি কল্পিত। দৃশ্যটির অবতারণা করায় ফকির দানাশার মতো সমাজের নিচুস্তরের লোকের পক্ষে নবাবের সন্ধানও শনাক্তকরণ সহজ হয়েছে।
দৃশ্যপট : রাজ মহলের রাজপথ। ময়লা সাদা ধুতি পরিহিত একজন ঢুলি ঢোল বাজাতে বাজাতে, নাচতে নাচতে নবাবের সন্ধান চেয়ে ঢোল সহবৎ দিতে থাকবে।
ঢুলী : (নাচের ভঙ্গিতে ঢোল পিটাতে পিটাতে) ঢোল-ঢোল-ঢোল, ঢোল-ঢোল-ঢোল...
পথচারী : (উৎকর্ণ হয়ে) কিসের ঢোল ভাই? কিসের ঢোল?
ঢুলী : (ঢোল বাজান বন্ধ করে, উচ্চ স্বরে) পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলা পরাজিত; অতপর পলাতক। যে কেহ পলাতক নবাবকে ধরিয়ে দিতে, অথবা তার সন্ধান দিতে পারবে, তাকে নগদ এক লাখ টাকা ইনাম দেয়া হবে।
(অবাক বিস্ময়ে পথচারীর প্রস্থান)
ঢুলী : (পূর্বের ন্যায় নৃত্যের তালে তালে ঢোল বাজাতে বাজাতে) ঢোল-ঢোল-ঢোল......(এক পাক ঘুরে এসে পুনরায় দাঁড়াবে)
(অন্যপথে কয়েকজন পথচারী প্রবেশ করবে)
পথচারীগণ : (সমস্বরে) কিসের ঢোল ভাই? কিসের ঢোল?
(সকলে উৎকর্ণ হয়ে থাকবে, ঢুলি পূর্ববত ঘোষণা দিতে দিতে প্রস্থান করবে। ঢোল-ঢোল-ঢোল...)

www.pathagar.com

পথচারীগণ : (অবাক বিস্ময়ে সমস্বরে) নবাব পরাজিত? এবং পলাতক? (সকলে পরস্পরের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে থাকবে) (পর্দা পতন)

দৃশ্য-১০

প্রেক্ষাপট : নবাবের পরাজয় ও পলায়নের খবর সাধারণ্যে ঝড় তুলল। পক্ষে ও বিপক্ষে নানা কথা, নানা ব্যঞ্জনায় এখানে, ওখানে, সেখানে আলোচিত হতে লাগল। দেশের পবিত্র স্বাধীনতা বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা ও প্রিয় নবাব বিপর্যস্ত হওয়ায় সচেতন জনগণের হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে উঠল। এ দৃশ্যে সে রকম মানসিকতার প্রতিফলন তুলে ধরা হলো।

দৃশ্যপট : রাজমহলে সচেতন জনতার এক অংশ পরস্পর কথোপকথনে ব্যাপৃত। এ সময় দূরাগত কণ্ঠে (নেপথ্যে) ঢুলির উচ্চস্বরে সহবৎ শোনা যাবে। জনতা উৎকর্ণ হয়ে শুনতে থাকবে।

নেপথ্যে : ইনাম,ইনাম, ইনাম। লাখ টাকা ইনাম। পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলা পরাজিত ও পলাতক। যে কেহ পলাতক নবাবকে ধরিয়ে দিবে, অথবা তার সন্ধান দিতে পারবে, তাকে নগদ এক লাখ টাকা ইনাম দেয়া হবে। সন্ধান প্রদানের ঠিকানা, স্থানীয় ফৌজদার কুঠি।

আদেশক্রমে

ভাবী নবাব

মীর জাফর আলী খাঁ

জনতার একজন : (স্ববিস্ময়ে অন্যদের প্রতি চেয়ে) নবাব পরাজিত এবং পলাতক? আবার ভাবী নবাব মীর জাফর? কিছুই তো বুঝছি না, ভাই। শুধু শুধু গুলিয়ে যাচ্ছে।

দ্বিতীয় জন : (দীর্ঘশ্বাস ফেলে) শুনেছি, বিশ্বাসঘাতক সেনাপতির ষড়যন্ত্রে পলাশীর যুদ্ধে নবাব পরাজিত। অতঃপর পলাতক। রাজধানী অরক্ষিত। ইংরেজ বাহিনীর আতঙ্কে রাজধানীর বাসিন্দারা পালিয়ে যাচ্ছে। নবাব পালিয়ে যাবার সময় আপন হস্তে ধনভাণ্ডারের দ্বার উন্মোচন করে গেছেন। কিন্তু সে ধন-সম্পদ নেয়ার লোকজনও রাজধানীতে নাই।

তৃতীয় জন : আরও শুনেছি, ইংরেজদের সাথে মীর জাফরের গোপন চুক্তি হয়েছিল। চুক্তি মতে, নবাব উৎখাত হলে মীর জাফর হবে নতুন নবাব। পলাশীতে মীর জাফর যুদ্ধ তো করেই নাই। উল্টো নানাভাবে ইংরেজদের সাহায্য করেছিল। ফলে নবাবের পরাজয় হয়েছে, এই আর কি।

www.pathagar.com

প্রথম জন : তাই বলো? বাংলার স্বাধীনতা তাহলে মীর জাফরের বাক্সে বন্দি? তা ধূর্ত ইংরেজ কি মীর জাফরকে বিশ্বাস করবে? দেখো, দুদিন না যেতেই মীর জাফরের ঘাড় ধরে বের করে দিয়ে নিজেরাই হয়ে পড়বে এ দেশের শাসক।

দ্বিতীয় জন : (বিস্ময়ে) এ যে একেবারে খাল কেটে কুমির ডেকে আনা ভাই? এ কুমির কি সহজে যাবে?

প্রথম জন : (দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে) বাংলার স্বাধীনতা হয়ত চিরদিনের জন্য হারিয়ে গেল, ভাই। হয়ত আর কোনো দিন ফিরে পাওয়া যাবে না।

চতুর্থ জন : বাংলার মাটি, বাংলার আলো ও জলে বাস করে, বাঙালির সাথে বেইমানী? বাঙালি কোনো দিন বরদাশত করবে না। ওই বিশ্বাসঘাতক মীর জাফরের নাম ঘৃণায় কেউ মুখে আনবে না, দেখে নিও ভাই?

প্রথম জন : ওরা দেশদ্রোহী, জাতির শত্রু। নবাব ওদের ফাঁসিতে ঝুলাবে, জেনে রেখো?

তৃতীয় জন : (মাথা নেড়ে) উল্টোটাও তো হতে পারে?

চতুর্থ জন : (আবেগে) আরে, নবাবও বাঘের বাচ্চা বাঘ। একদিন বিজয়ীর বেশে ফিরে আসবেই, দেখে নিও। সেদিন ইংরেজ কুত্তারা দেশ ছেড়ে পালাতে পথ পাবে না। আর ওই মীর জাফর বেটাকে নবাব ফাঁসিতে ঝুলাবে। বেটা ঘু ঘু দেখেছে, কিন্তু ফাঁদ দেখেনি, হ্যাঁ।

পঞ্চম জন : (রাগতস্বরে) আরে, রাখো তোমার বক্তৃতা। কার ফাঁসি হবে, আর কে নবাব হবে- তাতে আমাদের কী? আমরা ছাপোষা গরিব মানুষ। খাটব, খাব। ব্যাস। কেউ কি বসে খাওয়ার লোক?

দ্বিতীয় জন : (তারস্বরে) খাটলেই কি আর খাওয়া যায় দাদা? তোমার খাটুনির ফসল চলে যাবে ইংরেজ-জোঁকের পেটে। ইংরেজরা আবার চ্যামা জোঁক। ধরলে ছাড়ে না। তামাম রক্ত শুষে নেয়। রক্ত চোষার জাত আর কী।

তৃতীয় জন : অল্প বয়সী নবাব, ওই ঝানু বিশ্বাসঘাতকের সাথে পেরে উঠবে কেন? তাই এ পরিণতি। কথায় আছে না, ঘরের শত্রু বিভীষণ...।

প্রথম জন : (পরিতাপের স্বরে) অমন প্রজাহিতৈষী নবাব হাজারে একটাও মিলে না। আহ- হা। বাঘে আর ছাগলে এক ঘাটে পানি খাওয়াতো। নবাবের নাম শুনলে তো ইংরেজদের হাড় কেঁপে জ্বর আসত।

চতুর্থ জন : (অনুমানের স্বরে) আমার মনে হয়, নবাব পাটনার পথে পালিয়েছে। একবার পাটনায় পৌছতে পারলে নবাবের ভাগ্য সুপ্রসন্ন- কি বলো দাদা?

দ্বিতীয় জন : (ভীত কণ্ঠে) আর যদি পাটনা পৌছার আগেই গ্রেপ্তার হয়, তখন কি হবে ভেবে দেখেছ?

www.pathagar.com

প্রথম জন : এসো, আমরা আমাদের নবাবের জন্য প্রার্থনা করি–
সকলে : (সমস্বরে প্রার্থনার ভঙ্গিতে) দয়াময়, আমাদের নবাবকে তুমি নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দাও, প্রভু। (পর্দা পতন)

দৃশ্য- ১১
প্রেক্ষাপট : প্রতি জনপদেই এক শ্রেণির অতিলোভী ও স্বার্থান্বেষী লোক বাস করে। দেশের ও জাতীয়তার কোনো মূল্য এদের স্পর্শ করে না। আত্মস্বার্থে এরা পারে না হেন কাজ নাই। তাই তো ফকির দানাশাহর মতো লোকদেরকে ইনাম প্রাপ্তির আশায় নবাবের সন্ধানে ব্যাপৃত হতে দেখা যায়। এ দৃশ্যে সেইরূপ মানসিকতার প্রতিফলন পরিদৃষ্ট।

দৃশ্যপট : রাজমহলের রাজপথ। এক দল লোভী জনতা কথা বলতে বলতে প্রবেশ করবে। সকলের শেষে ল্যাংড়াতে ল্যাংড়াতে প্রবেশ করবে দানাশাহ। অল্প দূরে দাঁড়িয়ে থেকে সে মনোযোগ সহকারে জনতার কথা শুনতে থাকবে। মাঝে মাঝে মাথা দুলিয়ে সমর্থন দিবে। এ সময় দূরাগত কণ্ঠে ঢুলির সহবৎ শোনা যাবে। সবাই উৎকর্ণ হয়ে সে সহবৎ শুনবে। (নেপথ্যে) পূর্বের ন্যায় সহবৎ শ্রুত হবে।
জনতার একজন : (চোখ ছানাবড়া করে) এক লাখ টাকা। কার ভাগ্যে যে জুটবে, ভাই।
দ্বিতীয় জন : (নিরাশস্বরে) আমার এ পোড়া ভাগ্যে ও সিকা ছিঁড়বে না। ছিঁড়লে যে বদহজম হবে। (বলতে বলতে পেট চাপড়াতে থাকবে)
তৃতীয় জন : এক লাখ টাকা। (বলতে বলতে ভিরমি খেয়ে পড়ে যেতে থাকবে)
প্রথম জন : (তৃতীয় জনকে ধরে কোমরের গামছা খুলে মাথায় বাতাস করতে করতে) হতাশ হচ্ছিস কেন, দোস্ত? কপালের জোরে তো পেয়েও যেতে পারিস। চেষ্টা করেই দেখ না?
দ্বিতীয় জন : যদি আমি নবাবের সন্ধান পেতাম, হি হি হি। ধরিয়ে দিয়ে (চুটকি মেরে) এক লাখ টাকা একেবারে লুফে নিতাম।
চতুর্থ জন : (শ্লেষের স্বরে) শালা, তালপাতার সিপাই হয়ে নবাব-বাদশাদের ধরতে চায়। নবাব-বাদশারা কি গরু না ছাগল যে, মাঠে ময়দানে চরে বেড়াবে?
তৃতীয় জন : যদি আমি পেয়ে যেতাম। মস্ত বড়লোক হতাম।
অন্যরা একসঙ্গে : আর যদি আমি পেয়ে যেতাম–
চতুর্থ জন : আরে, তোরা সব গবেট?

www.pathagar.com

সকলে : (চতুর্থ জনকে ঘিরে ধরে) তা, গবেট মানে কি ভায়া?

চতুর্থ জন : (অপ্রস্তুতভাবে) মানে, ইয়ে মানে– গো–গর্দভ।

সকলে : (পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে) সে আবার কি ভায়া?

দ্বিতীয় জন : (আঙুলে কী যেন গুনতে গুনতে) আরে, তোরা সব থাম না? (আবার গুনবার ভান করে) একটু গুনে দেখি।

প্রথম জন : কি গুনছিস, দোস্ত। ইনামটা পেয়ে গেছিস নাকি?

দ্বিতীয় জন : (বিরক্তির স্বরে) আরে থাম না। দিলি তো হিসাবটা গুলিয়ে। (আবার গুনবার ভান করে) নবাবের বয়স নাকি ছাব্বিশ বছর। তা হলে নবাবের ওজন হবে কমপক্ষে দেড় মণ। মানে ষাট সের। ষাট সেরের জন্য যদি এক লাখ টাকা ইনাম হয়, তবে সেরে কত পড়ে ভায়া?

তৃতীয় জন : (দ্বিতীয়জনের কান ধরে) শালা হ্যাঁদারাম, আমাদের নবাব কি গরু না ছাগল, গোশতের হিসাব করছিস?

দ্বিতীয় জন : (যন্ত্রণার স্বরে) এ, এই শালা হবি। ছেড়ে দে। তোরা শালা গরুখোর মীর জাফরের জাত। তোদের নাম শুনলেই শালা, ঘেন্না হয়। ওয়াক থু... (থুথু ফেলার ভঙ্গি করবে)

তৃতীয় জন : (কান ছেড়ে টিকি ধরে) তোরা শালা কম কিসে? শালা জগৎশেঠের জাত। তোদের নাম শুনলে, শালা বমি আসে।

প্রথম জন : (উপদেশ স্বরে) আরে, ওদিকে বেলা যে বেড়ে গেল। লাখ টাকার ইনাম হয়তো হাতছাড়া হয়ে যাবে। চল্ চল্ সবাই মিলে নবাবের সন্ধান করি। পেলে, ইনামটা সবাই ভাগ করে নেব। চল্-চল্।

চতুর্থ জন : (মুখ ভেংচে) ইহ্, শালা, গাড়োল। তোর সাথে আগে ভাগে কাজ করে দেখেছি। যা পেয়েছিলাম, তুই একাই সব নিয়ে নিয়েছিস। (নিজের কান ধরে) এই কান ধরে বলছি, তোর সঙ্গে আর কখনও ভাগে কাজ করব না। তোবা তোবা, হাজার বার তোবা। (কান ধরে কয়েকবার উঠবস করবে)।

তৃতীয় জন : (তাচ্ছিল্যের স্বরে) তোদের শালা, গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল। আগে তো খুঁজবি, চল্। (কপাল ঠুকে) ইনামটা যদি পেয়ে যাই, সুষম বাটোয়ারা করে নেব। চল্, সবাই চল্।

প্রথম জন : (সমর্থনে) তাই চল্। শালা নবাব-বাদশারা মরলেও লাখ টাকা, বাঁচলেও লাখ টাকা। চল্- চোখ কান খুলে, চল্-

(সকলে চোখ মেলে এদিক ওদিক দেখতে দেখতে প্রস্থান। কেবল দানাশাহ এক পাশে ভর করে ওদের প্রস্থান দেখতে দেখতে)

দানাশাহ : (ব্যঙ্গ করে) গাছে কাঁঠাল, গোঁফে তেল। যত্তোসব আহাম্মকের সর্দার। তা, নবাব-বাদশারা সিকি না আধুলি যে গরু খোঁজা খুঁজলে পাওয়া যাবে। পাগল, পাগল, দুনিয়াটাই পাগলে ভরা। আরে তকদির লাগে, তকদির?

www.pathagar.com

(ক্ষণকাল মৌন থেকে আবেগে) এক লাখ টাকা। হায় হায় সোনার হরিণ। যদি তোমাকে পেতাম। বড় লোক হয়ে যেতাম। মস্ত বড়লোক। রাজা-জমিদার হতাম। আমার পাইক হতো, পেয়াদা হতো। ঘোড়াশালে ঘোড়া থাকত, হাতিশালে হাতি। সবাই বলত, মহারাজ দানাশাহ। আমি সিংহাসনে বসতাম, যেমন নবাব সিরাজউদ্দৌলা বসত। (বলতে বলতে চাদর ঘুরিয়ে সিংহাসনে বসবার ভঙ্গি করবে) চাকর-বাকরদের ডেকে বলতাম, এই কে আছিস, পায়ের জুতা খুলে দে।

(বলতে বলতে সম্মুখে স্বজোরে পা বাড়িয়ে দিতে গিয়ে মাটিতে আঘাত লেগে পা মুষড়ে পড়ে কঁকিয়ে উঠবে) আহ্ পা-টা আবার ভাঙা। একটু লাগলেই মাথার মগজে টনটন করে ওঠে। (অতিকষ্টে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করবে। এক সময় উঠে দাঁড়াবে) (চোখ ছানাবড়া করে) এক লাখ টাকা, না না আর বিলম্ব নয়। আমিও নবাবের সন্ধান করি। কপাল গুনে হয়তো পেয়েও যেতে পারি। (দু কদম এগিয়ে যেতেই পা মচকে আবারও পড়ে যাবে) উহ্ হু-হু। পুরনো ভাঙা পায়ে আবারও হোঁচট খেল। টনটন করে বিষিয়ে উঠল। আহ্ বড় কষ্ট (ভাঙা পা-টা টেনে ধরে অতিকষ্টে উঠে দাঁড়াবে) আহ্। (যেতে উদ্যত হয়ে নখে গুনবার ভঙ্গি করে) এক লাখ টাকা (বজ্র দৃষ্টিতে) শকুনের মতো তীক্ষ্ণ চোখ আমার। আমি ফকির দানাশাহ্। মাছি-মশাও আমার চোখ এড়িয়ে যেতে পারে না। আর নবাব তো কোনছার। আমার মন বলছে– আমি নবাবের সন্ধান পাব। কোথায় যাবে বাবা নবাব বাহাদুর? যতই চেষ্টা কর, এ ফকির দানাশাহর শকুন চোখ এড়াতে পারবে না। হা হা হা। (ল্যাংড়াতে ল্যাংড়াতে দানাশাহর প্রস্থান) (পর্দা পতন)

দৃশ্য-১২

প্রেক্ষাপট : ইতিহাসের কুখ্যাত দানাশাহ, যে প্রথম নবাবের সন্ধান পেয়েছিল। দানাশাহর একটি পা ভাঙা ছিল। তাই নিয়ে সে ল্যাংড়াতে ল্যাংড়াতে রাজমহলের গঙ্গাতটে ভিক্ষা করে জীবিকা নির্বাহ করত। সে ছিল অত্যন্ত লোভী। কিন্তু নবাবের সন্ধান লাভের পর তার বিবেক তাকে বাধা দিয়েছিল। বিবেকের দংশন সত্ত্বেও কেবল ইনাম প্রাপ্তির দুরাশায় সে এহেন হীন কার্যটি সম্পন্ন করেছিল। প্রকৃতপক্ষে ইনামের সিক্কাটিও তার ভাগ্যে ছিঁড়ে নাই। সে প্রতারিত ও নিগৃহীত হয়েছিল। এজন্য পরবর্তীকালে তার অনুতাপের অন্ত ছিল না। এ দৃশ্যে ফকির দানাশাহ কর্তৃক নবাবের সন্ধান লাভ পরিবেশিত হলো।

দৃশ্যপট : পর্দা অপসারিত হলে দেখা যাবে, ফকির দানাশাহ একপর্যায়ে লাঠিতে ভর করে অনুসন্ধিৎসু নেত্রে চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি ফিরাচ্ছে। সময় –অপরাহ্ণ।

www.pathagar.com

দানাশাহ : (হতাশার স্বরে) হায়– কত স্থান তন্নতন্ন করে খুঁজলাম, কোথাও নবাবের নিশানাও খুঁজে পেলাম না। কতজন এলো, গেল। হয়তো ওর মধ্যে নবাবও ছিল। আমি তো নবাবকে চিনিও না। এদিকে ক্ষুধায় তৃষ্ণায় প্রাণ ওষ্ঠাগত। আর চলতে পারছি না। আজ আবার ভিক্ষাও করা হলো না। ওদিকে পরিবার-পরিজন আমার পথ চেয়ে উপোস করছে। যাই, আর একবার গঙ্গাতীরটা ভালো করে দেখে আসি। হয়তো ভাগ্যটা খুলেও যেতে পারে।
(যাবার উদ্যোগ নিয়ে সম্মুখে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে স্থির হয়ে যাবে)– ওই যে গঙ্গার অপর তটে একটি বজরা ভিড়ল। মাঝিরা বজরা থেকে মালামাল নামাচ্ছে। রান্নার আয়োজন করবে বুঝি। বজরায় একজন সুদর্শন যুবা পুরুষ। একজন সুন্দরী মহিলাও। কোলে একটি শিশুসন্তান। বড় শরীফ শরীফ মনে হচ্ছে। একটু এগিয়ে দেখি না। অন্তত ভিক্ষাটা তো মিলবে?
(ভিক্ষার ছড়া গাইতে গাইতে এগিয়ে যাবে)
ও আমি একটি পয়সা চাই
আমি একজন ল্যাংড়া ফকির বাবা
আমার অন্য উপায় নাই–
ও আমি একটি পয়সা চাই।

(কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াবে। বজরার দিকে দেখবার ভাণ করে) ওই তো যুবা পুরুষটি বজরা থেকে নামছেন। তীরে পায়চারি করবেন বোধকরি। বড় সাদাসিধে পোশাক। (বজরার কাছে যেতে যেতে) নিকটে গিয়ে দানাশাহর নজর পড়বে নবাবের পায়ের দিকে। চমকে উঠে) ওই তো পায়ে জরির জুতো। নবাব-বাদশা ছাড়া কেউ এই জুতা পরে? নিশ্চয়ই ইনি নবাব সিরাজদ্দৌলা? (দানাশাহ আরও সন্নিকটে যাবে, নবাব তখন তীরে পায়চারি করবেন। দানাশাহ বজরার কাছে গিয়ে) ভিক্ষা দাও গো বাবা, আল্লাহ মঙ্গল করবে বাবা। আমি ল্যাংড়া ফকির বাবা। কোনো কাজ কাম করতে পারি না, বাবা। দয়া করে একটু ভিক্ষা দাও, বাবা।
মাঝি সর্দার : যাহ্ বেটা? (বিরক্তির স্বরে) সময় পেলিনে আর? এমনিতে ক্ষুধায় প্রাণ যায় যায়। তার ওপর প্যানপ্যানানি। যত্তোসব আপদ। যা বেটা ভাগ।
দানাশাহ্ : (মেকি সুরে) কেন গো বাছা। এ ভরদুপুরে ভিক্ষুক তাড়িয়ে দিচ্ছ। আমরা ভিক্ষুক মানুষ। তোমরা বড় লোক। ছিঁটেফোঁটা দিলে চেটেপুটে গরিবের পেট চলে। তা তোমরা কোত্থেকে এয়েচ, বাবা? কে তোমরা? কোথায় যাবে?
মাঝি সর্দার : (বিরক্তিতে) লে, ঠ্যালা সামলাও এবার। আমরা যেই-ই হই না কেন, তাতে তোর বাপের কী? যা, ভাগ বেটা।

www.pathagar.com

দানাশাহ্ : যাচ্ছি, বাবা যাচ্ছি। তা উনি কে বাবা? বড় শরীফ শরীফ মনে হয়।

মাঝি সর্দার : (বিরক্তিতে) কার কথা বলছিস?

দানাশাহ্ : (আঙুল তুলে দেখিয়ে দিয়ে) ওই যে, কুলে পায়চারি করছেন। নবাব বাদশাহ্ মনে হচ্ছে।

মাঝি সর্দার : (তাচ্ছিল্য সহকারে) লে, ঝামেলা, বেটা তাও চিনিস না? উনি তো নবাব বাহাদুর, যার রাজ্যে বাস করে আছিস। যা, যা ভাগ। যত্তোসব উটকো ঝামেলা।

দানাশাহ্ : যাচ্ছি, বাবা যাচ্ছি। তা একটু ভিক্ষে দিবে না? এ ভর দুপুরে ভিক্ষুক তাড়াতে নেই। অমঙ্গল হবে। (বলতে বলতে সম্মুখে প্রত্যাগত নবাবকে দেখে, মেকি কান্নার সুরে) দেখুন নবাব বাহাদুর, আমি লেংড়া ফকির। কোন কাজ কাম করে খেতে পারি না। তাই ভিক্ষা চাইলুম, ভিক্ষা তো দিলই না, তার উপর গালমন্দ? বলুন তো নবাব বাহাদুর, আমি কি সুখে ভিক্ষা করি?

নবাব : কেউ ভিক্ষা চাইলে খালি হাতে ফেরাতে নেই। (দানাশাহ্র দিকে চেয়ে দয়ার্ত কণ্ঠে) ভিক্ষুক, এই নাও তোমার ভিক্ষা। (বলতে বলতে নবাব স্বীয় আঙুল থেকে বহু মূল্যবান রত্নাঙ্গুরীয়টি খুলে ভিখারীর ঝুলিতে ছুড়ে মারে)

দানাশাহ্ : (খুশিতে) নবাবের জয় হোক। নবাব দীর্ঘজীবী হোক। (বলতে বলতে পূর্বের ন্যায় সুর করে ভিক্ষা চাইতে চাইতে প্রস্থান)

মাঝি সর্দার : (বিস্ময়ে) একি করলেন, জাঁহাপনা। মহামূল্য রত্নাঙ্গুরীয়টি নির্দ্বিধায় দিয়ে দিলেন? ও বেটা ফকির রত্নের বুঝবেটা কী?

নবাব : (আক্ষেপে) ক'জনই বোঝে রত্নের কিস্মত, মাঝি ভাই। যাক সে কথা– এদিকে বেলা যে পড়ে এলো? যাত্রার আয়োজন করো।

মাঝি সর্দার : যথা আজ্ঞা আলী জাঁ। রান্না খাওয়া শেষ হলেই নোঙর তুলে নেব। আপনি ততক্ষণ বজরায় বিশ্রাম করুন, নবাব বাহাদুর। (পর্দা পতন)

দৃশ্য-১৩

প্রেক্ষাপট : কথায় আছে, অতি লোভে সর্বনাশ। ফকির দানাশাহ মহামূল্য রত্নাঙ্গুরীয়টি পেয়েও অতি লোভের বশবর্তী হয়ে আমও হারালো, ছালাও হারালো। তার বিবেক তাকে বারংবার বাধা দিয়েছিল। অমন ভালো মানুষ নবাবের সর্বনাশ কর না, তাকে ধরিয়ে দিও না। অকল্যাণ হবে, অমঙ্গল হবে। যা পেয়েছ, তাতেই সন্তুষ্ট থাক। কিন্তু ইনাম। লাখ টাকার ইনাম তাকে বারংবার হাতছানি দিয়ে ডাকতে লাগল। উভয় সংকটে দোদুল্যমান ফকির দানাশাহ ল্যাংড়াতে ল্যাংড়াতে এক সময় এসে হাজির হলো রাজমহলের ফৌজদার কুঠিতে। সে সময় রাজমহলের ফৌজদার ছিলেন মীর জাফরের

www.pathagar.com

অনুজ মীর দাউদ। এ দৃশ্যে ফকির দানাশাহ্ কর্তৃক নবাবের সন্ধান প্রদান ও ইনাম সমাচার পরিদৃষ্ট হলো।

দৃশ্যপট : রাজমহলের ফৌজদার কুঠি। সময় অপরাহ্ন। পর্দা তুলে নিলে দেখা যাবে, ফৌজদার মীর দাউদ ও রাজধানী থেকে সদ্য আগত মীর কাসিম দুটি আসনে বসে কথোপকথনে ব্যাপৃত।

মীর দাউদ : মীর কাসিম, তোমার অনুমান যদি সত্য হয়, তবে নবাব বিলক্ষণ রাজমহলে প্রবেশ করেছেন। তাহলে আর বিলম্ব নয়, এক্ষুনি বেরিয়ে পড়ি, কি বলো?

মীর কাসিম : (সায় দিয়ে) আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত চাচাজান।

মীর দাউদ : নবাবকে গ্রেপ্তার করতে ব্যর্থ হলে, পরিণাম হবে অতি ভয়াবহ। আর ভাইজানের নবাবী লাভও দুঃস্বপ্নে পর্যবসিত হবে। তাই আর মোটেই বিলম্ব উচিত নয়, চলো।

মীর কাসিম : ফরাসি জেনারেল জাওল এখন পাটনায়। ও বেটা নবাবের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসতে পারে। সেহেতু চৌকস সেনাদলসহ সতকর্তার সাথে আমাদের এগোতে হবে। আমার বাহিনী প্রস্তুত চাচাজান। আপনার বাহিনীকে সশস্ত্র প্রস্তুতির নির্দেশ দিন।

মীর দাউদ : আমার বাহিনীও প্রস্তুত, মীর কাসিম। চলো, এক্ষুনি বেরিয়ে পড়ি।

যাত্রার নিমিত্তে উভয়ে উঠে দাঁড়াতেই দূরাগত কণ্ঠে ভেসে আসবে ফৌজদার সাহেব, ফৌজদার সাহেব। (উভয়ে এক সাথে সেদিকে দৃষ্টি ফিরাবে। দেখবে একজন ল্যাংড়া ফকির খোঁড়াতে খোঁড়াতে এদিকে ছুটে আসছে)

দানাশাহ্ : (কাছে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে) ফৌজদার সাহেব, ফৌজদার সাহেব, নবাবের সন্ধান মিলেছে, ফৌজদার সাহেব।

মীর দাউদ : (আনন্দের সঙ্গে) আলহামদুলিল্লাহ।

মীর কাসিম : (অস্থির চিত্তে) কোথায়, কোথায় সন্ধান মিলেছে ফকির, সত্য বলছ তো?

দানাশাহ্ : সত্য বলছি, জনাব, রাজমহলের অপর তটে বজরায় আছেন তিনি। সঙ্গে একটি শিশু কন্যা ও একজন সুন্দরী জেনানা রয়েছেন। বেগম হবেন নিশ্চয়ই।

মীর কাসিম : কি করে চিনলে, ফকির? সন্ধান সত্য না হলে, কি শাস্তি জানো?

দানাশাহ্ : (দৃঢ়স্বরে) জানি জনাব। প্রথমে সন্দেহ হয়েছিল। পরে মাঝিমাল্লাদের নিকট থেকে জেনে নিশ্চিত হয়েছি। তাছাড়া–

মীর দাউদ : তাছাড়া কী ফকির?

www.pathagar.com

দানাশাহ : (আনত কণ্ঠে) ভিক্ষার ছলে নবাবের কাছে গিয়েছিলম। নবাব নিজ হাতে এ অঙ্গুরীয়টি ভিক্ষা দিয়েছেন।

মীর কাসিম : (অস্থির কণ্ঠে) কই সে অঙ্গুরীয়? দেখি (দানাশাহ ঝুলি থেকে খুঁজতে খুঁজতে অঙ্গুরীয়টি বের করে দিবে। মীর কাসিম হাতে নিয়ে পরীক্ষা করতে করতে) আলবত, এটিই নবাবের অঙ্গুরীয় চাচাজান।

এ অঙ্গুরীয় আমি চিনি। এই দেখুন, আরবি হরফে নকশা করে নবাবের নাম উৎকীর্ণ।

মীর দাউদ : (আনন্দে) শোকর আলহামদুলিল্লাহ। নিশ্চয়ই নবাব রাজমহলে প্রবেশ করেছেন। তাতে আর কোনো সন্দেহ নাই। সৈন্যরা প্রস্তুত। শিগগিরই চলো, মীর কাসিম। বিলম্বে শোচনাং নাস্তি।

মীর কাসিম : (সায় দিয়ে) হ্যাঁ, তাই চলুন চাচাজান। চলুন, চলুন।

দানাশাহ : (হতাশ স্বরে) আমার ইনামটা ফৌজদার সাহেব, ও– ওটা আমি পাব না। সেই যে, এক লাখ টাকার ইনাম।

মীর দাউদ : (আদেশের ভঙ্গিতে) এই কে আসিছ, এ লোভী ফকিরকে জিন্দানে কয়েদ করে রাখো। ফিরে এসে এর ইনাম দেব।

(মীর দাউদ ও মীর কাসিমের দ্রুত প্রস্থান)

দানাশাহ : (হতাশায় কাতর হয়ে) অ্যাঁ, নবাবের দেয়া রত্নাঙ্গুরীয়টিও নিয়ে গেল? (ভিরমি খাওয়ার উপক্রম হয়ে) একি, করলাম খোদা। একি করলাম। অমন ভালো মানুষ নবাবকে ধরিয়ে কী মহাভুলই না করলাম। হায়– হায়রে। আমার আমও গেল, ছালাও গেল রে...। (কপালে করাঘাত করতে করতে কাঁদতে থাকবে) (পর্দা পতন)

দৃশ্য-১৪

প্রেক্ষাপট : সরলচিত্ত নবাব কল্পনাও করতে পারেনি যে, রাজমহলের গঙ্গাতটে তার জন্য কী ভয়ঙ্কর পরিণাম অপেক্ষা করছে। ধৃত হওয়ার সময় তার গায়ে সাধারণ পোশাক পরিচ্ছদ পরিধেয় ছিল। নবাবী পোশাকের মধ্যে কেবল জুতা জোড়াই পায়ে বর্তমান ছিল। পলাশীর ও মুর্শিদাবাদের ষড়যন্ত্র যে ছায়ার মতো এতদূর তাকে অনুসরণ করে ধেয়ে আসবে, তিলেকের জন্য বোধকরি তার ভাবনায় ঠাঁই পায় নাই।

নবাবকে গ্রেপ্তার করার পর মীর কাসিম তাকে অত্যন্ত লাঞ্ছিত করেন। নিতান্ত অসম্মানজনকভাবে গাধার পিঠে সওয়ার করিয়ে তাকে রাজধানীতে আনা হয়েছিল। তার কাছ থেকে বেগমকে বিচ্ছিন্ন করে মানবেতরভাবে আনা হয়েছিল। নবাব এ সময় স্বীয় প্রাণরক্ষাসহ দেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থে মীর কাসিমের কাছে তার অনুনয়-বিনয় করেছিলেন। কিন্তু পাষণ্ড মীর কাসিম তার

www.pathagar.com

অনুনয়-বিনয়ে কর্ণপাত তো করেন নাই, বরং নবাবের ও বেগমের প্রতি অতি রূঢ় ও অমানবিক আচরণ করেছিল। এমনকি উড়িষ্যার গভীর জঙ্গলের পথ অতিক্রমকালে মীর কাসিম পরিকল্পিতভাবে তস্কর সেজে বেগমের বহুমূল্যবান অলঙ্কারাদি লুণ্ঠন ও অপহরণ করেছিল। এ দৃশ্যে নবাবকে রাজধানীতে আনয়নের বর্ণনা পরিদৃষ্ট হলো।

দৃশ্যপট : রাজমহলের গঙ্গাতট। তটে নোঙরকৃত বজরা। বজরার অদূরে উদ্বিগ্ন নবাব। পাশে শিশুকন্যা কোলে বেগম দণ্ডায়মান। অদূরে মাঝিমাল্লারা খাওয়া-দাওয়ায় ব্যাপৃত।

নবাব : (গলা বাড়িয়ে) ওহে মাঝিগণ। বেলা যে পড়ে গেল। বজরা ছাড়ার আয়োজন করো।

মাঝি সর্দার : (নেপথ্যে, খেতে খেতে) আজ্ঞে, যাই, নবাব বাহাদুর। আর তিলেকমাত্র বিলম্ব। (নবাব কিছুক্ষণ মৌন থাকবে)

নবাব : (অধৈর্য চিত্তে) কই, মাঝিগণ, আর বিলম্ব কেন? বজরা ছাড়ো, বেলা যে বয়ে যায়।

মাঝি সর্দার : (নেপথ্যে, আদেশের স্বরে) মাঝিগণ, বজরায় ছামান তোলো। পাল খাটাও। নোঙর তুলে নাও। (নেপথ্যে ছামান তোলার, পাল খাটানোর শব্দ শোনা যাবে। মাঝি সর্দারের প্রবেশ)

মাঝি সর্দার : (হাত মুছতে মুছতে, বিনীত স্বরে) বজরা প্রস্তুত, জাঁহাপনা। যাত্রার শুভলগ্নও সমাগত। বাতাস আমাদের অনুকূলে। সব কটি পাল তুলে দেয়া হয়েছে। পক্ষীরাজ বজরা আমার অতি অল্প সময়ে পাটনা পৌঁছে যাবে। অনুগ্রহ করে বজরায় উঠে বসুন, জনাব।

নবাব : (বেগমের কোল থেকে কন্যা উম্মে জোহ্‌রাকে বুকে তুলে নিয়ে) চলো ভাই, চলো, শিগগিরই চলো। (বেগমের উদ্দেশে) এসো বেগম।

(সম্মুখে পা বাড়াতেই মীর কাসিম, মীর দাউদ ও মোহাম্মদী বেগের প্রবেশ। পিছনে কয়েকজন সৈন্য। নবাব চোখ তুলে ওদের প্রতি তাকাবেন। নবাব দেখতে পাবেন, ওদের অনুগত সৈন্যরা গঙ্গাতট ঘিরে রেখেছে)

মীর কাসিম : (দাম্ভিক স্বরে) হা হা হা। (শ্লেষের স্বরে) কোথায় চলেছেন নবাব বাহাদুর। হা- হা- হা।

মোহাম্মদী বেগ : (হাসি থামলে) শ্বশুরবাড়ি চলেছেন, বুঝি। আহা চো- চো- চো- ।

ইবাব : (সকলের প্রতি তাকাতে তাকাতে) মীর কাসিম, মোহাম্মদী বেগ, ভাগ্যবিড়ম্বিত নবাবকে উপহাস করছ। অথচ একদিন নবাবের একটুখানি অনুগ্রহের জন্য তোমরা কাতর হয়ে পড়তে।

www.pathagar.com

মীর দাউদ : গোস্তাকি মার্জনা হয়, নবাব বাহাদুর। বিগত দিনের তখত তাউসের স্বপ্ন দেখে কোনো লাভ নেই। বাংলা বিহার উড়িষ্যার ভাবী নবাব মীর জাফরের আদেশে আপনি বন্দি। (আদেশের স্বরে) এই কে আছিস, বন্দি করো নবাবকে।

(শিকল হাতে একজন সৈনিক এগিয়ে আসবে। নবাবের বুকে শিশুকন্যাটি আর্তচিৎকারে বেগমের কোলে ঢলে পড়বে)

বেগম : (কন্যাকে কোলে নিতে নিতে) সব কিছু কেড়ে নাও প্রভু, শুধু সইবার শক্তি দাও, শক্তি দাও। ওটুকু কেড়ে নিয়ে নিঃস্ব করো না, নাথ।

নবাব : (বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে) ধৈর্যধারণ করো বেগম। একজন স্বাধীনতা পূজারি যোদ্ধার পুরস্কার এছাড়া আর কি হতে পারে। দাও, দাও দয়াময়। আর কত আঘাত দিতে চাও, দাও? (বলতে বলতে নবাব দু হাত প্রসারিত করে উর্ধ্বমুখী হয়ে কাঁদতে থাকবে। সৈনিক নবাবের হাতে শিকল পরাতে থাকবে)

মীর কাসিম : (মোহাম্মদী বেগের উদ্দেশে) মোহাম্মদী বেগ মহামান্য নবাব ও তার মান্যবতী বেগমকে সমাদরে গর্দভের পিঠে বসিয়ে নিয়ে আগে পিছে চৌকস সেনা প্রহরায় রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করো, সাবধান, যেন পালিয়ে না যায়। যাও।

(আদেশ মতো নবাব ও বেগমকে গর্দভের পিঠে বসিয়ে দিয়ে মীর কাসিম ব্যতিরেকে সকলের প্রস্থান)

মীর কাসিম : (আত্মোক্তিতে) সিংহ এখন খাঁচায় বন্দি। হা- হা- হা। অর্বাচীন নবাব, এখন কোথায় গেল তোমার অহংকার। হা- হা- হা। (চাপা কণ্ঠে) যেভাবেই হোক, ছলে বলে কলে কৌশলে বেগমের মহামূল্যবান অলঙ্কার হস্ত গত করতেই হবে। নচেত, রাজধানীতে পৌঁছলে মীরন ওগুলো হাতিয়ে নেবে। তার আগেই হ্যাঁ, তার আগেই, লক্ষাধিক টাকা মূল্যের বেগমের অলঙ্কার ছিনিয়ে নিতেই হবে। (হঠাৎ কি যেন মনে পড়ে) হ্যাঁ, হ্যাঁ, উড়িষ্যার গভীর বনপথে তস্কর সেজে। ব্যস, বাজিমাত হা- হা- হা, হা- হা- হা। (উচ্চস্বরে হাসতে হাসতে প্রস্থান) (পর্দা পতন)

দৃশ্য-১৫

প্রেক্ষাপট : ফরাসি জেনারেল জাঁওল সে সময় পাটনায় অবস্থান করছিলেন। পলাশী প্রান্তরে বিপর্যয়ের খবর শুনে তিনি অনুমান করেছিলেন নবাব আশ্রয় প্রত্যাশায় পাটনায় আসতে পারেন। তাই তিনি নবাবের সাহায্যার্থে সামান্য সেনাদলসহ নবাবের অনুসন্ধানে রাজমহল পর্যন্ত এগিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস! তিনি যখন রাজমহলের সড়কি গলিতে পৌঁছেন, তখন নবাব ধৃত হয়েছেন। শুধু পরিতাপ ছাড়া আর তখন কিছুই করার অবশিষ্ট ছিল না। এ দৃশ্যে জাঁওলের উপস্থিতি ও পরিতাপ পরিদৃষ্ট।

www.pathagar.com

দৃশ্যপট : রাজমহলের সড়কি গলি। সময়- অপরাহ্ণ। পর্দা উঠে গেলে জেনারেল জাঁওলের সেনাদলসহ প্রবেশ দেখা যাবে। নবাবকে গ্রেপ্তারের জন্য আগত সম্মিলিত বাহিনীর ভয়ে রাজমহলের সাধারণ লোকজন উর্ধশ্বাসে পলায়ন তৎপর। পলায়নরত জনৈক ব্যক্তির কাছ হতে নবাবের গ্রেপ্তার হবার খবরে তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

জাঁওল : ওহ, এলাচ! ইউ আর ঠু লেট। আনলাকি নবাবকে সেভ করিটে পারিলাম না।

সৈন্যগণ : (সমস্বরে) উইল ইউ অ্যাটাক, স্যার?

জাঁওল : (বাধা দিয়ে) ওহ, নো, নো। নেভার। ইউ আর পুওর দেন কম্বাইন্ড ট্রুপস অ্যান্ড ইউ হাভ নট এনাফ আর্মস অ্যান্ড অ্যামুনিশন।

সৈন্যগণ : (সমস্বরে) হোয়াট উইল উই ডু? স্যার।

জাঁওল : (পরিতাপের স্বরে) ইউ সুড শো রিসপেক্ট টু আওয়ার আনলাকি নবাব অ্যান্ড দেন রিটার্ন ব্যাক। (ক্ষণকাল মৌন থেকে) ও ফুলিশ বেঙ্গলি! দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্ম বুঝিটে পারিলে না? বুঝিবে, একদিন বুঝিবে।

সৈন্যগণ : (সমস্বরে) ইউ সুড নট লেট এট অল, স্যার।

জাঁওল : (সমর্থনের স্বরে) ওহ, ইয়েস, ইয়েস। ফল ইন অ্যান্ড শো অনার টু আওয়ার বিলাভড নবাব অ্যান্ড রিটার্ন ব্যাক।

(সৈন্যগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে সামরিক কায়দায় নবাবের উদ্দেশে গার্ড অব অনার প্রদর্শন করবে। অতঃপর পুনরায় অশ্বারোহণে দ্রুত স্থান ত্যাগ করবে)

(পর্দা পতন)

দৃশ্য- ১৬

প্রেক্ষাপট : নবাব ধৃত হওয়ার পূর্বেই মোহনলাল ও নবাবের কোষাধ্যক্ষসহ কয়েকজন অনুগত ধৃত ও কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। নবাব ও বেগমকেও পৃথকভাবে অমর্যাদাকর পরিবেশে মানবেতর অবস্থায় কারাগারে আটক রাখা হয়।

নিগ্রহের এখানেই শেষ নয়। নিষ্ঠুর মীরন নবাবের ভাবমূর্তি ও উচ্চ ব্যক্তিত্ব বিনষ্ট করার মানসে ভাড়াটে জনতা দ্বারা অবমাননাকর গণসংবর্ধনার আয়োজন করে। এ দৃশ্যে প্রহসনমূলক সে গণসংবর্ধনার অবতারণা করা হলো।

দৃশ্যপট : মুর্শিদাবাদ কেন্দ্রীয় কারাগারের এক অংশ। ধৃত নবাবের অবমাননাকর গণসংবর্ধনা সভা। সভায় উপস্থিত কিছু ভাড়াটে জনতা। বিকৃত সুরে বিউগল বেজে উঠবে। নেপথ্যে উপহাসমূলক স্বরে নকীবের ঘোষণা শ্রুত হবে।

www.pathagar.com

নকীব : (নেপথ্যে) হুঁশিয়ার, হুঁশিয়ার। বাংলা বিহার উড়িষ্যার পরাজিত, পলাতক অতঃপর ধৃত নবাব হায় হায় বদ জঙ্গ, রাগে টঙ্গ সিরাজউদ্দৌলা বাহাদুর...।

(ভারী লৌহ শিকলে হস্তপদ আবদ্ধ নবাবকে কয়েকজন সেনা নিষ্ঠুরভাবে টানতে টানতে মঞ্চের দিকে নিয়ে আসবে। নবাব মঞ্চে পৌঁছলে জনতা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে পা তুলে নবাবকে অভিবাদন করবে। নবাব সকলের মুখের প্রতি অসহায় দরদি দৃষ্টিতে দেখতে থাকবেন। হতবিস্মিত সে দৃষ্টি।

জনৈক : (পূর্বপরিকল্পিতভাবে) দে, দে, আমাদের মহামান্য পরাজিত ও বন্দি নবাবকে সিংহাসনটা এগিয়ে দে? (অন্য একজন একটি ভাঙা নড়বড়ে কন্টকাকীর্ণ চেয়ার এগিয়ে দেবে)

জনতা : (সমস্বরে) বসুন, নবাব বাহাদুর বসুন। আরাম করে বসুন।

(জনতার আহ্বানে নবাব অশ্রুসজল নেত্রে আসনটির প্রতি একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকবেন। সকলে অট্টহাস্যে ফেটে পড়বে)

জনৈক : (তাচ্ছিল্য করে) ওরে তোরা সব দাঁড়িয়ে দেখছিস কী? বন্দি নবাব বাহাদুরকে পরাজয়ের বরমাল্য পরিয়ে দে? স্বাগত জানা, উলু দে।

(জনতার একজন একটি ছেঁড়া জুতার মালা হাতে নবাবের দিকে এগিয়ে গিয়ে গলায় পরিয়ে দিবে। সকলে সঙ্গে সঙ্গে শিস দিয়ে উলু দিয়ে হাত তালিতে নাচতে নাচতে নবাবের চারপাশে ঘুরতে ঘুরতে সমস্বরে গাইতে থাকবে–

আহা বেশ বেশ বেশ
নবাবকে মানিয়েছে বেশ
আহা বেশ বেশ বেশ।

(নবাব অসহায়ের ন্যায় দাঁড়িয়ে থাকবেন। তার দু'গণ্ড বেয়ে ঝরতে থাকবে অশ্রুধারা)

জনৈক : (ব্যঙ্গাত্মক কণ্ঠে) আ-হা-হা। এমন প্রজাহিতৈষী নবাব যে এখনও অভুক্ত। (নবাবের মুখের উপরে হাত বুলিয়ে) কেমন বিমর্ষ দেখাচ্ছে। আ- হা-হা-হা। যুদ্ধের ময়দানে নাওয়া খাওয়া হয়নি বুঝি? আ- হা-হা, চো-চো-চো। ওরে দে, রাজার জন্য রাজভোগ দে?

(জনতার একজন ভাঙা একটি মাটির থালায় দুর্গন্ধযুক্ত অখাদ্য বাড়িয়ে দিবে। নবাব সেদিকে একবার দৃষ্টিপাত করে অশ্রু বিসর্জন করতে থাকবেন। জনতা রসিয়ে রসিয়ে হাসতে থাকবে।

নবাব : (বন্ধনযুক্ত বাহুতে চক্ষু মুছে নিয়ে) বন্ধুগণ, আজ আমি সত্যি আপনাদের উপহাসের পাত্র। আপনাদের এ পরিহাস যথার্থই আমার পাওনা। (জনতা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে থাকবে) কিন্তু আমি কী চেয়েছিলাম? কী পেয়েছি? আর এ জন্য কে দায়ী? বাঙালির মুখে হাসি

www.pathagar.com

ফোটাতে, বাংলার চিরায়ত স্বাধীনতা অম্লান রাখতে ও রাজ্যলোলুপ বিদেশির আগ্রাসন রুখতে চেয়েছিলাম, সেটাই কি আমার দুর্বুদ্ধিতা? সেটাই কি আমার অর্বাচীনতা? সেটাই কি আমার অপরাধ?

আমিও তো পারতাম বিদেশির সঙ্গে হাত মিলিয়ে দেশের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে আয়েশি জীবনযাপন করতে। তবে কেন আমি উল্কার মতো দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছুটে বেড়িয়েছি। কার স্বার্থে নিজ প্রাণ বাজি রেখে এ দেশ থেকে জলদস্যুদের বিতাড়ন করেছি। দেশের স্বাধীনতার জন্য বাঙালির সম্পদ ইজ্জত রক্ষার জন্য যৌবনের কামনা বাসনাকে জলাঞ্জলি দিয়ে কেন তবে দুখী মানুষের পাশে থেকেছি। সে-কি আমার অপরাধ? তাই কি এত বিড়ম্বনার আয়োজন?

একদিকে বিদেশি বেনিয়ার উদ্যত নখর যন্ত্রণা, অন্যদিকে বিশ্বাসঘাতক কুচক্রীদের ষড়যন্ত্রে দেশের স্বাধীনতা আজ বিপন্ন। বাঙালির আত্মমর্যাদা আজ পদদলিত। নামমাত্র স্বার্থে দেশকে চিরদিনের মতো বিদেশির হাতে তুলে দেয়া হচ্ছে। খাল কেটে কুমির ডেকে আনা হচ্ছে। এসবের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়াই কি আমার ধৃষ্টতা?

(জনতা পরস্পর ফিসফিস করে ভাবের আদান-প্রদান করতে থাকবে)

বন্ধুগণ, চেয়ে দেখুন। বাংলার ভাগ্যাকাশে মহাদুর্যোগের প্রলয় ঘনঘটা। হতাশা ক্রন্দন আর বঞ্চনায় ভরে গেছে চারদিক। আজ কে দাঁড়াবে তাদের পাশে? স্বাধীনতার সূর্যোজ্জ্বল পতাকা আজ ভূলুণ্ঠিত, পদদলিত। বিশ্বাসঘাতকদের বিষাক্ত নিশ্বাসে পুড়ে ছারখার হলো তামাম বাংলা। দুখী বাংলা জননী আজ রক্তচোষা বেনিয়ার পদানত। এ জন্য কে, কে দায়ী? আপনাদের নবাব, না ওই মীর জাফর চক্র। বলুন, জবাব দিন?

জনতা : (গুঞ্জন তুলে) তাই তো? এসব কথা, এমন করে আগে ভাবিনি তো?

নবাব : (আবেগ-উদ্বেল কণ্ঠে) বন্ধুগণ, আপনাদের আদালতে আমার কিছুই বলার নেই। আপনাদের দেয়া লাঞ্ছনা আমার একান্তই প্রাপ্য। দোষ কারও নয়, দোষ আমার ভাগ্যের। তবে মনে রাখবেন, দেশের স্বাধীনতা থাকলে আপনাদের আত্মসম্মান থাকবে। বাঙালি জাতীয়তাবাদের গর্ব থাকবে। আর স্বাধীনতা হারালে আমার মতোই লাঞ্ছনা আর বিড়ম্বনা লেখা পড়বে বাঙালির ললাটে।

বন্ধুগণ, দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা করতে শিখুন। দাঁত একবার হারালে শত পরিতাপ করেও তা ফিরে পাওয়া যাবে না।

জনতা এবার প্রত্যয়দৃপ্ত কণ্ঠে স্লোগান তুলবে

জয়, নবাব বাহাদুর সিরাজউদ্দৌলার জয়।

জয় বীর বাঙালির জয়।

জয় বঙ্গ জননীর জয়।

www.pathagar.com

(অন্তরালে দাঁড়িয়ে মীরন ও মোহাম্মদী বেগ ক্রোধে রক্তলাল হয়ে উঠবে। মীরনের আদেশে সৈন্যরা জনতার উপর চড়াও হবে। বেপরোয়া লাঠিচার্জ করতে থাকবে। মোহাম্মদী বেগের নির্দেশে কারারক্ষী সৈন্যরা নবাবকে কারা অভ্যন্তরে নিয়ে যেতে থাকবে)।

নবাব : (যেতে যেতে জনতার প্রতি চেয়ে) তাড়িয়ে দিলে? নির্দোষ জনতাকে তাড়িয়ে দিলে? বড় সহজ সরল বাঙালির নির্মল মুখগুলো, ওরা ষড়যন্ত্র বোঝে না। কূটিলতা বোঝে না। বড় পবিত্র ওই মুখগুলো আর এই দেশের মাটি।

জনতা : (সৈন্যদের সাথে হাতাহাতি অবস্থায় মুষ্ঠিবদ্ধ দুহাত উর্ধে তুলে) নবাবের মুক্তি চাই, মুক্তি চাই– দিতে হবে, দিতে হবে।

নবাবকে দেখতে চাই, দেখতে চাই- মুক্তি চাই, দিতে হবে।

(পূর্বের ন্যায় জনতাকে লাঠিপেটা করে বিতাড়িত করতে থাকবে। জনতা স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত করে চলে যেতে থাকবে। এক সময় জনতার মুখর স্লোগান দূর থেকে দূরান্তে মিলে যাবে। কারারক্ষী সৈন্যরা নির্দয়ভাবে টেনে-হিঁচড়ে নবাবকে কারা অভ্যন্তরে নিয়ে যাবে। (পর্দা পতন)।

দৃশ্য-১৭

প্রেক্ষাপট : অতি সত্য যে, নবাবকে রাজধানীতে আনার সঙ্গে সঙ্গে নবাবের ভবিষ্যৎ ভাগ্য নির্ধারণের জন্য জরুরি সভা আহ্বান করা হয়। সভা বসে মীর জাফরের বাড়িতে। সভায় উপস্থিত কেউই নবাবকে হত্যা করার পক্ষপাতী ছিলেন না। তবে নবাবের ভাগ্য নির্ধারণে তারা সেদিন ব্যর্থ হয়েছিল। ঐকমত্যের অভাব পরিলক্ষিত হওয়ায় ক্লান্ত ও অবসন্ন মীর জাফর আপাতত নবাবকে মীরনের তত্ত্বাবধানে কারা অভ্যন্তরে অন্তরীণ রাখার নির্দেশ দিয়ে সভা মুলতবি ঘোষণা করে বিশ্রামের জন্য অন্দরে চলে যান।

ঐতিহাসিকগণ মনে করেন, নবাবের ভাগ্য নির্ধারণে ঐকমত্যে পৌঁছলে, নবাবের পরিণাম ভিন্নরূপ হতো। হয়তো নবাবকে নির্মম পরিণামের শিকার হতে হতো না। এ দৃশ্যে সে ভাগ্য নির্ধারণী সভার কথোপকথন তুলে ধরা হলো–

দৃশ্যপট : মুর্শিদাবাদের জাফরগঞ্জ প্রাসাদ। মীর জাফরের বাড়ি। সভায় মীর জাফর উপবিষ্ট। সম্মুখে রাজা রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, মহারাজা স্বরূপ চাঁদ, উমিচাঁদ, খোঁজা ইয়ার লতিফ, মীর কাসিম প্রমুখ সমাসীন।

মীর জাফর : (স্বহাস্যে) সাবাস মীর কাসিম। সাবাস মোহাম্মদী বেগ। তোমাদের মতো সুযোগ্য সেনাধ্যক্ষ আমাদের গর্ব, আমাদের অহংকার। অসাধ্য সাধন করে তোমরা আমাদের আজ বিপদমুক্ত করেছ। সকলের পক্ষে তোমাদের জানাই ধন্যবাদ।

www.pathagar.com

মীর কাসিম : (গর্বিত কণ্ঠে) পথে মুক্তির জন্য নবাব আমাকে শত অনুনয়-বিনয় ও প্রলোভন দেখিয়েছিলেন, আমি সেসব কথায় বিন্দু পরিমাণ কর্ণপাত করিনি।

মীর জাফর : নবাবকে ধরিয়ে দেয়ার ঘোষিত ইনাম এখন তাহলে তোমার প্রাপ্য, তাই না মীর কাসিম।

মীর কাসিম : (স্বহাস্যে) সে বাংলার ভাবী নবাবের অনুগ্রহ।

উমিচাঁদ : (স্মিতহাস্যে) নবাব এখন আমাদের হাতের মুঠোয়। সিংহ এখন লৌহ খাঁচায়, কি বলেন?

রাজা রাজবল্লভ : নবাবের ভাগ্য নির্ধারণ অতি আবশ্যক। কারণ এতে নির্ভর করছে মসনদের ভবিষ্যৎ।

জগৎশেঠ : (সমর্থনের সুরে) বটে বটে। প্রস্তাবটি যথোচিত বটে।

খোঁজা ইয়ার লতিফ : তাছাড়া, নবাবের ভবিষ্যৎ ভাগ্য নির্ধারণে ব্যর্থতা, আমাদের জন্য বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

মীর জাফর : (শেঠজির প্রতি) নবাবের ভবিষ্যৎ ব্যাপারে শেঠজি কী প্রস্তাব সঙ্গত মনে করেন।

জগৎশেঠ : (দ্বিধান্বিত কণ্ঠে) আমার মতে নবাবকে আজীবন জিন্দানে কয়েদ করে রাখা হোক।

মীর জাফর : (মহারাজা স্বরূপ চাঁদের প্রতি) মহারাজা স্বরূপ চাঁদ। আপনার কি অভিমত?

মহারাজা স্বরূপ চাঁদ : (আমতা করে) আমার মতে, নবাবকে ইংরেজদের হাতে তুলে দেয়া হোক।

মীর জাফর : (রাজবল্লভের প্রতি) রাজা রাজবল্লভ। আপনার কি অভিমত?

রাজবল্লভ : নবাবকে কালা পানিতে দ্বীপান্তর দেয়াই উত্তম।

উমিচাঁদ : (উপদেশের সুরে) জীবিত নবাব আমাদের নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ। কাজেই ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নেয়াই উত্তম।

মীর জাফর : (মাথা নেড়ে) বণিকশ্রেষ্ঠ উমিচাঁদ কি নবাব হত্যা সঙ্গত করেন?

উমি চাঁদ : (আমতা করে) না, ঠিক তা নয়। সকলে যা ভালো মনে করেন, আমার সম্মতিও সেখানেই।

মীর জাফর : (তন্দ্রাচ্ছন্নভাবে, হাই তুলে) নবাবের ভবিষ্যৎ ভাগ্য নির্ধারণ তড়িঘড়ি নয়, ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নেয়াই উত্তম। তাছাড়া আমাদের পরম হিতৈষী বন্ধু রবার্ট ক্লাইভের অনুমোদন আবশ্যক। আপাতত নবাবকে মীরনের তত্ত্বাবধানে জিন্দানে কয়েদ রাখা হলো। পরে ভেবেচিন্তে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে। আমি আজ বড় ক্লান্ত। আজকের মতো সভা মুলতবি করা হলো।

www.pathagar.com

সকলে : (এক সাথে উঠে দাঁড়িয়ে) খাঁ সাহেবের আদেশ শিরোধার্য। আজকের মতো বিদায়। (সকলের প্রস্থান)

(মীর জাফর সকলের প্রস্থান চেয়ে থাকবেন অনেকক্ষণ। তারপর হাই তুলতে তুলতে অন্দরের পথে ধীরে ধীরে অন্তর্ধান হবেন। (পর্দা পতন)

দৃশ্য-১৮

প্রেক্ষাপট : নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের পূর্ব পর্যন্ত মীরন সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। নবাবের পতনের পর মীরনের অভাবিতভাবে অভ্যুদয় ঘটে। এ সময় মীরন ইতিহাসের এক নিষ্ঠুর নায়কে পরিণত হয়ে পড়ে। মসনদ নিরঙ্কুশ করার জন্য সে পরিকল্পিতভাবে অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় একের পর এক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করতে থাকে। মীরন এ সময় এতটাই ভয়ঙ্কর হয়ে পড়ে যে, তার আদেশ ও নিষেধ অমান্য করার বুকের পাটা কারও ছিল না। এমনকি ইংরেজ পর্যন্ত তাকে ভয়ঙ্কর বলে বিবেচনা করত।

যাকেই সে বিপক্ষ ভাবত, তাকে কৌশলে দুনিয়া থেকে নিঃশব্দে সরিয়ে দিত। তার সাথে সব সময় একটি হত্যা তালিকা থাকত। মসনদের ভবিষ্যৎ উত্তারাধিকারী ও নবাবী লাভের উচ্চাভিলাষ তাকে পেয়ে বসেছিল। এ জন্য সে করতে পারে না, হেন কাজ ছিল না।

মীরনের স্বভাবে, চলনে কথনে ছিল মেয়েলি প্রবণতা। কণ্ঠও ছিল মেয়েলি। বিচিত্র পোশাক ও অদ্ভুত আচার আচরণে সে ছিল সকলের অসহ্য। কেউ তাকে পছন্দ করত না। কেউ তাকে ভালোবাসতও না।

এহেন বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও নবাবের পতনের পর মীরন বেগম লুৎফুননিসাকে প্রণয়ের নামে অসম্মান ও অমর্যাদার শিকারে পরিণত করেছিল। ঐতিহাসিকগণ তার এমন নিগ্রহ ও নিপীড়নমূলক আচার আচরণ ও কার্যকলাপের পেছনে মীর জাফরের সমর্থন ছিল বলে মনে করেন।

দৃশ্যপট : রাজধানী থেকে দূরে নির্জন গঙ্গাতীর। সময়- সায়াহ্ন। পর্দা অপসারিত হলে, দেখা যাবে অশ্বারোহণে আগত মীরন ও মোহাম্মদী বেগ। অশ্ব হতে অবতরণ করে, তটের দুর্বাদামে কীর্তিনাশার তীরে উভয়ে পাশাপাশি বসবে। সম্মুখে উচ্ছল তরঙ্গে বহমান কীর্তিনাশা।

মীরন : (আনত মস্তকে গম্ভীর স্বরে) বাহাদুর মোহাম্মদী বেগ?

মোহাম্মদী বেগ : (তারস্বরে) আদেশ হয় মীরন বাহাদুর।

মীরন : রাজধানীর কোলাহল হতে দূরে, নির্জন এ গঙ্গাতীরে তোমাকে কেন ডেকে এনেছি, জানো?

মোহাম্মদী বেগ : তা তো জানি না, মীরন বাহাদুর।

www.pathagar.com

মীরন : (বেগের মুখের প্রতি দৃষ্টি রেখে) ডেকে এনেছি একটি জরুরি পরামর্শের জন্য।

মোহাম্মদী বেগ : তাহলে বলে ফেলো মীরন বাহাদুর?

মীরন : (লজ্জাবনত নেত্রে) তুমি তো জান, বেগ? আল্লাহ আমাকে স্বভাবজাতভাবে নারীপ্রবণ করে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু মাথায় দিয়েছেন চাণক্য ধূর্ততা। আর তাই সম্বল করে আমি বাংলার নবাব হতে চাই, বন্ধু।

মোহাম্মদী বেগ : (সমর্থনের স্বরে) তাতে সন্দেহ কোথায় মীরন বাহাদুর? তুমি হলে বাংলার ভাবী নবাব মীর জাফরের পুত্র। ভবিষ্যৎ নবাবও বটে।

মীরন : (অধৈর্য কণ্ঠে) আমার যে বিলম্ব সয় না, বেগ।

মোহাম্মদী বেগ : তাহলে কি করতে চাও, মীরন বাহাদুর। খুলেই বলো।

মীরন : হ্যাঁ, খুলেই বলব। আর সেজন্যই তো এ নির্জন গঙ্গাতটে তোমাকে ডেকে এনেছি। আমি জানি, তুমি পারবে। আর পারতে তোমাকে হবেই, বেগ।

মোহাম্মদী বেগ : তবে আর দ্বিধা কেন? বলেই ফেলো।

মীরন : (ইশারায় আরও ঘনিষ্ঠ হওয়ার ইঙ্গিত দিয়ে) শোন তবে। আমি এক এক করে পথের কাঁটা সরিয়ে মসনদ নিরঙ্কুশ করতে চাই। আমীর ওমরাহ, রাজা-জমিদার, আমত্য সেনাধ্যক্ষ, যেই আমার বিপত্তির কারণ প্রতীয়মান হবে, তাকে নিঃশব্দে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেব। কেবল...

মোহাম্মদী বেগ : কেবল কি? মীরন বাহাদুর।

মীরন : (অপেক্ষাকৃত মোলায়েম স্বরে) কেবল আমার নয়ন মনোহারিণী, ভুবনমোহিনী, সুন্দরী বুদ্ধিমতী সিরাজমহিষী বেগম লুৎফুননিসা থাকবে আমার নিশানার বহির্ভূত।

মোহাম্মদী বেগ : (ভারিক্কি কণ্ঠে) কারণ?

মীরন : কারণ? কারণ আমি তাকে চাই। আমি নবাব হলে, সে হবে আমার মহিষী। এই দেখ, বেগ। আমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা দেখ। (পকেট থেকে একটি কাগজের মোড়ক বের করে মেলে ধরবে। ফিসফিস করে চাপা কণ্ঠে কী কী যেন বুঝাতে থাকবে)।

মোহাম্মদী বেগ : (মোড়কের প্রতি দৃষ্টি বুলাতে বুলাতে) কিন্তু, নবাব বাংলার ভাবী নবাব কি এতে সম্মতি দেবেন?

মীরন : (জিজ্ঞাসা কণ্ঠে) ভাবী নবাব? মানে আব্বা হুজুর? আরে তিনি তো বৃদ্ধ ও অথর্ব। আর তাছাড়া তিনি তো ইংরেজদের হাতের পুতুল হয়ে থাকবেন। যেমন শিশুর হাতের খেলনা। খেললে খেললাম, না খেললে দূরে ছুড়ে মারলাম। ইংরেজরা তাকে ছুড়ে মারবেই। তার আগে, বেগ, তার আগেই অথর্ব পিতাকে সিংহাসনচ্যুত করতে চাই। তারপর বাংলার মসনদের মালিক হতে চাই আমি।

www.pathagar.com

মোহাম্মদী বেগ : তারপর?

মীরন : (মৃদু হাস্যে) তারপর আর কি? আমি হব নবাব, আর ওই সিরাজ মহিষী হবে আমার বেগম- হা হা হা

মোহম্মদী বেগ : (হাসি থামলে) আর এতে আমার লাভ?

মীরন : লাভ, মানে তোমার লাভ? এই নীল নকশায় দেখলে না।

এই দেখ, আমি নবাব হলে তুমি হবে আমার প্রধান সিপাহশালার। তুমি এতে রাজি আছ তো বেগ?

মোহাম্মদী বেগ : (মুখ ফিরিয়ে ভাবতে ভাবতে) পিতৃমাতৃহীন অজ্ঞাত কুলশীল আমি। আশৈশব আলীবর্দীর স্নেহে ও অনুকম্পায় পালিত কুত্তার ন্যায় লালিত, তারই অনুগ্রহে দু হাজারি মনসুরদারী লাভ করেছি। মীরনের নীল নকশায় যদি সেনাপতি হই। তারপর– তারপর সুযোগ বুঝে একদিন হব বাংলার নবাব। না না না। আমাকে বড় হতেই হবে। অনেক, অনেক বড়। এখনই সুবর্ণ সুযোগ। এ স্বর্ণসিঁড়ি বেয়ে তরতর করে উপরে উঠে যাব আমি। এ সুযোগ হাতছাড়া করা যাবে না (মীরনের দিকে ফিরে) আমি রাজি, মীরন বাহাদুর। আমি রাজি।

মীরন : (আনন্দের আতিশয্যে) সাবাস, সাবাস বেগ। (বেগের পিঠ চাপড়ে) এই তো চাই বেগ, এই তো চাই। (স্বীয় মস্তকে টোকা দিয়ে) আমার মস্তিষ্কে আছে চাণক্য চতুরতা আর তোমার বাহুতে আছে অগাধ শক্তি। সে চতুরতা আর হিম্মতে আমি হব বাংলার নবাব, আর তুমি–

মোহাম্মদী বেগ : (মুখের কথা কেড়ে নিয়ে) আর আমি হব সিপাহশালার। দুজনার মিলিত শক্তি হবে অপ্রতিরোধ্য, নতুন বিস্ময়, তাই না মীরন বাহাদুর? হা হা হা

মীরন : (অট্টহাস্যে) হা- হা- হা-। কিন্তু বেগ সাবধান, দেয়ালেরও কান আছে, এ নীলনকশার কথা কেউ যেন না জানে।

মোহাম্মদী বেগ : (আশ্বস্ত করে) নিশ্চিন্ত থাক, মীরন বাহাদুর। এ বান্দা কখনও নিমক হারামী করবে না।

মীরন : আশ্বস্ত হলাম। আজ হতেই সূচনা হবে আমার গোপন পরিকল্পনা। আর শেষ হবে সেই দিন, যেদিন আমি হব বাংলার নবাব, আর তুমি হবে, বাংলার সিপাহশালার। চল্ বেগ। ফেরা যাক।

(উভয়ে পুনরায় অশ্বারোহণে উল্কার ন্যায় অদৃশ্য হয়ে যাবে) (দৃশ্য পতন)।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অঙ্ক

দৃশ্য-১

প্রেক্ষাপট : নবাবের ভবিষ্যৎ ভাগ্য নির্ধারণে ব্যর্থতাই নবাব হত্যা ত্বরান্বিত করেছে বলে ঐতিহাসিকগণের ধারণা। নবাবের ভবিষ্যৎ নির্ধারণী সভা থেকেই মীরন আঁচ করতে পেরেছিল যে নবাবকে জীবিত রাখাই সকলের কাম্য আর তা ছিল মীরনের ভবিষ্যৎ নীলনকশার অন্তরায়। তাই মীরন বেছে নিয়েছিল গুপ্তহত্যার পথ। এতে মীর জাফরের মৌন সমর্থন ছিল বলে অনেকের ধারণা। বিশেষত ইংরেজ সেনানায়ক উইলিয়াম ওয়াটস-এর ডায়েরি থেকে এর সত্যতা মেলে।

নবাবকে গুপ্তহত্যার পরিকল্পনাবিদ ছিল মীরন। আর তা বাস্তবায়ন করে মোহাম্মদী বেগ। পদোন্নতি আর প্রলোভনের বশবর্তী হয়ে মোহাম্মদী বেগ এ কার্যটি সম্পন্ন করে ইতিহাসে নবাব হত্যার কুখ্যাত নায়কে পরিণত হয়।

মোহাম্মদী বেগ ছিল অজ্ঞাত কুলশীল, মাতৃ-পিতৃ পরিচয়হীন। নবাব আলীবর্দী তাকে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। নবাব মাতা আমেনা বেগমের স্নেহ-যত্নে সে লালিত ও পালিত হয়। নবাব মাতাই তাকে স্বীয় পুত্রের ন্যায় মহাধুমধামের সাথে বিবাহ দেয়। নবাব আলীবর্দী তাকে দু হাজারী মনসুরদারী পদমর্যাদায় নিজ সেনাবাহিনীতে টেনে নেয়।

কিছু পালিত কুকুর যেমন যে পাতে খায়, সে পাতেই বমন উদগীরণ করে থাকে, তেমনি মানুষরূপী কুকুর মোহাম্মদী বেগ নবাব মাতার কোলে লালিত পালিত হয়ে তার কলিজার টুকরা সিরাজকে হত্যা করতে এতটুকু দ্বিধা করে নাই। সিরাজকে নির্মম ও নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে সে ইতিহাসের ঘৃণিত ঘাতকরূপে বেঁচে আছে। চলতি দৃশ্যে নবাব হত্যার অবতারণা করা হলো।

দৃশ্যপট : মুর্শিদাবাদ কেন্দ্রীয় কারা প্রকোষ্ঠ। সময়–গভীর রাত্রি। ভারী লৌহ শিকলে বন্দি নবাব ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় জর্জরিত। আবছা অন্ধকার প্রকোষ্ঠের দেয়ালে হেলান দিয়ে তিনি মুহ্যমান। সহসা কারা প্রকোষ্ঠের লৌহ কপাট খুলে

www.pathagar.com

যাবে। কালো নেকাবে মুখাবৃত একটি ছায়ামূর্তির প্রবেশ। পেছনে অন্য একটি ছায়ামূর্তি।

নবাব : (পদ শব্দে জাগ্রত হয়ে অন্ধকারে ঠাহর করতে করতে ক্ষীণ কণ্ঠে) কে?

ছায়ামূর্তি : (চাপা কণ্ঠে) তোর যম।

নবাব : (কণ্ঠ চিনে) ও মোহাম্মদী বেগ? আমায় মুক্তি দিতে এসেছ ভাই? এসো, এসো। আর একবার বেনিয়াদের সঙ্গে যুদ্ধ করবার বড় সাধ।

মোহাম্মদী বেগ : (চাপা স্বরে) সে সাধ আর পূর্ণ হবে না শয়তান। এই দেখ শাণিত কৃপাণ। (কালো আবরণের অন্তরাল হতে একটি চকচকে ছোরা বের করবে) এবার শেষবারের মতো তোর ইস্ট নাম জপে নে।

নবাব : (নির্ভয়ে) বেগ? তুমি না আমার পালিত ভাই। আমরা উভয়ে মা আমেনার কোলে লালিত পালিত হয়েছি। একসঙ্গে কতই না খেলেছি, মারামারি করেছি, ঝগড়া বিবাদ করেছি। আবার একসঙ্গে মায়ের কোলজুড়ে বসে কত না বায়না ধরেছি। পারবে? পারবে তুমি আমায় হত্যা করতে? তোমার হাত কাঁপবে না? তোমার বিবেক তোমায় বাধা দিবে না? আর তাছাড়া আমায় হত্যা করে তোমার কী লাভ?

মোহাম্মদী বেগ : (তাচ্ছিল্যের স্বরে) লাভ লোকসানের খতিয়ানে তোমার কী প্রয়োজন? পিতৃ–মাতৃহীন অজ্ঞাত কুলশীল আমি তোমাদের নিষ্ঠুর দয়াদাক্ষিণ্যে কুকুরের মতো লালিত পালিত হয়েছি। না, না ও কথায় আমার হৃদয় গলবে না। সিংহের মতো পাষাণ হৃদয় আমার। সেখানে এক ফোঁটা দয়া নেই, মায়া নেই। আছে– আছে শুধু বড় হবার দুরাকাঙ্ক্ষা আর বন্য জিঘাংসা। ভাই বলে ডেকে আর কোনো লাভ নেই। তোমার মৃত্যু সুনিশ্চিত। তুমি প্রস্তুত হও শয়তান।

নবাব : (নির্ভয়ে) মৃত্যু, একজন স্বাধীনতায় নিবেদিত মুজাহিদ কখনও মৃত্যু ভয়ে ভীত নয়, বেগ। মৃত্যুই তার জান্নাত, তার সারাবান তহুরা। এক সিরাজ মরলেও লাখ সিরাজ বাংলার ঘরে ঘরে জন্ম নিবে। তা রাতের আঁধারে চুপি চুপি কেন হত্যা করতে এসেছ ভাই? বাংলার বিচারাসন কী বন্ধ করে দিয়েছ? আইন কী আজ নিজের হাতে তুলে নিয়েছ? আত্মপক্ষ সমর্থনের কি কোনো অবকাশ রাখ নাই? বিচার কি তবে নিভৃতে কাঁদছে? রাতের আঁধারে কাপুরুষের মতো তস্কর সেজে নিরস্ত্রকে হত্যা করতে তোমার লজ্জা হবে না?

অন্য ছায়ামূর্তি : (আড়াল থেকে চাপা কণ্ঠে) কাজ সেরে ফেলো, বেগ।

মোহাম্মদী বেগ : (অহমিকায়) ভাবাবেগে আর মুক্তিজালে আমাকে এক চুলও টলাতে পারবে না, নির্বোধ নবাব। মৃত্যু তোমার অতি সন্নিকটে। তুমি প্রস্তুত হও।

www.pathagar.com

নবাব : (মাথা দোলাতে দোলাতে) বুঝেছি, মীরনের মিথ্যে প্রলোভনে তুমি উন্মাদ। উড়িষ্যার বুনো পথে মীর কাসিমের প্ররোচণায় মাতৃতুল্য বেগমের সর্বস্ব অপহরণ করেও তোমার সম্পদের পিপাসা মেটে নাই। এত তস্করতার কী প্রয়োজন ছিল, বেগ? জানি, তোমার মতো পামরের কাছে প্রাণ ভিক্ষা চেয়ে কোনো লাভ নেই। আর সেই ইচ্ছাও আমার নেই। তবে...

মোহাম্মদী বেগ : (তারস্বরে) তবেটা কী? শয়তান।

নবাব : (শান্ত কণ্ঠে) আমার দুটি অন্তিম প্রার্থনা রাখবে।

মোহাম্মদী বেগ : তবে ঝটপট বলে ফেলো। কি সে অন্তিম প্রার্থনা।

নবাব : (আবেগে) বাংলার পবিত্র স্বাধীনতা ওই ইংরেজদের হাতে তুলে দিবে না। বলো, কথা দাও।

মোহাম্মদী বেগ : (বক্র হাস্যে) চমৎকার, মৃত্যুপথযাত্রী নবাবের এ প্রস্তাব হাস্যকর। অন্য প্রার্থনা কি বলো।

নবাব : (নরম স্বরে) শেষবারের মতো আমায় দুই রাকাত নামাজ পড়তে দিতে হবে।

অন্য ছায়ামূর্তি : (আড়াল থেকে চাপা কণ্ঠে) আর বিলম্ব নয়, বেগ। শিগগিরই সমাধা করে ফেলো।

মোহাম্মদী বেগ : (তাচ্ছিল্য করে) নামাজের নামে কালক্ষেপণের চেষ্টা। সে সুযোগ তোমায় দেয়া হবে না। এই নাও তোমার সাধের নামাজ। (বলতে বলতে আমূল শাণিত কৃপাণটি নবাবের বুকে বসিয়ে দিয়ে) হা- হা- হা-। এখন কেয়ামত পর্যন্ত নামাজ পড়তে থাক। কাপুরুষ।

নবাব : (যন্ত্রণাকাতর কণ্ঠে) লা ইলাহা ইল্লালাহু। হে খোদা, তুমি বাং-লা-র স্বা---ধী---ন---তা হেফাজত কর।

(নবাবের বিদীর্ণ বক্ষ দিয়ে গলগল করে রক্তের ধারা প্রবাহিত হতে থাকবে। মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে এক সময় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে)

মীরন : (আড়াল থেকে বেরিয়ে কালো নেকাব খুলে) সাবাস, বেগ সাবাস। সত্যিই তুমি সিপাহশালারের যোগ্য। (ক্ষণকাল নীরব থেকে) পরিকল্পনার প্রধান ও প্রথম কাজটি সম্পন্ন হলো। এরপর এক এক করে পথের কাঁটা সরিয়ে ফেলব। তারপর, তারপর ওই বাংলার মসনদ হা- হা- হা-। তারপর, তারপর ওই গর্বিতা বেগম। (মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে) আমি জানি কী করে বিষধর নাগিনীর বিষদাঁত উপড়ে পোষ মানাতে হয়।

খেলা তো সবে শুরু। শেষ হবে সেদিন, যেদিন তুমি আমার কণ্ঠলগ্ন হবে। হা- হা- হা। (মোহাম্মদী বেগের দিকে ফিরে নির্বিকার স্নায়ুর ন্যায় দাঁড়িয়ে থাকা বেগের কাঁধে ঝাঁকুনি দিতে দিতে) চল্, বেগ, চল্। (উভয়ে প্রস্থান। পর্দা পতন)

www.pathagar.com

দৃশ্য-২

প্রেক্ষাপট : বেদনাদায়ক হলেও ঐতিহাসিক সত্য যে, নবাবকে নৃশংসভাবে হত্যা করেও নরপিশাচ মীরন ক্ষান্ত হয় নাই। নবাব হত্যার পর দিবস, মীরনের নির্দেশে একদল ভাড়াটে সেনার ছত্রছায়ায় নবাবের ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত মরদেহ হস্তিপৃষ্ঠে বেঁধে রাজধানী প্রদক্ষিণ করা হয়। নিঃসন্দেহে এটা ছিল চরম নিষ্ঠুরতা ও মর্মান্তিক জিঘাংসার পরিচায়ক। শুধু এখানেই শেষ নয়, মীরন ও মোহাম্মদী বেগের নির্দেশে প্রদক্ষিণ শেষে নবাবের মরদেহ কোনো প্রকার সৎকার ছাড়াই রাজধানীর উপকণ্ঠে বাজারের আবর্জনা স্তূপে উদামভাবে নিক্ষিপ্ত করা হয়েছিল। সভ্য সমাজে এ দৃশ্য বিরল ও নজিরবিহীন।

সত্য যে, নবাবের মরদেহবাহী হস্তিটি নগর প্রদক্ষিণকালে নবাব প্রাসাদের সম্মুখে উপস্থিত হলে নবাব মাতা প্রাণপ্রিয় পুত্রের মুখ দর্শনের নিমিত্তে রাস্তায় নেমে আসেন। এ সময় সেখানে এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়। মরদেহবাহী হস্তিটি নবাব মাতার সম্মুখে এসে বিনয়ের সাথে বসে পড়ে। তখন হস্তিটির দুচোখে বেয়ে ঝরে পড়ছিল অবিরল বেদনাশ্রু। সে দৃশ্য অবলোকনে উপস্থিত জনতা ঘন ঘন চোখ মুছছিল। অবলা ইতর প্রাণীও যে মানবের হর্ষবিষাদে অশ্রুপাত করে থাকে, অথচ নিষ্ঠুর মানব নির্দ্বিধায় সে লোমহর্ষক কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করে থাকে। সে কথা ভাবতেও অবাক লাগে।

আরও লক্ষণীয়, সেদিন যে মুহূর্তে এ মর্মান্তিক ঘটনা সংঘটিত হয়, ঠিক সে মুহূর্তে রাজধানীর অপর অংশে জাফরগঞ্জ প্রাসাদে নতুন নবাব মীর জাফরের রাজসিক অভিষেক অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন রবার্ট ক্লাইভ। তিনি অবশ্য এতখানি বাড়াবাড়ি ভালো চোখে দেখেননি। এজন্য তিনি মীর জাফরের সমালোচনা ও তিরস্কার করেছিলেন বলে জানা যায়। রাজধানীর এক অংশে যখন চলছিল সে বিষাদময় দৃশ্য, অপর অংশ হতে দৃশ্যত বড় বড় নৌকা বোঝাই উপঢৌকন রবার্ট ক্লাইভের জন্য কলকাতার উদ্দেশে রওনা হয়েছিল। বিষয়টি বড় দৃষ্টিকটু ঠেকেছিল প্রজাসাধারণ্যে।

সে সময় নবাবের হিতৈষী, আমির-ওমরাহ, সেনাধ্যক্ষ, রাজা-জমিদার ও নবাবভক্ত প্রজাসাধারণের যে একান্ত অভাব ছিল তা নয়। ঘটনার আকস্মিকতা ও বিশালতা তাৎক্ষণিকভাবে সকলকে স্তম্ভিত ও বজ্রাহতের ন্যায় নির্বাক করে রেখেছিল। এর প্রতিক্রিয়া অবশ্য পরবর্তীকালে লক্ষণীয়।

এ ঘটনার প্রায় আড়াই শত বছর পর অনুরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি আমরা দেখতে পাই, অপর এক স্বাধীনতার বরপুত্র, নিখাদ বাঙালি, আমাদের বাঙালি জাতীয়তাবাদের অন্যতম জনক, বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ

www.pathagar.com

মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ডের মধ্যে। উভয় ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্য সামঞ্জস্যপূর্ণ।

দৃশ্যপট : রাজধানী মুর্শিদাবাদের রাজপথ। সময়- দিবসের পূর্বাহ্ন। হস্তিপৃষ্ঠে নবাব মনসুর-উল-মূলক নবাব মীর্জা মোহাম্মদ সিরাজউদ্দৌলা হায়বত জঙ্গ বাহাদুরের ক্ষত-বিক্ষত মরদেহ সহকারে একদল জনতার উল্লাস মিছিল। মিছিলের আগে ও পরে বাদক দল। ঢাকঢোল ও করতালের সুউচ্চ নিনাদ ও মুহুর্মুহু পটকা ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত–

জনতা : (বাদ্যের তালে তালে নাচতে নাচতে)
হৈ- হৈ- হৈ, হৈ- হৈ- হৈ
নবাব বেটা গেল কই?
রৈ- রৈ- রৈ, রৈ- রৈ-রৈ
নবাব বেটা মলো ওই?
ঢাকঢোল করতাল
নবাব বেটা রসাতল।
কে মরেছে, কে মরেছে?
নবাব বেটা মরেই গেছে?
বাজিমাত কুপোকাত
কুপোকাত বাজিমাত।
হৈ- হৈ- হৈ, হৈ- হৈ- হৈ।

(প্রদক্ষিণরত মিছিলটি নবাব প্রাসাদের সম্মুখে উপস্থিত হলে নবাব মাতা উন্মাদিনীর ন্যায় রাজপথে নেমে আসেন। পেছনে পেছনে ছুটে আসেন নবাব পরিবারের সদস্যরা। মরদেহবাহী হস্তিটি নবাব মাতার সম্মুখে এসে বিনয়ের সাথে বসে পড়ে। হস্তিটির দুচোখে বেয়ে ঝরতে থাকে অশ্রুধারা। উপস্থিত পথচারীগণ অব্যক্ত বেদনায় ঘন ঘন চক্ষু মুছতে থাকেন)।

নবাব মাতা : (উন্মাদিনীর ন্যায় হুমড়ি খেয়ে মরদেহের উপর আছড়ে পড়ে) কোথায়, কোথায় আমার চাঁদ। কোথায় আমার নয়নের মণি। (বলতে বলতে ক্ষত-বিক্ষত মরদেহ বুকে জড়িয়ে কাঁদতে থাকবেন। ক্ষণ পরে রণরঙ্গিনী চণ্ডিমূর্তি ধারণ করে উঠে দাঁড়াবেন। (দাঁতে দাঁত পিষে) বেঈমান, নিমকহারাম মীর জাফর, আলীবর্দীর দয়ায় লালিত পালিত হয়ে তারই উদারতায় সিপাহশালারের পদ লাভ করেও তোর তৃষ্ণা মেটেনি, বিশ্বাসঘাতক। আজ সেই আলবর্দীর নয়নের মণি সিরাজকে হত্যা করতে তোর হাত কাঁপলো না, কৃতঘ্ন পামর।

www.pathagar.com

আমি অভিশাপ দিচ্ছি, আজ আমার বুক যেমন করে খালি করেছিস, তোর বুকও একদিন খালি হবে। সিরাজের চেয়েও তুই লাঞ্ছিত হবি। তোর নাম ঘৃণায় কেউ মুখে আনবে না। তোর নামের সাথে অনাগত বাঙালি থুথু ফেলবে। ইতিহাসে তুই কুলাঙ্গার বিশ্বাসঘাতক হয়ে থাকবি। পাষণ্ড, তোর পাপের পরিণামে তুই কুঁড়িকুষ্টিতে মরবি। আমার এ অভিশাপ ফলবে, ফলবে, ফলবে।
নবাব পরিবারের সদস্যগণ : (সমস্বরে, নবাবের মরদেহ স্পর্শ করে) আমরা অঙ্গীকার করছি, এ হত্যার প্রতিশোধ আমরা নিবই নিব।
প্রাসাদ রক্ষী সেনাধ্যক্ষ হিশামউদ্দীন : (আদেশের স্বরে) সৈন্যগণ, নবাব মাতাসহ পরিবারের সকলকে অন্দরে তাড়িয়ে দাও। যদি কেউ প্রতিবাদ করে, লাঠিচার্জ কর। রাজপথ পরিষ্কার করে দাও। জনতার এ মিছিল চলবে, চলতে দাও।

- (হিশামউদ্দীন নবাবের প্রাসাদরক্ষী বাহিনীর প্রধান। তিনি প্রথমে মীর জাফরের দলভুক্ত থাকলেও পরে নবাব মীর জাফরের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ করেছিলেন বলে জানা যায়)

(সৈন্যগণ নবাব মাতাসহ পরিবারের সকলের ওপর চড়াও হবে। বেপরোয়া লাঠিচার্জ করবে। একপর্যায়ে প্রতিবাদমুখর নবাব পরিবারের সদস্যগণ সৈন্যদের সাথে নিরস্ত্র হাতাহাতি করতে করতে আহত হয়ে একে একে অন্দরে প্রবেশ করবে। মিছিলটি পূর্বের ন্যায় আবারও সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকবে। দিনভর প্রদক্ষিণ শেষে মিছিলটি রাজধানীর উপকণ্ঠে বাজারের আবর্জনা স্তূপের নিকট উপস্থিত হলে বিপরীত দিক থেকে অশ্বারোহণে ছুটে আসবে মীরন ও মোহাম্মদী বেগ)
মীরন : (উচ্চস্বরে আদেশের ভঙ্গিতে) সৈন্যগণ, নবাবের মরদেহ ওই আবর্জনা স্তূপে উদাম নিক্ষেপ কর। কুকুরে শিয়ালে ওর জানাজা করুক।
(সৈন্যগণ হস্তিপৃষ্ঠ হতে নবাবের ক্ষতবিক্ষত মরদেহ নির্দেশমতো নিচের ভাগাড়ে সজোরে ছুড়ে মারবে। মীরন ও মোহাম্মদী বেগ অশ্বারোহণে অদৃশ্য হয়ে যাবে। মিছিলের ভাড়াটে জনতা ও সৈন্যরা যে যার মতো প্রস্থান করবে। (পর্দা পতন)

দৃশ্য-৩
প্রেক্ষাপট : চলমান ষড়যন্ত্রের মহানায়ক মীর জাফর ও ইংরেজদের মধ্যে একটি গোপন চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল পলাশী যুদ্ধের পূর্বে। ক্লাইভকে বোঝানো হয়েছিল যে, আসলে পলাশীতে কোনো যুদ্ধই ইংরেজ বাহিনীকে করতে হবে না। শুধু ইংরেজ বাহিনীর উপস্থিতিই যথেষ্ট।

www.pathagar.com

অন্যদিকে নবাব বাহিনীর বিশালত্ব নবাবকে ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতার পরিণাম সম্পর্কে এতটুকুও ভাববার অবকাশ দেয় নাই। ফলে যুদ্ধের বিপরীত পরিণতি অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। এভাবেই কুটিল ষড়যন্ত্র আর বিশ্বাসঘাতকতার কাছে অর্বাচীন নবাবের সরল সতীত্ব ইতিহাসে চরম শিক্ষা লাভ করেছিল।

চুক্তি মতে, সিরাজউদ্দৌলা উৎখাত হলে, পরবর্তী নবাব হবেন মীর জাফর। মীর জাফর তার নবাবীর রাজসিক অভিষেক অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে তাকে হাত ধরে মসনদে বসানোর আগাম অনুরোধ জানিয়েছিল তখন, যখন নবাব পলাশীর রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করে রাজধানীতে ফিরে এসেছিলেন। সে অনুরোধ রক্ষার্থে দুই শত গোরা সৈন্য ও পাঁচ শত দেশি সৈন্য সমভিব্যাহারে গজারোহণে কলকাতা থেকে মুর্শিদাবাদে আসেন রবার্ট ক্লাইভ মীর জাফরের অভিষেক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে।

রবার্ট ক্লাইভের আগমনে মীর জাফর এতই খুশি হয়েছিল যে, তা ভাষায় প্রকাশ দুঃসাধ্য। এ অনুষ্ঠানে মীর জাফর, প্রধান অতিথি রবার্ট ক্লাইভকে এন্তার উপঢৌকন প্রদান করেছিলেন। প্রমাণ পাওয়া যায় যে, দুই শত বড় বড় নৌকায় এসব উপহার সামগ্রী যে সময় কলকাতা অভিমুখে রওয়ানা দেয় সে সময় স্বাধীনতার মূর্ত প্রতীক হতভাগ্য নবাবের ক্ষতবিক্ষত মরদেহ হস্তিপৃষ্ঠে করে রাজধানী প্রদক্ষিণ করছিল। রাজধানীর একদিকে ছিল আনন্দ আর আতিশয্যের অভিষেক অনুষ্ঠান, আর অন্যদিকে ছিল বর্বরতার সীমাহীন অশ্রুতপূর্ব বেদনার সুনীল জিঘাংসা। পৃথিবীর কোনো ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে কি না, তা ইতিহাসবেত্তারা বলতে পারবেন। এ দৃশ্যে মীর জাফরের ক্লাইভ তোষণ ও ইংরেজপ্রীতির অবতারণা দেখানো হয়েছে।

দৃশ্যপট : জাফরগঞ্জ প্রাসাদ। প্রাসাদ সম্মুখস্থিত বিশাল চত্বর। চত্বরে নতুন নবাব মীর জাফরের অভিষেক মঞ্চ সুসজ্জিত। মঞ্চ হতে দীর্ঘ পথে লালগালিচা পাতানো। এ পথে প্রধান অতিথি রবার্ট ক্লাইভ শুভাগমন করবেন। মঞ্চে পাত্র, মিত্র,সভাসদ ও উচ্চ রাজকর্মচারী নিজ নিজ আসনে অপেক্ষমাণ। মীর জাফর অস্থির চিত্তে ঘন ঘন পথের দিকে দৃষ্টি ফিরাবেন। গজারোহণে রবার্ট ক্লাইভের প্রবেশ। মীর জাফর আগ বাড়িয়ে তাকে স্বাগতম জানাবেন। সশ্রদ্ধ সকলে উঠে অতিথিকে সম্মান প্রদর্শন করবেন।

মীর জাফর : (আতিশয্যে গদগদ কণ্ঠে) আসুন, আসুন মহানুভব রবার্ট ক্লাইভ। অধীর আগ্রহে আমরা আপনার প্রতীক্ষায় আছি। আসুন।

রবার্ট ক্লাইভ : (হস্তিপৃষ্ঠ হতে অবতরণ করে মীর জাফরের হাতে করমর্দন করতে করতে) ওহ, থ্যাংক ইউ মি. জাফর আলী খাঁ। (সকলের প্রতি চেয়ে)

www.pathagar.com

থ্যাংক ইউ অল। মি. জাফর আলী খাঁ, আই মিন দ্য নবাব অব বেঙ্গল, বিহার অ্যান্ড উড়িষ্যা, স্টিল সিংহাসনে বসেন নাই কেন? ওয়ান্ডার ফুল?

মীর জাফর : (স্মিত হেসে) আমি এতই নির্বোধ সাহেব? আমার পরমবন্ধু মহানুভব রবার্ট ক্লাইভকে অনুপস্থিত রেখে স্বার্থপরের মতো সিংহাসনে বসব।

রবার্ট ক্লাইভ : (মীর জাফরের হাতে ঝাঁকি দিয়ে) ওহ, থ্যাংক ইউ, টবে এখন তো বসিবে? (মীর জাফরকে সিংহাসনের দিকে আকর্ষণ করে) প্লিজ বি সিটেড অন দ্য থ্রোন, প্লিজ, প্লিজ।

মীর জাফর : (হাসতে হাসতে) তুমি হলে গিয়ে আমার বন্ধু, সুহৃদ। তুমি হাত ধরে সিংহাসনে বসাবে– তবেই তো বসব। এ মীর জাফর একবার অঙ্গীকার করলে, তা ভুলে যায় না সাহেব। হাজার হোক, পয়মন্ত বলে তো একটা কথা আছে? (হাসতে থাকবে)

রবার্ট ক্লাইভ : ওহ থ্যাংক ইউ, এ গুড ডান, সে ডু সুন, দ্যাটস ওকে। কাম অন মি. জাফর আলী খাঁ। কাম অন। সিংহাসনে বসিবে। আসেন, আসেন। (হাত ধরে সিংহাসনের কাছে গিয়ে) ফ্রম টুডে ইউ আর দ্য নবাব অব বেঙ্গল, বিহার অ্যান্ড উড়িষ্যা। এইখানে বসিয়া হাপনে নবাবী করিবে। অ্যান্ড উই দ্য ইংলিশ মেন, খুশিছে বাণিজ্য করিবে। ব্যস। (মীর জাফরের হাত ধরে রবার্ট ক্লাইভ সিংহাসনে বসিয়ে দিবে। সঙ্গে সঙ্গে নকীব উচ্চস্বরে ঘোষণা দিতে থাকবে)

হুঁশিয়ার! হুঁশিয়ার! হুঁশিয়ার! নবাব সুজাউলমূলক হিসামুদ্দৌলা মোহাম্মদ মীর জাফর আলী খাঁ, মহাব্বত জঙ্গ বাহাদুর। (মুহুর্মুহু তোপধ্বনিতে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত হবে। চৌকস সেনাদল মার্চপাস্ট করে নতুন নবাবকে অভিবাদন জানাবে। মঞ্চের সকলে উঠে দাঁড়িয়ে নতুন নবাবকে কুর্নিশ করবে। নবাব মীর জাফর উঠে প্রধান অতিথির হাত ধরে সিংহাসনের ডান পাশে মহামূল্য আসনে বসিয়ে দিবেন)

নবাব মীর জাফর : (সকলে স্ব স্ব আসনে বসে পড়লে) ধন্যবাদ। মিস্টার রবার্ট ক্লাইভ, ধন্যবাদ, পাত্রমিত্র সভাসদবৃন্দ–

(ঠিক এ সময় ঢাকঢোল ও করতালের সুউচ্চ নিনাদ ও জনতার দূরাগত উতরোল শ্রুত হতে থাকবে। রবার্ট ক্লাইভ সেদিকে উৎকর্ণ হয়ে থাকবেন)

রবার্ট ক্লাইভ : (উৎসুক বিস্ময়ে) হোয়াট, হোয়াট হ্যাপেন্ড? আই মিন এটো গন্ডগোল কিসের?

নবাব মীর জাফর : (শশব্যস্ত স্বরে) অহ, বোঝ নাই, সাহেব। নবাব সিরাজদৌলার ডেড বডি নিয়ে জনতা উল্লাস মিছিল করছে। ও তারই গোলমাল।

রবার্ট ক্লাইভ : (বিস্ময়ে) মিছিল, আই মিন প্রোসেশন? বাট হোয়াই ডেড বডি দেয়ার?

www.pathagar.com

নবাব মীর জাফর : (আত্মতৃপ্তির সাথে) জনগণ নবাব সিরাজকে মোটেই পছন্দ করত না। এ মিছিল তারই বহিঃপ্রকাশ। এই আর কী।

রবার্ট ক্লাইভ : (নিন্দাব্যঞ্জক স্বরে) ওহ, ইন এ গুড ডে, আইমিন এ শুভ দিনে কাজটা ভালো কর নাই। মি. নবাব। দেয়ারস নো রিভেঞ্জ আফটার ডেথ। রিমেমবার নবাব। ইন ইওর লাইফ ইট মে অকারস। টেক লিশন ফ্রম দ্য ডেথ অব নবাব সিরাজদৌলা, প্লিজ।

নবাব মীর জাফর : বন্ধু, রবার্ট ক্লাইভ, তুমি আমার হিতৈষী সুহৃদ। আর ইংরেজ আমার মিত্র। তোমাদের সহযোগিতায় আমি আজ নবাব। ইংরেজ বাঙালি ভাই, ভাই। আমাদের কোনো বিরোধ নাই। তাই ও রকম পরিণামের কারণও নাই। (দরবারের সকলের উদ্দেশে) আমাদের মহান অতিথি পথশ্রান্ত। তার বিশ্রামের প্রয়োজন। আজকের মতো দরবার মুলতবি করা হলো।

(সকলে দাঁড়িয়ে কুর্নিশ করে একে একে প্রস্থান। কেবল নবাব ও রবাট ক্লাইভ উপবিষ্ট থাকবেন। ধীরে ধীরে পর্দা পতন)

দৃশ্য-৪

প্রেক্ষাপট : মীর জাফরের ইংরেজ তোষণ ও নবাব সিরাজউদ্দৌলার মরদেহের প্রতি অসৌজন্যমূলক অবমাননাকর আচরণের প্রতিক্রিয়া জনমনে বেদনাত্মক প্রতিফলন ঘটায়। এর বলিষ্ঠ প্রতিবাদ আমরা সর্ব প্রথম দেখতে পাই প্রবীণ ওমরাহ মির্জা জয়নুল আবেদিনের মধ্যে। নবাব সিরাজউদ্দৌলার মরদেহের প্রতি অসদাচরণ বিশেষত মরদেহটি সৎকারবিহীন অবস্থায় আঁস্তাকুড়ে উদাম ও অনাচ্ছাদিত রাখার দুঃসংবাদে তিনি গভীর মর্মাহত হয়ে পড়েন। একজন মুসলমান হিসেবে নবাবের মরদেহ সৎকারে তিনিই প্রথম এগিয়ে আসেন। শত প্রতিকূলতা ও ভয়ভীতি উপেক্ষা করে এ অকুতোভয় ওমরাহ তৎকালীন কুলাঙ্গার শাসক গোষ্ঠীর রক্তচক্ষু অবহেলা করে নবাবের মরদেহ যথাযোগ্য মর্যাদায় সৎকার ও সমাধিস্থ করেন। তিনিই প্রথম ক্ষমতাধর পাষণ্ডদের প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়ে জানিয়ে দেন যে, তোমরা যা করছ, তা অন্যায়, অমার্জনীয়। এ দৃশ্যে মির্জা জয়নুল আবেদিনের মানসিক প্রতিক্রিয়ার প্রতিফলন প্রতিফলিত হয়েছে।

দৃশ্যপট: মুর্শিদাবাদ। ওমরাহ মির্জা জয়নুল আবেদিনের বাড়ি। নবাব সিরাজউদ্দৌলার মরদেহের অপমান ও অমর্যাদার খবর শ্রবণে তিনি মর্মাহত। কর্তব্য স্থিরকরণের নিমিত্তে তিনি গৃহাভ্যন্তরে একাকী পায়চারি করছেন। চিন্তার ছাপ তার মুখাবয়বে। তিনি আপন মনে বিড়বিড় করে কী যেন বলে যাচ্ছেন।

ওমরাহ মির্জা জয়নুল আবেদিন : (স্বগতোক্তিতে) এ অসম্ভব! এ অসহ্য!

www.pathagar.com

অমানবিক! নবাবের মরদেহ আঁস্তাকুড়ে নিক্ষেপ? তার উপর সৎকারহীন, উদাম ও অনাচ্ছাদিত। এ মেনে নেয়া যায় না। না, না কখনই মেনে নেয়া যায় না।

বিবেক : (নেপথ্যে) তবে, কি করতে চাও? মির্জা।

ওমরাহ মির্জা জয়নুল আবেদিন : (নির্ভীক কণ্ঠে) আমি সৎকার করব। একজন মুসলমান মুজাহিদের মরদেহ সৎকারবিহীন অবস্থায় আঁস্তাকুড়ে অনাচ্ছাদিত ও উদাম পড়ে থাকতে পারে না। এ অধার্মিকতা ও অমানবিক। বিবেকবর্জিত কাজ। মরদেহের সৎকার সকলের দায়িত্ব। আমি সে দায়িত্ব প্রতিপালন করব।

বিবেক : (শ্লেষের স্বরে) পরিণাম? পরিণাম ভেবে দেখেছ মির্জা?

ওমরাহ মির্জা জয়নুল আবেদিন : (প্রতিবাদী কণ্ঠে) একজন মুসলমানের মরদেহ, জীবিত মুসলমানদের সৎকার করা ফরজ। আমি সে ফরজ আদায় করব। একজন বীর মুজাহিদের মরদেহ পূত ও পবিত্র। সে পূত-পবিত্র মরদেহের সৎকার সওয়াবের কাজ। ভয় কি? ধর্মাধর্ম কি তবে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে? নাকি, এ দেশের মুসলমান সব মুর্দা।

বিবেক : সে না হয় সত্য। কিন্তু নতুন নবাব মীর জাফর তোমাকে কি ছেড়ে কথা বলবে?

ওমরাহ মির্জা জয়নুল আবেদিন : (প্রত্যয়দৃপ্ত কণ্ঠে) তা, যে যা বলে বলুক, যে যা ভাবে ভাবুক। যে যা করার করুক। তাতে আমার কি? মুসলমান এক আল্লাহ ছাড়া আর কারও ভয় করে না। কারও কাছে মাথা নোয়ায় না। আমি মুসলমান, কাউকে পরোয়া করি না। আমি আমার কর্তব্যে স্থির।

বিবেক : (নরম স্বরে) তা, ধর্ম ভেবে নবাবের মরদেহের সৎকার করতে চাও কর। একটু ভেবেচিন্তে কর। একে তো কুচক্রী নবাব, তাতে পুত্র মীরন দোসর। হেন কাজ নেই যা সে করে না সাধন। তাছাড়া নতুন নবাবের কাছে তোমার ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হতে পারে, এমন কি জীবন পর্যন্ত বিপন্ন হতে পারে। ভেবে দেখেছ, মির্জা? কেন মিছেমিছি ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে চাও? বিশেষত অন্যেরা যেখানে নীরব।

ওমরাহ মির্জা জয়নুল আবেদিন : (স্বীয় কপাল ছুঁয়ে) তকদিরে যা ঘটে, ঘটুক। সে ভয়ে শঙ্কিত আমি নহি কদাচন। শহীদ নবাবের পবিত্র মরদেহ আমি সৎকার করবই। ভাগ্যবিড়ম্বিত নবাব আজ ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে শাহাদাত বরণ করেছেন। আহা মৃত্যুর পরও আজ তার নিস্তার নেই। দেশের জন্য যে নবাব তার প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারে, তার পবিত্র দেহের সৎকার প্রত্যেক দেশপ্রেমিকের একান্ত কর্তব্য। আমি নিজ হাতে নবাবের পবিত্র মরদেহে ওজু ও গোসল দিয়ে কাফন পরিয়ে শাহী গোরস্তান খোশবাগে আলীবর্দীর সমাধির পাশে সমাদরে সমাহিত করব। ঘুমিয়ে থাক, স্বাধীনতার দুই বীর মুজাহিদ, পাশাপাশি ঘুমিয়ে থাক। একজন স্বাধীন বাংলার স্থপতি, আর একজন সে

www.pathagar.com

স্বাধীনতা রক্ষায় উৎসর্গিত। অনাগত বাঙালির মন মন্দিরে ওরা অমর হয়ে থাকবে। ওরে, ওরা মরেনি। ওরা মরে না। শহীদেরা কি কখনও মরে? ওরা ইতিহাসের মৃত্যুঞ্জয় সন্তান।

বিবেক : তা হলে, তুমি নবাবের মরদেহের সৎকার করবেই?

ওমরাহ মির্জা জয়নুল আবেদিন : হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ করবই। আর মুহূর্ত বিলম্ব নয়। (কোষবদ্ধ তরবারি উন্মোচিত করে) হে মহান নবাব, তোমার আদেশে মারাঠা, ফিরিঙ্গি আর সরফরাজের বিরুদ্ধে এ তরবারির বিদ্যুৎ ঝলক ছুটিয়েছিলাম। আর আজ (তরবারি চুম্বন করে) তোমার সৎকারে প্রয়োজন হলে আর একবার প্রদীপ্ত হয়ে উঠব। (ক্ষণকাল মৌন থেকে) আর তোমার অপমান নয়, অনাদর নয়, বন্ধু। এবার তোমায় আবাহনের পালা। বাঙালি তোমায় চিনেছে। তাই স্বাধীনতার প্রশ্নে বীর বাঙালি বারবার তোমার নামেই অস্ত্র তুলে নেবে।

আজ হতেই শুরু হোক তোমায় আবাহনের অভিযাত্রা। (অন্তরীক্ষে কান পেতে) ওই ওই নবাবের বিদেহী পুণ্যাত্মা আমায় ডাকছে। ডেকে ডেকে বলছে, মির্জা জয়নুল, আর ঘুমে নয়, বন্ধু। জেগে ওঠ প্রলয় মন্ত্রে। বাংলার চিরায়ত স্বাধীনতা আজ রাহুগ্রস্ত। হে মহান নবাব, তোমার ওই মহাআহ্বান, আমি কি প্রত্যাখ্যান করতে পারি? আমি আসছি, নবাব, আমি আসছি।

(উন্মুক্ত তরবারি হাতে ওমরাহ মির্জা জয়নুল আবেদিনের প্রস্থান) (পর্দা পতন)

দৃশ্য-৫

প্রেক্ষাপট : মীরন ছিল নবাব আলীবর্দীর বৈমাত্রেয় বোন শা বেগমের গর্ভজাত সন্তান। চারিত্রিক দিক দিয়ে সে ছিল পিতা মীর জাফরের ন্যায় কুচক্রী, ক্রূর, নিষ্ঠুর, লোভী ও বিশ্বাসঘাতক। ব্যক্তিগতভাবে সে ছিল মেয়েলি, অদ্ভুত ও বিচিত্র কুরুচিসম্পন্ন। মীর জাফর পুত্র মীরনকে প্রাণাধিক ভালোবাসতেন।

নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের পর মীরনের অভাবিত অভ্যুদয় ঘটে। এ সময় মীরন অতিমাত্রায় বেপরোয়া হয়ে পড়ে এবং নিষ্ঠুর এক মহানায়কে পরিণত হয়ে পড়ে। ঠাণ্ডা মাথায় সে একের পর এক পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড চালায়। তার এসব কর্মকাণ্ডে পিতা নবাব মীর জাফরের সমর্থন ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। এদৃশ্যে পিতাপুত্রের সে রকম কথোপকথনের আভাস পরিস্ফুটিত হবে।

দৃশ্যপট : জাফরগঞ্জ প্রাসাদ। নবাব মীর জাফরের বাড়ি। সময়- রাত্রি। নবাব মীর জাফর পালঙ্কে অর্ধশায়িত। পাশে পুত্র মীরন উপবিষ্ট। পিতা ও পুত্রের

www.pathagar.com

একান্ত কথোপকথন।

মীরন : (গম্ভীর কণ্ঠে) পিতা।

নবাব মীর জাফর : বলো, বেটা।

মীরন : ওমরাহ্ মির্জা জয়নুল আবেদিনের স্পর্ধা দেখলেন। বেটা যে জলে বাস করে সে জলের কুমিরের সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে চায়। কি দুঃসাহস দেখেছেন।

নবাব মীর জাফর : (উপদেশের সুরে) উত্তেজিত হও না বৎস। সব ঠিক হয়ে যাবে।

মীরন : (চিন্তিত কণ্ঠে) কিন্তু।

নবাব মীর জাফর : কিন্তু কি বেটা?

মীরন : অতিকষ্টে অর্জিত মসনদ নিষ্কণ্টক করতে চাই, আব্বাজান।

নবাব মীর জাফর : (সমর্থনে মাথা দোলাতে দোলাতে) আমিও ওই রকম একটা কিছু ভাবছি বেটা। কিন্তু...

মীরন : (তারস্বরে) কোনো চিন্তা নয় আব্বাজান। মসনদ নিরাপদ করতে আমি একটা নীলনকশা প্রণয়ন করেছি। সেটি এখন আপনার অনুমোদনের অপেক্ষায়, আব্বাহুজুর।

নবাব মীর জাফর : (বিস্ময়ে) নীলনকশা? কই দেখি?

মীরন : (এক প্রস্থ কাগজ নবাব মীর জাফরের সম্মুখে মেলে ধরে) এই দেখুন আব্বাহুজুর? (চাপা স্বরে নবাবকে কি যেন বুঝাবে)

নবাব মীর জাফর : (নীলনকশার আদ্যপান্ত চোখ বুলিয়ে) সাবাস, বেটা, সাবাস। (পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে) সত্যি, তুমি আমার যোগ্য পুত্র। এগিয়ে যাও বেটা, ভয় কি? আমি তো তোমার পাশেই আছি। তবে খুব সাবধান। শুনে শুনে পা ফেলবে।

মীরন : (স্বউৎসাহে) আমি কি এতই নির্বোধ, আব্বাহুজুর। আপনার এজাজত পেলে, আমি নিঃশব্দে সম্পন্ন করব। শুধু আপনার দোয়া চাই, আব্বাহুজুর। দোয়া চাই। (বলতে বলতে উঠে নবাবের পা ছুঁয়ে চুম্বন করবে)

নবাব মীর জাফর : (উপদেশের স্বরে) জামানা খারাপ বেটা। ইংরেজদের মতিগতি ভালো নয়। আমির ওমরাহ সেনাধ্যক্ষ, জমিদারদের আচরণও সুবিধার ঠেকছে না। যেকোনো সময় প্রজা বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠতে পারে। চারদিকে যেন জ্বলন্ত বারুদ। শুধু জ্বলবার অপেক্ষায়। (মীরনের মাথায় ডান হাত রেখে) দোয়া করছি, বেটা। তুমি কামিয়াব হও। কিন্তু সাবধান, (ক্ষণকাল মৌন থেকে) যাও, বেটা, ঘুমিয়ে পড়। যাও। (মীরন আবারও পিতার পায়ে চুম্বন দিয়ে প্রস্থান) চিন্তিত নবাব মীর জাফর পালঙ্কের শয্যায় পাশ ফিরে শোবে) (ধীরে ধীরে পর্দা পতন)

www.pathagar.com

দৃশ্য-৬

প্রেক্ষাপট : বেগম লুৎফুন নিসা ছিলেন প্রকৃতপক্ষেই এক সতীসাধ্বী বাঙালি ললনা। নারীসুলভ সকল গুণে তিনি ছিলেন পরিপূর্ণ। শাহী মহলের সর্বত্রই ছিল তার সমান দৃষ্টি। দাম্পত্যজীবনে নবাব বেগম পরস্পরকে পরিব্যপ্ত করে রেখেছিল।

নবাবের পতনের পর অরক্ষিত বেগমের অসম্মান ও শ্লীলতাহানির জন্য ক্ষমতান্ধ মীরন উঠেপড়ে লেগেছিল। প্রকৃতপক্ষে এটাও ছিল তার নিষ্ঠুরতার একটি অংশ। সিরাজের প্রেম বেগমকে সূর্যের মতো পরিব্যপ্ত করে রেখেছিল। যেখানে অন্য কারও প্রবেশের এতটুক অবকাশ ছিল না।

মীরন ছিল এমনিতেই কদর্য, ঘৃণিত ও উদ্ভট স্বভাবের। কেউ তাকে পছন্দ করত না। প্রণয়ের নামে সে বেগমের আকাশচুম্বী গুণ আর চোখ ঝলসানো রূপের সুখ্যাতি ধূলিসাৎ করার মানসে প্রণয়ের প্রহসন করেছিল। শত আঘাত ও নিপীড়নের মধ্যেও সিরাজ প্রেমে নিবেদিত বেগম ঘৃণাভরে মীরনের প্রণয় প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলেছিল, যে বেগম এতদিন হাতির পিঠে সওয়ার হয়ে অভ্যস্ত, সে আজ গাধার পিঠে সওয়ার হবে কোন দুঃখে। এ দৃশ্যে লম্পট মীরনের প্রণয় প্রস্তাবের অবতারণা করা হলো।

দৃশ্যপট : মুর্শিদাবাদের কারাপ্রকোষ্ঠ। সময়- মধ্যরাত্রি। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় জর্জরিত বেগম। শিশুকন্যা উম্মে জোহ্‌রাকে কোলে নিয়ে প্রকোষ্ঠের মাটিতে বসে হেলান দিয়ে তন্দ্রাতুর তিনি। সহসা প্রকোষ্ঠের লৌহ্ কপাট খুলে যাবে। বেগম জেগে উঠবেন। মদ্যপানে মাতাল মীরনের টলতে টলতে প্রবেশ। শঙ্কিত বেগম নিরুপায় ও নির্বিকার।

মীরন : (অস্পষ্ট, অট্টহাস্যে) হা হা হা। (জড়িয়ে) বাংলা বিহার উড়িষ্যার সম্মানিত বেগম, তা জিন্দানে কেমন আছেন? ভালো আছেন তো? (বেগম নীরব ও নির্বিকার)

মীরন : (তাচ্ছিল্যের স্বরে) গোস্বা করেছেন বুঝি। চো-চো-চো প্রাণাধিক সিরাজ এখন পরপারে। বেগম এখন বিধবা। আহা বৈধব্য সে বড় বেদনাদায়ক, তাই না সুন্দরী? (নবাবের মৃত্যু সংবাদ শুনে আঁতকে উঠবেন বেগম। অধিক শোকে পাথরের মতো নির্বিকার বসে থাকবেন। তার পাথর চোখ গলিয়ে ঝরবে অবিরল অশ্রুধারা)।

মীরন : (জড়িয়ে) বাংলা বিহার উড়িষ্যার ভবিষ্যৎ নবাব আমি। অবশ্য বেগম চাইলে আমার বেগম হতে পারেন। অমত আছে নাকি মহামান্য বেগমের। (বেগম এবারও নির্বিকার)।

www.pathagar.com

মীরন : (জড়িয়ে) আমিও বেগমকে সিরাজের মতো ভালোবাসব। (নখে চিমটি কেটে) এই এতটুকুও অসম্মান করব না। (বলতে বলতে বেগমের রক্তলালিম গালে টোকা দিতে দিতে) এ সোনার যৌবন বিফলে যেতে দেয়া যায় না সুন্দরী (বেগমকে জড়িয়ে ধরবার চেষ্টা করবে। বেগম পটাপট কয়েকটি চপেটাঘাত বসিয়ে দিবেন মীরনের গালে। বেগমের কোলের ঘুমন্ত শিশুকন্যাটি ভয়ার্ত চিৎকারে জেগে উঠবে।

বেগম : বেঈমান, লম্পট, অসহায় অবলার গায়ে হাত তুলতে তোর শারাফতে বাধে না। নীচ শুকুনের মতো তোর হীনদৃষ্টি...

মীরন : (সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে নিজ গালে হাত বুলাতে বুলাতে) বেঈমান, নীচ, শুকুন হা হা হা। বাঘিনীর তেজ এখনও কমেনি? প্রিয়তম সিরাজের স্বপ্নে এখনও বিভোর। সোজা কথায় যদি সম্মতি না হও, বেগম, সিরাজের ন্যায় তোমার ওই মদির দেহখানি বন্য জানোয়ারের আহার্য করেই ছাড়ব।

বেগম : (ক্রোধে) বেরিয়ে যা, বেরিয়ে যা শয়তান, ছুঁচো বদমাইশ কোথাকার। যে বেগম এতদিন হাতিতে সওয়ার হয়ে এসেছে, কোন দুঃখে সে এখন গর্দভের পিঠে সওয়ার হতে যাবে? বেরিয়ে যা, লম্পট, নইলে চিৎকার দিয়ে দ্বাররক্ষীদের ডাকব।

মীরন : (স্বক্রোধে, এক ঝটকায় বেগমের কোল হতে শিশুকন্যাকে ছিনিয়ে নিয়ে অন্য হাতে শাণিত কৃপাণ বের করে) গর্বিতা বেগম। যদি সোজা কথায় রাজি না হও, তোমার চোখের সামনে তোমার কলিজার টুকরাকে কেটে কেটে শত খণ্ড করে ফেলব। (বলতে বলতে কৃপাণ চালনার ভঙ্গিতে উদ্যত হলে শিশুকন্যাটি মা মা বলে আর্তচিৎকার করে কেঁদে উঠবে)।

বেগম : (উঠে দাঁড়িয়ে দু হাত তুলে ঊর্ধ্বমুখী হয়ে) হে জগদীশ হে সদাচৈতন্য। তুমি কি দেখছ না, আর কত আঘাত দিবে দয়াময়। আর কত খেলবে নিঠুর খেলা। বাংলার মাটিতে কি একটি মানুষও জীবিত নেই? বাংলার আকাশে কি আর সূর্য ওঠে না? চন্দ্র হাসে না? একটি বিবেকও কি জাগ্রত নাই? অন্ধকার কেবল নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকারে কি ডুবে আছে সমগ্র বাংলার দীনবন্ধু? দয়া কর নাথ? দয়া কর...

(বেগম তন্ময় হয়ে থাকবে)

মীরন : (বেগমের দিকে দেখতে দেখতে) চমৎকার, চমৎকার অভিনয় জানো সুন্দরী। তাই তো তুমি নারী কুলের ভূষণ। তাই তো আমি তোমাকে চাই। মিছে মিছি সিরাজের স্মৃতি সম্বল করে এ স্বর্ণকান্তি মদির দেহ তিলে তিলে পচিয়ে কি লাভ, বলো। সে তো আর ফিরে আসবে না, বুদ্ধিমতী।

বেগম : (রুদ্রমূর্তি ধারণ করে) বেরিয়ে যাও, মাতাল। নইলে চিৎকার দিয়ে কারারক্ষী সৈন্যদের ডেকে আনব, যাও বেরিয়ে যাও।

www.pathagar.com

মীরন : (মুচকি হেসে) সে গুঁড়েবালি সুন্দরী। কেউ আসবে না, তোমায় রক্ষা করতে। আমি বাংলার ভাবী নবাব, আমি তোমাকে চাই। ভেবে দেখো, একদিকে সিরাজের পচা প্রেম আবাহন, অন্যদিকে মীরন বাহাদুরের মহিষী হওয়ার আমন্ত্রণ। একদিকে তোমার আনন্দময় জীবন, অন্যদিকে বীভৎস মরণ। যে কোনো একটি তোমাকে বেছে নিতেই হবে। তোমাকে ভাববার সময় দিয়ে গেলাম, বেগম। আবার দেখা হবে। বি-দা-য়। (দম্ভভাবে মীরনের প্রস্থান)

বেগম : (মীরনের যাত্রাপথে চেয়ে, দুহাত উর্ধ্বে তুলে প্রার্থনার ভঙ্গিতে) সবই তো নিয়েছ নাথ। শুধু সম্ভ্রমটুকু বাকি। ওটুকু কেড়ে নিয়ে নিঃস্ব কর না প্রভু। সিরাজের পবিত্র স্মৃতি নিয়ে আমায় বাঁচতে দাও, বাঁচতে দাও, বাঁচতে দাও প্রভু।

(বেগম হাতের তালুতে মুখ ঢেকে কাঁদতে থাকবে। শিশুকন্যা উম্মে জোহ্‌রা মায়ের আঁচল ধরে টানতে টানতে) মা- মা তুমি কাঁদছ কেন, মা। আব্বা কোথায় মা, চল- আমরা আব্বার কাছে যাই। (বেগম আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে কন্যাকে বুকে তুলে নিয়ে জড়িয়ে ধরবেন) (পর্দা পতন)।

দৃশ্য-৭

প্রেক্ষাপট : নীলনকশা অনুযায়ী এবার মীরনের শ্যেনদৃষ্টি পড়ে নবাব ভ্রাতা সুদর্শন কিশোর মির্জা মেহেদী একরামউদ্দৌলা ও নবাবের শিশুপুত্র মির্জা মুরাদউদ্দৌলার প্রতি। ঐতিহাসিক সত্য যে তার আগে নবাব পরিবারের সতেরজন সদস্যকে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে খাদ্যে বিষ প্রয়োগে হত্যা করে নরঘাতক মীরন। তাছাড়া অন্যদের চরমভাবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেছিল নিষ্ঠুর মীরন।

সত্য যে, নবাব মীর জাফর স্বয়ং উপস্থিত থেকে মিথ্যা অভিযোগে নবাব ভ্রাতা সুদর্শন মির্জা মেহেদীকে দুপ্রস্থ তক্তায় পিষে মেরেছিলেন। মসনদ নিরাপদ করার মানসে ঠাণ্ডা মাথায় একের পর এক হত্যাকাণ্ড চালানো হয়েছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।

চলতি দৃশ্যে ভবিষ্যৎ মসনদের উত্তরাধিকারী তিন শাহজাদা, সিরাজভ্রাতা কিশোর মির্জা মেহেদী, মির্জা একরামউদ্দৌলা ও সিরাজের সাত বছরের পুত্র মির্জা মুরাদউদ্দৌলাকে একসঙ্গে হত্যার অবতারণা করা হলো।

দৃশ্যপট : মুর্শিদাবাদ। বধ্যভূমি। চারদিক শত মৃতের হাড়গোড় ইতস্তত, ছাড়ানো ছিটানো। বীভৎস পূঁতিগন্ধময় পরিবেশ মাংসাশী শিয়াল, কুকুর ও বন্যশূকরের নির্ভয় বিচরণক্ষেত্র। ভীতিপ্রদ উদ্ভট তাদের চিৎকার। পর্দা

www.pathagar.com

অপসারিত হলে দেখা যাবে, পেছনে হাত মোড়া চোখ বাঁধা নবাব পুত্র মির্জা মুরাদউদ্দৌলা ও নবাব ভ্রাতা মির্জা মেহেদী এবং মির্জা একরামউদ্দৌলা পাশাপাশি হাঁটু গেড়ে বসা। সকলের মস্তক অবনত। পাশে যমদূতাকৃতি তিনজন ঘাতক উদ্যত খড়্গ হাতে দণ্ডায়মান। সময়– সায়াহ্ন।

(অতিরিক্ত মদ্যপানে মাতাল মীরন ও মোহাম্মদী বেগের জড়াজড়ি অবস্থায় প্রবেশ)

মীরন : (অপ্রকৃতিস্থভাবে জড়িয়ে জড়িয়ে মোহাম্মদী বেগের উদ্দেশে) এই শালা বিল্লিকা বাচ্চা বিল্লি। তুই শালা আমার গায়ে হাত তুলেছিস, জানিস শালা, আমি কে?

মোহাম্মদী বেগ : (অপ্রকৃতিস্থভাবে হাতের পিঠে মুখের লোল মুছে হাত ঝাড়া দিয়ে) আরে, রাখ শালা। এই হাতে নবাব সিরাজকে হত্যা করেছি। আর তুই শালা ইঁদুরের বাচ্চা, ইঁদুর...।

মির্জা মেহেদী ও একরামউদ্দৌলা : (সমস্বরে) ভাইয়া নেই।

মির্জা মুরাদউদ্দৌলা : আব্বু নেই।

(তারা এক সাথে কেঁদে উঠবে)।

মীরন : (কান্না শুনে, মাথা ঝাঁকিয়ে টালমাটাল অবস্থায়) কে বাবা তোরা? কাঁদছিস কেন? তোদের মা মরেছে। আপদ গেছে। আমি- আমি তোদের মা। আমি তোদের আদর করে বুকের দুধ খাওয়াবো। (বলতে বলতে মা বাচ্চাকে দুখ খাওয়ানোর ভঙ্গি করে) খাও, বাছা, দুধ খাও। পেট ভরে দুখ খাও।

মোহাম্মদী বেগ : (মীরনকে স্বজোরে ধাক্কা দিয়ে) এই শা-লা। তুই মেয়া মানুষ নাকি দুধ খাওয়াবি।

মীরন : (সবেগে মোহাম্মদী বেগকে ঘুষি মেরে) অ্যাঁ, মেয়া মানুষ। আমি মেয়া মানুষ? (হাত ঝেড়ে) আলবত, মেয়া মানুষ। তাতে তোর বাপের কি, শালা। আমি যা ইচ্ছা তাই হই। তুই শালা, বলবার কে? এ্যা, এ্যা।

মির্জা মুরাদউদ্দৌলা : মীরন ভাইয়া ও মীরন ভাইয়া। আমাদের বাঁচাও ভাইয়া, বড় ভয় করছে।

মির্জা মেহেদী ও মির্জা একরামউদ্দৌলা : (সমস্বরে) বেগ ভাইয়া, এরা আমাদের মেরে ফেলবে। আমাদের বাঁচাও, ভাইয়া।

মীরন : (উৎকর্ণ হয়ে টলতে টলতে) কাকু, ভাইয়া। এই বেটা, কোটালের বাচ্ছা কোটাল। দেখ তো বেটা কে ওখানে কুকুরের বাচ্ছার মতো ভেউ ভেউ করে কাঁদছে।

মোহাম্মদী বেগ : (অপেক্ষাকৃত প্রকৃতিস্থ হয়ে- ঠাহর করে শাহজাদাকে দেখতে পেয়ে) কোথায় শালা কুকুর ছানা? এ যে দেখছি শাহজাদা মুরাদ, মেহেদী ও একরাম ভেউ ভেউ করে কাঁদছে।

www.pathagar.com

মির্জা মুরাদউদ্দৌলা : (কাঁদতে কাঁদতে) বেগ কাকু ও বেগ কাকু। বড় ভয় করছে কাকু। আমাকে আমার আব্বার নিকট পৌছে দাও।

মির্জা মেহেদী ও মির্জা একরামউদ্দৌলা : (সমস্বরে কাঁদতে কাঁদতে) আমাদের বাঁচাও, ভাইয়া। তোমার পায়ে পড়ি, আমাদের ভাইয়ার কাছে নিয়ে যাও।

মীরন : (চোখ বিস্ফোরিত করে) এ্যা? পিচ্চি শাহজাদা? নাগ থেকে নাগ শিশুর বিষ- সে বড় ভঙ্কর। দে শালাদের সাবাড় করে দে।

মোহাম্মদী বেগ : (এগিয়ে গিয়ে তাচ্ছিল্য স্বরে নবাবজাদাদের প্রতি) আব্বুর কাছে যাবে, ভাইয়ার কাছে যাবে, তাই না? তা যাবে এক্ষুনি যাবে। (ঘাতকদের প্রতি) এ বেটা চাড়ালের বাচ্চা চাড়াল, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিস কি? এদের এখনই নবাব সিরাজউদ্দৌলার কাছে পাঠিয়ে দে।

ঘাতকগণ : (চোখ মুছতে মুছতে) বাছারা, এইখানে মাথা ঠুকে চুপ করে বসে থাক। তোমাদের এখনই নবাবের নিকট পৌছে দিব। কাতরায় মাথা ঠেকিয়ে থাক- ব্যস, ব্যস।

মির্জা মুরাদদৌলা : আব্বার নিকট পৌছে দেবে? (বলতে বলতে কাতরায় মাথা ঠেকিয়ে শান্তভাবে বসে থাকবে। নবাবের নিরাপদ আশ্রয়ের প্রত্যাশায় মির্জা মেহেদী ও মির্জা একরামও কাতরায় মাথা ঠেকিয়ে বসে থাকবে)

ঘাতকগণ : (এক সাথে খড়গ উত্তোলিত করে) জয় মা কালি কাত্যায়িনী, পাপ তাপ হারিণী, মা তারার জয়।

(এক সাথে তিন নবাবজাদার মস্তক দ্বিখণ্ডিত করবে। খণ্ডিত মস্তকত্রয় মাটিতে পড়ে তড়পাতে থাকবে। ঘাতক ত্রয়ের প্রস্থান)

মীরন : (খণ্ডিত নবাবজাদাদের প্রতি তাকিয়ে) সাবাস, সাবাস (অন্তরীক্ষে চেয়ে) মসনদ নিষ্কণ্টক। এবার আমেনা বেগম ও ঘষেটি বেগম- প্রস্তুত হও। মীরনের মরণ ছোবল এবার তোমাদের প্রতি- হা হা হা। হাসি থামিয়ে- উদ্যত বেগম, আর কতদিন ফণা তুলে থাকবি? বাংলার ভাবী নবাব মীরন জানে, কীভাবে ফণা থেকে বিষকণা তুলে নিতে হয়। সেদিন আর বেশি দূরে নয়- সুন্দরী। হা হা হা। কেল্লা ফতে। চল্, বেগ চল্।

(উভয়ের প্রস্থান। পর্দা পতন।

দৃশ্য-৮

প্রেক্ষাপট : নবাব মীর জাফর সিংহাসনে আরোহণের পর হতে অসন্তোষের সূত্রপাত ঘটতে থাকে। মীর জাফরের ইংরেজ তোষণনীতির ফলে অল্পদিনেই আমির, ওমরাহ, সেনাধ্যক্ষ দেশীয় জমিদারগণ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। নবাব হয়ে পড়েন অন্তঃসারশূন্য ও পুতুলসর্বস্ব। মূল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা চলে যায় ইংরেজদের

www.pathagar.com

হাতে। জ্বলন্ত বারুদের মতো হয়ে পড়ে গোটা দেশ। এখানে ওখানে ঘটতে থাকে স্বেচ্ছাচারিতা ও বিদ্রোহ।
সর্বোপরি মীরনের মাত্রাতিরিক্ত সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড জনমনে অসন্তোষের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। দৃশ্যত নবাব হয়ে পড়েন দেউলিয়া ও খেলনাস্বরূপ। এ দৃশ্যে নবাবের প্রতি অন্তঃসারশূন্যতার প্রতিভাষ পরিস্ফুট।

দৃশ্যপট : মুর্শিদাবাদ। জাফরগঞ্জ প্রাসাদ। দরবার কক্ষে আমির, ওমরাহ্, সেনাধ্যক্ষ, আমত্য ও রাজকর্মচারীবৃন্দ নিজ নিজ আসনে সমাসীন। বিউগল বেজে উঠবে। উচ্চস্বরে নবাবের আগমন বার্তা ঘোষিত হবে।
নকীব : (উচ্চস্বরে) হুঁশিয়ার। হুঁশিয়ার। নবাব সুজাউলমূলক হিশামউদ্দৌলা মোহাম্মদ মীর জাফর আলী খাঁ মহব্বৎ জঙ্গ বাহাদুর...। (ধীরে ধীরে প্রবেশ। সকলে একসঙ্গে উঠে কুর্নিশ করবে। নবাব সিংহাসনে উপবেশন করলে পুনরায় সকলে নিজ নিজ আসনে সমাসীন হবেন)।
নবাব মীর জাফর : (সকলের প্রতি দৃষ্টি ফিরায়ে, ওমরাহ্ মির্জা সামসুদ্দিনের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে ক্ষুব্ধ স্বরে) মির্জা সামসুদ্দিন?
ওমরাহ্ মির্জা সামসুদ্দিন : (উঠে অভিবাদন করে) বান্দা হাজির, জাহাপনা।
নবাব মীর জাফর : (স্বক্রোধে গম্ভীর স্বরে) আপনি শাহী কানুন উপেক্ষা করে নবাবের প্রতি অবমাননাকর মন্তব্য করেছেন, এ কথা কি সত্য নয়?
ওমরাহ্ মির্জা সামসুদ্দিন : (আকাশ থেকে পড়ার ভান করে) কবে, কোথায়, কখন? আমি মহামান্য নবাবের প্রতি অবমাননাকর মন্তব্য করেছি? তোবা তোবা তোবা। একি কদাচ হতে পারে? আলী জাঁ। আপনি হলেন গিয়ে বাংলার নবাব, আর আমি একজন গোনাগার কাকছার গরিব ওমরাহ্। আপনার অপমান করব কোন সাহসে, খোদাবন্দ।
নবাব মীর জাফর : আপনি নবাবের বিরুদ্ধে মিথ্যে রটনা করেছেন? নবাবকে ক্লাইভের গর্দভ বলে উপহাস করেছেন, এ অভিযোগ কি মিথ্যে। (দরবারে উপস্থিত সকলে মুখ টিপে হাসছে)
ওমরাহ্ মির্জা সামসুদ্দিন : (স্ববিস্ময়ে) লা হাওলা ওয়ালা কুয়াতা। আলবৎ মিথ্যা, আলী জাঁ। কেউ হয়তো মিথ্যা অপপ্রচারে জাঁহাপনার কান ভারী করে তুলে থাকবেন, আলী জাঁ। আর বিশেষত-
নবাব মীর জাফর : (তারস্বরে) বিশেষতটা কি মির্জা?
ওমরাহ্ মির্জা সামসুদ্দিন : (হাত কচলাতে কচলাতে) বিশেষত যে গর্দভের পিঠে মহামান্য রবার্ট ক্লাইভ দিনে সাতবার সওয়ার হন, সে গর্দভকে আমি অসম্মান করব কোন সাহসে। একি কখনও সম্ভব, নবাব বাহাদুর। আপনিই বলুন, সম্ভব?

www.pathagar.com

নবাব মীর জাফর : (ক্রোধে) মির্জা সামসুদ্দিন।

ওমরা মির্জা সামসুদ্দিন : (শশব্যস্ততার সাথে) বান্দা হাজির, খোদাবন্দ।

নবাব মীর জাফর : প্রকাশ্য দরবারে নবাবের প্রতি উপহাসের শাস্তি কি জানেন?

ওমরাহ মির্জা সামসুদ্দিন : (বিনীত কণ্ঠে) জানি বৈকি, পরওয়ার দিগার–

নবাব মীর জাফর : (মাথা দোলাতে দোলাতে) আপনি একজন প্রবীণ ওমরাহ। প্রয়াত নবাব সিরাজউদ্দৌলার একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। বর্তমান নবাবের প্রতি আপনার আনুগত্য সংশয়পূর্ণ। তাই আপনার আনুগত্য পরীক্ষাধীন। প্রবীণ ওমরাহ বলে এ যাত্রায় মার্জনা করে দিলাম। বারান্তরে আপনার এ ধৃষ্টতা বরদাশত করা হবে না।

(নবাব এবার দরবারের অন্যদের উদ্দেশে) আমত্য সভাসদ। পূর্ণিয়ার নবাব বিদ্রোহ করেছে। সে বিদ্রোহ দমনে আগামীকল্য মীরন যুদ্ধযাত্রা করবে। সঙ্গে থাকবে মোহাম্মদী বেগ। এদের সহযোগিতায় থাকবে ক্যাপ্টেন নক্ক-এর নেতৃত্বে সুশিক্ষিত ইংরেজ সেনাদল। তাই দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হলো। আপনারা নিজ নিজ সেনাদলসহ সদা প্রস্তুত থাকুন। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এ আদেশ বলবৎ থাকবে। আজকের মতো দরবার মুলতবি করা হলো। (বলতে বলতে নবাব অন্দরে যাবার উদ্যোগ নেবেন। বিদায় সুর বিউগলে বেজে উঠবে। নকীব ঘোষণা দেবেন। সকলে উঠে দাঁড়িয়ে কুর্নিশ করবে। নবাব ধীরে ধীরে অন্দরে অদৃশ্য হয়ে যাবেন) (পর্দা পতন)।

দৃশ্য-৯

প্রেক্ষাপট : নীলনকশা অনুযায়ী মীরনের দৃষ্টি পড়ে আলীবর্দীর দুই তনয়া সিরাজ মাতা আমেনা বেগম ও ঘষেটি বেগমের প্রতি। সিরাজের পতন ও নিধনের পর এ দু বোনকে ঢাকার জিনজিরার জজিরা মহলে অন্তরীণ রাখা হয়েছিল। জজিরা মহল মূলত জেনানা জিন্দান। দুর্ভাগ্যক্রমে দু বোনকে এ জিন্দানে একত্রে থাকতে হয়।

ঢাকার ফৌজদার তখন জেসারত খাঁ। তিনি নবাব আলীবর্দী ও নবাব সিরাজউদ্দৌলার বিশ্বাসভাজন ভক্ত ছিলেন। পট পরিবর্তনের পর মীরন পত্র মারফত এ দুই বোনকে নিঃশব্দে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য জেসারতকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু জেসারত সে নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে জেসারত ছিল মীরনের হত্যার তালিকাভুক্ত।

পূর্ণিয়া থেকে মীরন এবার শঠতার আশ্রয় নেয়। আলীবর্দীর এ দুই কন্যাকে একসঙ্গে সলিল সমাধি প্রদান করেন। চলতি দৃশ্যে সে ষড়যন্ত্রের প্রতিভাস পরিস্ফুট।

www.pathagar.com

দৃশ্যপট : পূর্ণিয়ার বিদ্রোহী খাদিম হোসেনের পশ্চাৎধাবনকারী যৌথ বাহিনীর সেনাশিবির। শিবিরে মদ্যমাতাল মীরন সুন্দরী নর্তকী পরিবেষ্টিত। নূপুরের নিক্কণ আর তবলার বোলের মধ্যে বুঁদ হয়ে আছে।

(দ্বাররক্ষীর প্রবেশ)।

দ্বাররক্ষী : বন্দেগী, নবাবজাদা।

মীরন : (অস্পষ্ট জড়তায়) কি সংবাদ, প্রহরী?

দ্বাররক্ষী : সেনাধ্যক্ষ আলী বাকের।

মীরন : আলী বাকের? পাঠিয়ে দাও।

(দ্বাররক্ষীর প্রস্থান। ক্ষণপরে আলী বাকেরের প্রবেশ)

আলী বাকের : তছলিম হয়, নবাবজাদা। এ বান্দার স্মরণ নিয়েছেন জনাব।

মীরন : (জড়িয়ে জড়িয়ে) এসো, আলী বাকের, (নর্তকীদের প্রতি) এই চিড়িয়ার দল, পাশের তাঁবুতে বিশ্রাম লও, যাও।

(নূপুর বাজিয়ে কোমর দুলিয়ে ঝুমুর ঝুমুর শব্দ তুলে নর্তকীদের প্রস্থান। আলী বাকের কামার্ত দৃষ্টিতে সেদিকে দেখতে থাকবে)।

মীরন : আলী বাকের।

আলী বাকের : (সম্বিত ফিরে) আজ্ঞা হয়, নবাবজাদা।

মীরন : (আলী বাকেরের প্রতি দৃষ্টি রেখে) আমি জানি, আলী বাকের, তুমি পারবে, তাই তো তোমাকে স্মরণ করেছি।

আলী বাকের : আজ্ঞা হয়, নবাবজাদা।

মীরন : নাফরমান জেসারতকে তুমি ছাড়া কার সাধ্য জব্দ করে। কার এমন বুকের পাটা। শোন, (চাপা কণ্ঠে) কার্য সমাধা হলে তোমাকে মনসুরদারি এনায়েত করব। তাছাড়াও লাখ টাকা ইনাম। বলো, সম্মত?

আলী বাকের : আগে কাজের কথা বলুন, নবাবজাদা। (বুক ফুলিয়ে) দুনিয়াতে হেন কাজ নেই যা এ বান্দা করতে পারে না।

মীরন : (আতিশয্যে) সাবাস! মারহাবা। আলী বাকের। আমি রত্ন চিনতে ভুল করিনি। (নিকটে এসো- মুখে আঙুল দিয়ে শিষ দেওয়ার ভঙ্গিতে) সাবধান, দেয়ালেরও কান আছে। আলী বাকের আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে) তুমি ঢাকার জিঞ্জিরা মহল চেন?

আলী বাকের : (সম্মতিসূচক মাথা দুলিয়ে) আলবৎ চিনি নবাবজাদা। জিঞ্জিরা মহল হলো অন্ধকূপ জেনানা জিন্দান। বেগমদের সেখানে বন্দি করে রাখা হয়। সরফরাজ ও আলীকুলীর বিধবা বেগমদের এখানেই রাখা হয়েছিল। আর বর্তমানে সেখানে সিরাজমাতা আমেনা বেগম ও ঘষেটি বেগমকে অন্তরীণ রাখা হয়েছে– নবাবজাদা

www.pathagar.com

মীরন : (উচ্ছ্বাসে) কামিয়াব আলী যাকের। কামিয়াব। তোমার অভিজ্ঞতার তারিফ করতে হয়। সত্যিই তুমি কাজের লোক। চার হাজার সশস্ত্র যোদ্ধাসহ তুমি ঢাকার উদ্দেশে রওনা হবে। ঢাকার ফৌজদার জেসারতকে আমার এ পত্র দিবে। যদি স্বেচ্ছায় বেগমদ্বয়কে তোমার হাতে তুলে না দেয়, তবে যুদ্ধ করে নাফরমান জেসারতকে বন্দি করে পূর্ণিয়ায় নিয়ে আসবে। তারপর বেগমদ্বয়কে...।

আলী বাকের : (মুখের কথা না ফুরাতেই) আলবৎ, নবাবজাদা। কার্য সমাধা করেই এ বান্দা ফিরে আসবে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। তবে, আমার ইনামটা যেন...।

মীরন : আরে হাকিম নড়ে তবুও হুকুম নড়ে না। আমি হলাম গিয়ে বাংলা বিহার উড়িষ্যার ভাবী নবাব। তোমার ইনামের এক চুলও এদিক ওদিকে হবে না। (চাপা কণ্ঠে ফিসফিস করে) বেগমদ্বয়কে বজরায় তুলে নিয়ে মুর্শিদাবাদের দিকে রওনা দেবে। মাঝিদেরকে উৎকোচে বশীভূত করে বজরার পাটাতনে বিশেষ ব্যবস্থায় একখণ্ড কাঠ লাগিয়ে রাখবে। মাঝ পদ্মায় বেগমদ্বয়কে সলিল সমাধি করিয়ে ফিরে আসবে। ঠিকমতো সব সমাধা করে আসবে। মনে রাখবে, যেন এক চুলও নড়চড় না হয়। (বালিশের তলা থেকে এক বান্ডেল টাকা বের করে) এই লও আগাম পঞ্চাশ হাজার, বান্ডেলটি ছুড়ে মারবে)।

আলী বাকের : (লুফে নিয়ে চুমো খেয়ে) এ তো থুড়ি ছুঁচো মারা কাজ। নবাবজাদা। কার্য সমাধা করেই ফিরে আসব। তবে, ইনামের ওয়াদা যেন ঠিক থাকে, ব্যস। হাত তুলে বিদায়ের ভঙ্গিতে) আল বিদা। নবাবজাদা। আল বিদা।

(আলী বাকেরের প্রস্থান)।

মীরন : (আলী বাকেরের যাত্রাপথ চেয়ে) হা হা হা। বাজিমাত। এক এক করে পথের কাঁটা দুহাতে সরিয়ে তারপর বৃদ্ধ ও অথর্ব নবাবকে প্রাসাদবন্দি করে আমি হব নবাব হাকিমুল মুলক গনিউদ্দৌলা মোহাম্মদ মীরন সহবৎ জঙ্গ বাহাদুর। তারপর (ক্ষণকাল চিন্তা করে) তারপর ওই নয়ন মনোহারিণী স্বপ্নচারিণী গর্বিতা বেগম লুৎফুননিসা। হো- হো-হো, হা হা হা। (রসিয়ে রসিয়ে হাসতে থাকবে। পরে হাসি থামিয়ে) এই কে আছিস?

(দ্বাররক্ষীর প্রবেশ)

দ্বাররক্ষী : বান্দা, হুকুমের ইন্তেজার, নবাবজাদা?

মীরন : তোফা সিরাজী আওর বাঈজি লও।

দ্বাররক্ষী : জো হুকুম নবাবজাদা। (দ্বাররক্ষীর প্রস্থান)

www.pathagar.com

(ক্ষণকাল পরে সিরাজীসহ বাঈজিদের প্রবেশ। নীল সিরাজীর পূর্ণ পেয়ালা মীরনের সম্মুখে ধরে বাঁকা চোখের চাহনি হানতে থাকবে সাকি। অতঃপর পূর্ণ পেয়ালা পান করে বুদ হবে মীরন)

মীরন : (রক্তচক্ষু মেলে মুখের লোল মুছতে মুছতে) নাচ, গাও। (সুরা পান ও নাচ-গান চলতে থাকবে বেসুমার) (পর্দা পতন)।

দৃশ্য-১০

প্রেক্ষাপট : মীর জাফর মসনদে আরোহণের পর হতে চুক্তি মতে ইংরেজরা নবাব মীর জাফরের উপর অর্থের চাপ দিতে থাকে। কিন্তু সে অর্থ পরিশোধের সামর্থ্য নবাব মীর জাফরের না থাকায় তিনি নানা টালবাহানায় কালক্ষেপণ করতে থাকেন। ইংরেজরাও নাছোড়বান্দা। তারা অর্থের জন্য মীর জাফরকে উপর্যুপরি চাপ প্রয়োগ করে তাকে বিব্রত করতে থাকে। এভাবে ১৭৫৭ থেকে ১৭৬০ পর্যন্ত পৌঁছায়।

অবশেষে ইংরেজরা নবাব উৎখাতের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। এ দৃশ্যে ইংরেজদের অর্থের চাপ প্রয়োগ ও মীর জাফরের অসহিষ্ণু প্রতিক্রিয়া পরিস্ফুট।

দৃশ্যপট : মুর্শিদাবাদ। জাফরগঞ্জ প্রাসাদ। দরবার কক্ষ। পাত্র, মিত্র, সভাসদ পরিবেষ্টিত নবাব। সময়- দিবসের পূর্বাহ্ন। এ সময় একজন ইংরেজ দূতের প্রবেশ। হাতে একখানা পত্র।

ইংরেজ দূত : (বিলাতি কায়দায় স্যালুট করে) ইওর এক্সিলেন্সি, হিয়ারস এ লেটার ফ্রম রবার্ট ক্লাইভ। টেক ইট, প্লিজ।

(নবাবকে পত্র হস্তান্তর করলে, নবাব পত্র খুলে পড়বেন)

নবাব মীর জাফর : (পাঠান্তে, স্বক্রোধে) অসহ্য। অবমাননাকর। ইংরেজদের ঔদ্ধত্য সীমা লজ্মন করেছে। (দূতের দিকে চেয়ে) দূত? বন্ধুত্বের সুবাদে তোমাদের অনেক অপমান সহ্য করেছি। এন্তার উপঢৌকন আর উৎকোচ দিয়েছি। বিনা শুল্কে এ দেশে বাণিজ্য সুবিধা দিয়েছি। তবুও তোমাদের পেট ভরে না। এত ঘৃণ্য তোমরা? একটা স্বাধীন নবাবকে ভয় দেখিয়ে শাসন করতে চাও? এত দুঃসাহস তোমরা কোথায় পেলে? যাও, দূত রবার্ট ক্লাইভকে বল, এ পত্রের প্রস্তাব নবাব প্রত্যাখ্যান করছে। যাও। এ মুহূর্তে দরবার ত্যাগ করো।

ইংরেজ দূত : ইওর এক্সিলেন্সি, কাজটি ভালো করিলে না। এর পরিণাম বড় ভালো হইবে না।

নবাব মীর জাফর : (উত্তেজিত কণ্ঠে) কিসে ভালো আর কিসে মন্দ, সেটা একান্ত আমার ব্যাপার। তোমরা বিদেশি, তোমাদের সে বিষয়ে নাক গলিয়ে

www.pathagar.com

কাজ নাই। তোমাদের সীমাহীন দুর্ব্যবহার সহ্য করেছি। কিন্তু আর না। যাও, বেরিয়ে যাও বলছি।

(ক্রোধে কটমট চেয়ে স্বদম্ভে ইংরেজ দূতের প্রস্থান)

(নবাব সভাসদবর্গের প্রতি চেয়ে) প্রিয়, আমত্য সভাসদ। ইংরেজদের অযৌক্তিক দাবি ও সীমাহীন ঔদ্ধত্য অনেক সহ্য করেছি। কিন্তু আর না। বিহিত একটা করতেই হবে। আজকের মতো দরবার মুলতবি করা হলো।

(সকলে উঠে কুর্নিশ করে একে একে প্রস্থান। নবাব ধীরে ধীরে অন্দরের দিকে অদৃশ্য হবে) (পর্দা পতন)।

দৃশ্য-১১

প্রেক্ষাপট : নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরিবারের প্রতি নির্বিচার নিপীড়ন ও অবমাননায় বহু দেশি জমিদার, আমির, ওমরাহ, সেনাধ্যক্ষ ও প্রজাসাধারণের মনে নীরব অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠেছিল। নব্য শাসক চক্র বিশেষত মীরন তা আঁচ করতে পেরেছিল। তাই গণঅসন্তোষ ও অভ্যুত্থান এড়াবার জন্য মীরন কূটজালের আশ্রয় নিয়ে শঠতার মাধ্যমে সিরাজ মাতা আমেনা বেগম ও ঘষেটি বেগমকে পদ্মাগর্ভে জীবন্ত সলিল সমাধি প্রদান করে। চলতি দৃশ্যে সে শঠতার অবতারণা করা হলো।

দৃশ্যপট : ঢাকার মতিঝিল প্রাসাদ। সময়- সকাল। দরবার কক্ষে ফৌজদার জেসারত খাঁ একাকী পদচারণা করছেন।

(জনৈক সৈনিকের প্রবেশ)

সৈনিক : (তছলিম জানিয়ে) জনাব।

জেসারত খাঁ : (ফিরে) কি সংবাদ সৈনিক?

সৈনিক : পূর্ণিয়া থেকে আলী বাকের প্রায় চার সহস্রাধিক সশস্ত্র সৈন্যসহ ঢাকার উপকণ্ঠে উপস্থিত। আমাদের বাহিনী আলী বাকেরের অগ্রযাত্রা স্তব্ধ করে মুখোমুখি অবস্থান করছে। বাহিনী আপনার আদেশের অপেক্ষায় জনাব।

জেসারত খাঁ : (ভ্রূ কুঁচকে) আলী বাকেরের আকস্মিক আগমনের হেতু?

সৈনিক : জানা যায়নি জনাব। তবে আলী বাকের আপনার সাক্ষাৎ প্রার্থী।

জেসারত খাঁ : উত্তম, আলী বাকেরকে সসম্মানে এখানে হাজির করো

সৈনিক : (তছলিম অন্তে) যথা আজ্ঞা, জনাব।

(সৈনিকের প্রস্থান)

(ক্ষণপরে আলী বাকেরের প্রবেশ)

www.pathagar.com

জেসারত খাঁ : (আলী বাকেরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে) কী খবর? দোস্ত। বিনা এন্তেজায় সৈন্যসহ ঢাকায় আগমনের হেতু জানতে পারি কি?
আলী বাকের : (স্মিত হেসে) নবাবজাদা মীরন বাহাদুরের ফরমান নিয়ে এসেছি। (হাত বাড়িয়ে) এই নাও, ফরমান (ফরমান হস্তান্তর করে)।
জেসারত খাঁ : (হাত বাড়িয়ে ফরমান নিতে নিতে) তা এত সশস্ত্র বহর কেন? (ফরমান খুলে পড়বে)।
ফৌজদার জেসারত,
সিরাজ মাতা আমেনা বেগম ও ঘষেটি বেগমদ্বয় জজিরা মহলে অন্তরীণ থাকায় নবাব নাখোশ। এ ফরমান পাওয়া মাত্র বেগমদ্বয়কে আলী বাকেরের হেফাজতে মুর্শিদাবাদে প্রেরণের ব্যবস্থা করবে। বিষয়টি অতীব জরুরি।
ইতি-
নবাবজাদা মীরন
পূর্ণিয়া

(ফরমান পাঠান্তে, স্বগতোক্তিতে) বেগমদ্বয়কে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিল মীরন। এখন আবার সসম্মানে মুর্শিদাবাদে প্রেরণ। বিষয়টি তো পরিষ্কার নয়। তাছাড়া ফরমানটি আসা উচিত ছিল মুর্শিদাবাদ থেকে, পূর্ণিয়া থেকে কেন? চার সহস্রাধিক সশস্ত্র সৈন্য। বড় ঘোলাটে মনে হচ্ছে। (আলী বাকেরের দিকে ফিরে, ফরমানটি নাকে শুকে) দোস্ত, এ ফরমানে আমি ষড়যন্ত্রের গন্ধ পাচ্ছি। তবে এ মুহূর্তে আমি ঝামেলায় জড়াতে চাই না। স্বেচ্ছায় নয়, অনিচ্ছায়– বেগমদ্বয়কে তোমার হাতে তুলে দিলাম।
আলী বাকের : (মুচকি হেসে) এতে ইচ্ছা-অনিচ্ছার কি আছে– দোস্ত? আমরা হুকুম তামিল করছি মাত্র। দেখ বেগমদ্বয়কে আমি কেমন আজিমের সাথে মুর্শিদাবাদে পৌঁছে দিই। (আলী বাকেরের প্রস্থান)।
(দৃশ্য পতন)

দৃশ্য-১২
প্রেক্ষাপট : পাঞ্জাবের অধিবাসী আমীন চাঁদ। নবাব আলীবর্দীর সেনাদলে ভিড়ে প্রথম বাংলায় এসেছিলেন। প্রথমে শেঠদের দেওয়ান নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি পরিচ্ছন্ন বাংলা ও ইংরেজি জানতেন। শেঠরা আমীন চাঁদের মাধ্যমে ইংরেজদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলেন। নবাব সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের প্রধান হোতাও আমীন চাঁদ।
তার ছিল লগ্নি কারবার। তাকে কখনও দেখা যেত ইংরেজদের সাথে গ্রামে গ্রামে দাদন বিলাতে। আবার কখনও দেখা যেত নবাবের সাথে ঘনিষ্ঠজন

www.pathagar.com

হিসেবে। আমীন চাঁদ ছিলেন অতিশয় ধূর্ত, লোভী, স্বার্থপর ও সফল কূটনীতিবিদ। ঐতিহাসিক অক্ষয় কুমার তাকে ধূর্ত বাঙালি উপনামে যথার্থই আখ্যায়িত করেছেন।

তার নিপুণ কূটনীতির কারণে নবাব উৎখাতের ষড়যন্ত্র বেগবান হয়। অবশেষে নবাবের পতন অনিবার্য হয়ে ওঠে আমীন চাঁদের কূটকৌশলে। শেঠদের মধ্যে যেমন জগৎশেঠ, বণিকদের মধ্যে বিখ্যাত বণিক ছিলেন আমীন চাঁদ। অর্থ লগ্নিতে ছিলেন সকলের অগ্রণী। বিশাল বিত্তবৈভবের মালিক ছিলেন তিনি।

বাঙালি জাতীয়তার সাথে তার কোনো সম্পর্কই ছিল না। বরং বাঙালি জাতীয়তাবাদের পরগাছা ছিলেন। বাঙালি রক্তশোষক শ্রেণীভুক্ত ছিলেন।

নবাব সিরাজের পতন ও নিধনের পর, নবাবের পরিত্যক্ত সম্পদের ও মীর জাফরের প্রদেয় অর্থের ভাগবাটোয়ারায় বঞ্চিত ও প্রতারিত হওয়ায় আমীন চাঁদ বদ্ধ উন্মাদে পরিণত হয়। উদ্ভ্রান্ত বণিক আমীন চাঁদ মারাত্মকভাবে স্বাস্থ্য ভঙের শিকার হয়ে পড়েন। পরে রবার্ট ক্লাইভের সহযোগিতায় তাকে চেঞ্জে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু তারপরেও তার স্বাস্থ্য উদ্ধার হয়ে ওঠে নাই। এর বছর দুয়েকের মধ্যে বিখ্যাত আমীন চাঁদ মৃত্যুর মুখে পতিত হন। ঐতিহাসিক আবুল হোসেনের মতে এই আমীন চাঁদ-ই ইংরেজদের উচ্চারণ বিভ্রাট উমিচাঁদ।

দৃশ্যপট : মুর্শিদাবাদের রাজপথ। উদ্ভ্রান্ত উমিচাঁদ এলোমেলো হাঁটছে। আর অনর্গল প্রলাপ বকছে। সময়– দিবসের প্রথম ভাগ।

উমিচাঁদ : (একখণ্ড লাল কাগজ উড়িয়ে) লাল কাগজ, লাল কাগজ, চাই লাল কাগজ, চাই লা...। (একজন টিকিওয়ালা হিন্দু পথচারীকে দেখতে পেয়ে সেদিকে ধাবিত হয়ে) এ-এই যে মশাই দাঁড়ান। দাঁড়ান? (পথচারী তেমনি যেতে থাকবে) দাঁড়ান, বলছি। আমি মশায় উমিচাঁদ। চিনেন না বুঝি? ভিটেয় ঘুঘু চড়িয়ে ছাড়ব। হ্যাঁ। (চোখ পাকিয়ে আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে) ঘুঘু দেখেছেন, ফাঁদ দেখেননি তাই না? এবার দেখাব মজা। দাঁড়ান, বলছি দাঁড়ান। (এ সময় এক দাড়িওয়ালা মুসলমান পথচারীর প্রবেশ। উমিচাঁদ সেদিকে এগিয়ে) এই যে জনাব, স্লামুআলায়কুম। (হাত বাড়িয়ে দিবে কিন্তু পথচারী পাশ কাটিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে) ও, সালাম নেবেন না। দাঁড়ান, মজা দেখাচ্ছি। হিন্দু মুসলমানের বাংলা গড়বেন তাই না? সে সাধ মিটিয়ে দিচ্ছি। দাঁড়ান। এটা নবাব সিরাজউদ্দৌলার রাজত্ব নয়, হ্যাঁ। সব শালা মুসলমানের দাড়ি কামিয়ে হিন্দুর টিকি মুড়িয়ে একাকার

www.pathagar.com

করে ছাড়ব। (মুসলমান পথচারী ভ্যাবাচেকা খেয়ে অসহায় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। উমিচাঁদ এবার পূর্বের হিন্দু পথচারীর দিকে ঘুরে দাঁড়াবে। দেখবে সে নেই) এ্যাঁ, বেটা টিকিওয়ালা পগার পার? হা-হা-হা। (রসিয়ে রসিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে হাসতে থাকবে, তারপর এ মুসলমান পথচারীর দিকে ফিরে দেখতে পাবে, সেও নাই) এ্যা,ও বেটা দাড়িওয়ালাও উধাও। হা- হা-হা। (পূর্বের ন্যায় রসিয়ে রসিয়ে হাসতে থাকবে। একপর্যায়ে হাসি থামিয়ে আবেগের সাথে) সব শালা জুচ্চোর। শালাদের ফাঁসিতে ঝুলাব। শুলে চড়াব। যত্তোসব ক্রিমিনাল। আমি উমিচাঁদ যা তা নয়, বাবা। হ্যাঁ। (এ সময় একজন গোরা পথচারীকে এদিকে আসতে দেখা যাবে। অমনি চুটকি মেরে) ইউরেকা, ইউরেকা। পেয়েছি, পেয়েছি। এবার কোথায় যাবে বাবা ঘুঘু। এক হাত দেখিয়ে দেব। আমি বাংলার বণিক শ্রেষ্ঠ উমিচাঁদ। হা-হা-হা। (বড় বড় ধাপে গোরার দিকে এগিয়ে যাবে। কাছে গিয়ে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে পথ আগলে আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে) ইউ মিস্টার ক্লাইভ? আমার লাল কাগজ কোথায়? মাই রেড পেপার? জবাব দাও, (বলতে বলতে গোরার টাই চেপে ধরবে)।

গোরা : (হতভম্ব হয়ে বন্ধনমুক্ত হওয়ার চেষ্টা করতে করতে) ক্লাইভ? হয়ার মি. ক্লাইভ? আই ডোন্ট নো হোয়াট ইউ ওয়ান্ট? আই এম নট ক্লাইভ। আই এম এ ইংলিশ ম্যান। হোয়াট হ্যাপেন্ড?

উমিচাঁদ : (বড় বড় চোখ তুলে ভালো করে মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেখে নিয়ে) ওহ, ইউ আর নট ক্লাইভ? আই সি, হা হা হা। (দীর্ঘক্ষণ হাসতে থাকবে। হাসি থামিয়ে) ইউ আর এ ইংলিশ ম্যান। আই সি, হো হো হো। (আবার দীর্ঘক্ষণ রসিয়ে রসিয়ে হাসতে থাকবে। তারপর হাসি থামিয়ে পথ দেখিয়ে দিয়ে) গো- গো- গো অ্যাট ওয়ান্স।

গোরা : (বুঝতে পেরে মাথা দোলাতে দোলাতে) ইউ আর এ কমপ্লিট ম্যাড, আই সি। হাতের ছড়ি তুলে শপাৎ শপাৎ উমিচাঁদকে মারতে থাকবে) ইডিয়ট ইন্ডিয়ান। (উমিচাঁদের টুটি চেপে ধরে স্বজোরে দূরে ছুড়ে মারবে। তারপর গা ঝাড়তে ঝাড়তে নিজ গন্তব্যে চলে যাবে (গোরার প্রস্থান)

উমিচাঁদ : (অতিকষ্টে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে গায়ের ধুলা ঝেড়ে) শালা চিনতে পারল না। কত ইংরেজকে হাতের আঙুলের ইশারায় স্ট্যান্ড আপ ও নিল ডাউন করিয়েছি। শালা তুই আমায় চিনতে পারলি না। নিজ কোটের কলার ঝাঁকিয়ে, আমি বণিক শ্রেষ্ঠ উমিচাঁদ। হা হা হা, উ-মি-চাঁ-দ।

www.pathagar.com

(ক্ষণকাল মৌন বিভোর থেকে, পূর্বের ন্যায়) লাল কাগজ, লাল কাগজ চাই, লাল কাগজ। (নাচের ভঙ্গিতে মঞ্চে ঘুরতে ঘুরতে গাইতে থাকবে)।

ছেলে ঘুমাল পাড়া জুড়ালো
বর্গী এলো দেশে
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে
খাজনা দিব কিসে?
ধান ফুরালো পান ফুরালো
খাজনার উপায় কি?
আর কটা দিন সবুর করো
রসুন বুনেছি।

গাইতে গাইতে নাচতে নাচতে উমিচাঁদের প্রস্থান। অন্য পথে দুজন পথিকের প্রবেশ। একজন বৈরাগী। হাতে একতারা খঞ্জনি। গলায় রুদ্ধের মালা। অন্যজন মুসলমান মৌলভী। গায়ে শিরোয়ানি টুপি। তারা পেছন থেকে উমিচাঁদকে দেখে পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে থাকবে)।

মৌলভী : চোখের ইশারায় উমিচাঁদকে দেখিয়ে) ও বেটা উমিচাঁদ না?

বৈরাগী : হ্যাঁ, ও বেটা উমিচাঁদ। অন্যের জন্য কবর খুঁড়তে গিয়ে বেটা নিজেই পড়েছে কবরে।

(ঝড়ের বেগে উমিচাঁদের পুনঃপ্রবেশ) পথিকদ্বয় ভয়ে সঙ্কুচিত হয়ে একপাশে সরে দাঁড়াবে)।

উমিচাঁদ : (ভয়াল মূর্তিতে) কে? কে, আমায় পুরনো নামে ডাকলে। উমিচাঁদ নেই, উমিচাঁদ মরে গেছে, পঁচে গেছে। বেঁচে আছে শুধু এই লাল কাগজ। লাল কাগজ। চাই লাল কাগজ, লাল কাগজ।

(উমিচাঁদের দ্রুত প্রস্থান। দূরাগত কণ্ঠে শ্রুত হতে থাকবে তার কণ্ঠধ্বনি, লাল কাগজ, লাল কাগজ চাই)

মৌলভী : (শঙ্কামুক্ত হয়ে, বুকে থু থু দিতে দিতে) আহ বাঁচা গেল। তা ব্যাপার কি ভায়া? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

বৈরাগী : (উমিচাঁদের যাত্রাপথে আর একবার দেখে) ও বেটা টাকার শোকে পাগল। ত্রিভুবনে ওর আপনার বলে কেউ নেই। একেই বলে ইতিহাসের শাস্তি। এ শাস্তি বড় ক্ষমাহীন, ভায়া। কেউ কি তা এড়াতে পারে?

মৌলভী : (বিস্ময়ে) পাগল? টাকার শোকে পাগল। তা এমনটি কি করে হলো।

www.pathagar.com

বৈরাগী : তা হবে না আবার? অভিশাপ, সাত কোটি বাঙালির অভিশাপ। অভিশাপ থেকে কি কেউ রক্ষা পায়।

মৌলভী : (দাড়িতে খিলাল করতে করতে) অভিশাপ। সে আবার কি রকম? একটু বুঝিয়ে বলো না ভাই।

বৈরাগী : তা, তুমি দেখছি কিছুই জানো না। শোনো, তাহলে, সে এক মজার কাহিনি। বেটা বেজায় শঠ প্রতারক ও ধুরন্ধর ছিল। উমিচাঁদ পরিষ্কার ইংরেজি ও বাংলা বলতে পারত। তাই বেটা নবাবের পেটের কথা টেনে বের করে ইংরেজদের জানাত, আর ইংরেজদের গোপন কথা নবাবকে জানিয়ে কান ভারী করে তুলত।

একদিন নবাবের গুপ্তচর রাজসিংহের সঙ্গে একান্ত নিভৃতে দেখে ইংরেজদের সন্দেহ হলো। আর যায় কোথায়। ইংরেজরা উমিচাঁদের কলকাতার বাড়িতে চড়াও হলো। ভাগ্যিস বেটা সেদিন বাড়িতে ছিল না। ওর চাকর জগন্নাথ এক হৃদয়বিদারক কাণ্ড করে বসল।

মৌলভী : (বিস্ময়ে) সে আবার কি কাণ্ড? লঙ্কাকাণ্ড না কি? ভায়া।

বৈরাগী : কেন? এ কাহিনির এক কবিতা বেরিয়েছিল, শোনেননি বুঝি? কবিতায় শোনো তাহলে (এক তারায় সুর তুলে)।

ম্লেচ্ছ ইংরেজ হায় গৃহে প্রবেশিলে
হিন্দু বধূ বালার কুল যাবে রসাতলে
এতেক ভাবিয়া মর্দ কি কর্ম করিলো
আঙ্গিনার মাঝে এক চিতা জ্বালাইলো।

মৌলভী : (স্বউৎসাহে) তারপর? তারপর কি হলো?

বৈরাগী : তারপরে, একে, একে কুল বধূ ও বালার
গর্দান কাটিয়া ফেলে চিতার মাঝার
এই মতে একে, একে তের বধূ বালার
গর্দান কাটিয়া মর্দ জুড়াইলো জ্বালা।

মৌলভী : (বিস্ময়াভূত হয়ে) আশ্চর্য। তারপর জগন্নাথ কি করলো।

বৈরাগী : জান দিব, তবুও ভাই মান নাহি দিব
জানের চেয়ে মান যে বড় মইলে স্বর্গ পাব।
হায় হায় করে মর্দ মত্ত জগন্নাথ
আপন কৃপাণে হানে বুকেতে আঘাত।
ঝাঁপিয়া পড়িল, মর্দ চিতার মাঝারে
পাছে কেহ কুলে কালি দানিবারে পারে
নশ্বর এ ভবে, ভায়া আছে পাপ তাপ

www.pathagar.com

এমনি মরণে ঘটে সোজা স্বর্গ লাভ।

মৌলভী : তাই উমিচাঁদ পাগল, তাই না? তবে না বললে- টাকার শোকে ও বেটা পাগল?

বৈরাগী : (স্মিত হেসে, আনত মস্তকে) উমিচাঁদের কাহিনির এখানেই শেষ নয়, ভায়া। শেষ অঙ্কের সবে তো শুরু?

মৌলভী : (অতি উৎসাহে) তাই নাকি? তা, বলো ভায়া, বলো।

বৈরাগী : ইংরেজদের সাথে আবারও পুরাতন সম্পর্ক গড়ে তুলল উমিচাঁদ। এত বড় একটা পারিবারিক শূন্যতা থেকে কোনো শিক্ষাই গ্রহণ করতে পারল না, ভদ্রলোক। শুরু হলো আবারও ষড়যন্ত্র। এবারের ষড়যন্ত্র, নবাব উৎখাতের ষড়যন্ত্র।

মৌলভী : (বিস্ময়ে) সেকি, এত বড় একটা পারিবারিক বিপর্যযের পরও। তারপর, তারপর?

বৈরাগী : (একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে) তারপর আর কি? নবাবের পতন হলো। মীর জাফর নতুন নবাব হলো।

মৌলভী : আর এখানেই বুঝি উমিচাঁদের কাহিনির পরিসমাপ্তি।

বৈরাগী : (মাথা ঝাঁকিয়ে) তা হবে কেন? ইতিহাসের শাস্তি– ইতিহাসের শাস্তি যে ক্ষমাহীন, শুধু সেটুকুই বাকি?

মৌলভী : (বিস্মিত হয়ে) সে আবার কি রকম?

বৈরাগী : গোল বাঁধল গিয়ে গোলের মধ্যে।

মৌলভী : (নাক কুঁচকে) বুঝলাম না, ভায়া, একটু বুঝিয়ে বল।

বৈরাগী : আরে ওই যে পৃথিবী গোল, চক্ষু গোল। আর অর্থ নিয়ে যত গণ্ডগোল।

মৌলভী : (অনুযোগের সুরে) হিয়ালী রাখো, ভায়া। একটু চটজলদি বলেই ফেল না।

বৈরাগী : তুমি দেখছি একেবারে নাছোড়বান্দা। শুনবেই তা হলে? ওই যে বলছিলাম না, গোল। সেই গোল বাধল গিয়ে ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে।

মৌলভী : ভাগ বাটোয়ারা? কেন, কিসের বাটোয়ারা?

বৈরাগী : ওই যে গোপন চুক্তি। সেই চুক্তি মতে মীর জাফর নবাব হলে দিবেন পঁচিশ লাখ টাকা আর নিহত নবাবের পরিত্যক্ত সম্পদ। এরই ভাগ বাটোয়ারা আর কি।

মৌলভী : এবার বুঝেছি। তা কারা কত পেল?

বৈরাগী : চুক্তি হয়েছিল ইংরেজদের সঙ্গে। তাও আবার পলাশী যুদ্ধের আগে। সে হিসাবে ইংরেজরা একটা বড় অংশীদার তো বটেই।

www.pathagar.com

মৌলভী : (মাথা দোলাতে দোলাতে) একেই বলে, গাছে কাঁঠাল আর গোঁফে তেল। তা বলো ভায়া, বলো।

বৈরাগী : তা গোল বাধাল বেটা উমিচাঁদ। সে নিজের ও তার দোসরদের জন্য একটা বড় অংশ দাবি করে বসল। ইংরেজরা কিছুতেই সে দাবি মেনে নেবে না। উমিচাঁদও নাছোড়বান্দা। সে বেটা হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলল, নইলে সে গোপন চুক্তির কথা ফাঁস করে দিবে। অবস্থা বড় বেগতিক। ইংল্যান্ডের হাউস অব কমন্সে কথা গেলে ইংরেজদের চাকরি নট হবে। উপরন্তু শাস্তি অনিবার্য।

মৌলভী : চুরি করেও শাস্তি নাই তো? তারপর ভায়া?

বৈরাগী : ক্লাইভ ছিল বেজায় ধুরন্ধর। ও বেটা, উমিচাঁদকে হাত করে নিল। উমিচাঁদের শর্তমতে বণ্টননামা লেখা হলো। বণ্টনামা লেখা হলো দুটো কাগজে। একটি সাদা আর অন্যটি লাল। সাদাটিতে উমিচাঁদের অংশ ছিল। লালটিতে উমিচাঁদের অংশ ছিল না। উভয় কাগজে সকলের স্বাক্ষর ছিল। ইংরেজরা সাদা বণ্টননামাটি গায়েব করে ফেলল।

মৌলভী : মজার ব্যাপার তো? তা, তুমি এত কথা জানলে কি করে?

বৈরাগী : কেন, সবাই তো জানে। বোধকরি কেবল তুমিই জানো না।

মৌলভী : তা বলো, বলো। শেষটা বলো?

বৈরাগী : উমিচাঁদ খুশিতে আটখানা। বণ্টননামা মূলে নিজের অংশ নিতে গেছে। রবার্ট ক্লাইভের ইঙ্গিতে গভর্নর তাকে লাল বণ্টনামাটি পড়ে শোনান। উমিচাঁদের অংশ নাই জেনে, সে ওখানেই মুর্চ্ছা গেল। সেই থেকে টাকার শোকে ও বেটা পাগল বুঝলে ভায়া। অন্যের ঘরে আগুন দিলে নিজের ঘরও পোড়ে। এটাই ইতিহাসের শাস্তি। সে শাস্তি বড় নির্মম।

মৌলভী : (সমর্থনের সুরে) ঠিকই বলেছ ভায়া। লোভে পাপ, আর পাপে মৃত্যু। তা অমন প্রজাহিতৈষী নবাবকে যারা স্ববংশে ধ্বংস করল– তাদের আল্লাহ এমন করেই শাস্তি দিবে। এতো সোজা হিসাব।

বৈরাগী : সাত কোটি বাঙালির ভাগ্য নিয়ে যারা লটারি খেলেছে, তাদের ভাগ্য নিয়ে বিধাতা লটারি খেলবেন এতে আর বিচিত্র কি? গণঅভিসম্পাতে ওরা মরবে, পুড়বে, জ্বলবে। ইতিহাসের শাস্তি থেকে ওরা কি কেউ পরিত্রাণ পেয়েছে?

মৌলভী : (তাড়া দিয়ে) তা, পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কি শুধুই পথের পাঁচালি গাইবে? না কাজে যাবে।

বৈরাগী : তা, হ্যাঁ। সে যেমন করবে, তেমন ফল পাবে। বেলা যে বেড়ে গেল। (বেলার দিকে দেখবে) চলো– কাজে চলো। বৈরাগী হয়তো আবার ফেরার আশায় পথ চেয়ে থাকবে। চলো চলো

www.pathagar.com

মৌলভী : হ্যা, তাই চলো। (বেলার দিকে দেখে) আমার আবার ক্ষিধেও পেয়েছে। চলো, চলো (দুজনে হাত ধরাধরি করে একসাথে প্রস্থান। পর্দা পতন)।

দৃশ্য-১৩

প্রেক্ষাপট : আলী বাকের একজন নিষ্ঠুর লোভী সেনাকর্তা ছিল। স্বীয় স্বার্থে সে পারে না, হেন কাজ নাই। ইনাম আর পদোন্নতির আশায় মীরনের পরামর্শে সে নিষ্ঠুরভাবে বজরা ডুবিয়ে নবাব সিরাজের মা আমেনা বেগম ও খালা ঘষেটি বেগমকে জীবন্ত সলিল সমাধি করে। নৃশংস এ হত্যাকাণ্ড করেও আলী বাকেরের ভাগ্যে ইনাম ও পদোন্নতি কোনোটায় মিলে নাই। এ দৃশ্যে সে বর্ণনা প্রতিভাত হয়েছে।

দশ্যপট : স্থান পূর্ণিয়া। বিদ্রোহী হিশামুদ্দীনের পশ্চাৎধাবনকারী সেনাশিবির। নেশায় চুর মীরন শিবির শয্যায় অর্ধশায়িত। সময়- সকাল। (দ্বাররক্ষীর প্রবেশ)

দ্বাররক্ষী : তছলিম হয়, নবাবজাদা। ঢাকা থেকে প্রত্যাগত আলী বাকের আপনার সাক্ষাৎ প্রার্থী।

মীরন : (অর্ধনির্মিলিত নেত্রে) তাকে আসতে দাও।

দ্বাররক্ষী : যথা আজ্ঞা, নবাবজাদা।

(দ্বাররক্ষীর প্রস্থান। ক্ষণকাল পরে আলী বাকেরের প্রবেশ)

আলী বাকের : (হৃষ্টচিত্তে) কেল্লা ফতেহ, নবাবজাদা। বান্দার বিজয় অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

মীরন : (জড়িয়ে জড়িয়ে) সব কিছু ঠিকমতো করে এসেছ তো?

আলী বাকের : (আতিশয্যে) অক্ষরে অক্ষরে নবাবজাদা।

মীরন : (পূর্ববৎ জড়িয়ে জড়িয়ে) জেসারত, নাফরমান, সিরাজভক্ত জেসারত কোনো প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে নাই তো?

আলী বাকের : সে সাহস কি ও বেটা সিরাজভক্তের আছে? এটা নবাব সিরাজের রাজত্ব নয় যে দেমাগ দেখাবে। এ যে মীরন বাহাদুরের ফরমান? কার সাধ্য প্রত্যাখ্যান করে। তবে বলল কি-না?

মীরন : কি বলল ওই নিমকহারাম, জেসারত।

আলী বাকের : (মাথা চুলকাতে চুলকাতে) বলল কি-না এ মুহূর্তে আমি ঝামেলায় জড়াতে চাই না। এ ফরমানে আমি ষড়যন্ত্রের গন্ধ পাচ্ছি। স্বেচ্ছায় নয়, অনিচ্ছায় বেগমদ্বয়কে তোমার হাতে তুলে দিলাম।

www.pathagar.com

মীরন : (দাঁতে দাঁত পিষে) বেঈমান জেসারত। মীরনের বিষদাঁত যে কত ভয়ঙ্কর, তা ওই সিরাজভক্ত এখনও বুঝতে পারে নাই। হাড়ে হাড়ে টের পাবে, সেদিন আর বেশি দূরে নয়। তা বেগমদ্বয়কে পদ্মায় ডুবিয়ে এসেছ তো?

আলী বাকের : সে এক মর্মান্তিক দৃশ্য, নবাবজাদা। বজরা যখন পদ্মার মাঝ মোহনায় ঠিক তখন একটা ঝড় উঠল। মাঝিমাল্লারা কাজ সেরে তীরে এসে উঠল। ধীরে ধীরে ডুবতে লাগল বজরা। একে তো ঝড়ের মাতাল তাণ্ডব, তার উপর ওই শয়তানি ঘষেটি বেগমের হৃদয়বিদারক আর্তচিৎকার বাঁচাও, বাঁচাও, বাঁচাও। তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ মোহনা প্রকম্পিত করে ধ্বনিত হচ্ছিল সে চিৎকার।

মীরন : (আগ্রহে) আর ওই নবাবমাতা আমেনা বেগম?

আলী বাকের : বড় শান্তচিত্তে তিনি সলিল সমাধি বরণ করেছেন নবাবজাদা। শুধু একবার...?

মীরন : (আগ্রহে) কি সে একবার?

আলী বাকের : শুধু একবার, অভিশাপ করে বলেছিল, মীরন, তুই বজ্রাঘাতে মরবি। আমার এ অভিশাপ ফলবে, ফলবে, ফলবে।

মীরন : তারপর?

আলী বাকের : এতটুকুই। তারপর অনিবার্য বজরা ডুবে গেল।

মীরন : (মাথা দোলাতে দোলাতে) একই রক্তের দুটি ধারা, দু রকম তাই না? আলী বাকের।

আলী বাকের : (সায় দিয়ে) আলবৎ, নবাবজাদা।

মীরন : (ক্লান্তির ভান করে হাই তুলে) আলী বাকের তুমি ক্লান্ত। শিবিরে গিয়ে বিশ্রাম লও গে, যাও।

আলী বাকের : (হাত কচলাতে কচলাতে) আপনার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করেছি, নবাবজাদা। এবার আমার ইনাম এনায়েত করতে মর্জি হয়।

মীরন : (পকেটে হাত দিয়ে খুঁজতে খুঁজতে গম্ভীর কণ্ঠে) আলী বাকের। (হত্যা তালিকা বের করে) এই দেখ, হত্যা তালিকায় ফরমান জেসারতে নাম। তোমার নামটি কি ওর পাশে লিখতে চাও? তুমি আমারই বেতনভুক্ত কর্মচারী হয়ে, আমার কাছেই উৎকোচ চাও? জান এ ধৃষ্টতার জন্য কি পরিণাম হবে?

আলী বাকের : (ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে) বান্দার বেয়াদবি মার্জনা হয় নবাবজাদা। (অভিবাদন দিতে দিতে পিছু হটতে থাকবে। দূরে গিয়ে) ওরে

www.pathagar.com

বাপরে। বড় বাঁচা বেঁচে গেলাম। এই নাকে খত, তোবা তোবা তোবা হাজার তোবা।

(আলী বাকেরের প্রস্থান)

মীরন : (আলী বাকেরের প্রস্থান পথ চেয়ে) অট্টহাস্যে) ভীরু, মীরন জানে, কোন মন্ত্রে কোন সাপের বিষ নামাতে হয়। হা হা হা। (ক্ষণকাল নীরব থেকে ভাবাবেগে) হায় মরি মরি। সিরাজ মহিষী লুৎফুন নিসা, আর কতদূরে উড়াবে, বলো। মীরনের বজ্র থাবায় তোমায় একদিন (ধরবার ভান করে) ধরা দিতেই হবে। সেদিন আর বেশি দূরে নয়। হা হা হা।

(ধীরে ধীরে পর্দা পতন)।

দৃশ্য- ১৪

প্রেক্ষাপট : ইংরেজ নৌ সেনাধ্যক্ষ স্কফটনকে হত্যা করেছিল নবাব মীর জাফর পূর্ণিয়ায়। এ হত্যার প্রতিশোধের অপেক্ষায় ছিল ইংরেজরা। পূর্ণিয়ার বিদ্রোহ দমন সে মোক্ষম সুযোগ এনে দিয়েছিল।

ইংরেজরা মীরনকে ভয়ঙ্কর মনে করত। মানুষ হত্যায় সে এক পৈচাশিক আনন্দ পেত। যাকে সে একবার বিপজ্জনক মনে করত তাকে সে নিঃশব্দে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিত। এ জন্য ইংরেজরাও তাকে বিপজ্জনক মনে করত। ইংরেজদের চোখে মীরন ছিল অতিলোভী, নৃশংস ও দুশ্চরিত্র। তারা তাকে এক ভয়ঙ্কর জল্লাদ ছাড়া অন্য কিছু বিবেচনা করত না। বিদ্রোহ দমনে গিয়েছিল মীরন। সঙ্গে ছিল মোহাম্মদী বেগ। তার কুকর্মের দোসর। সাহায্যকারী ছিল একদল ইংরেজ সেনা দল। অধিনায়ক ছিল ক্যাপ্টেন নক্স। বিদ্রোহীর পিছনে ধাওয়াকারী যৌথ সেনাদলের ছাউনি ছিল এক পাহাড়ের উপর। আর সেখানে ঘটেছিল ইতিহাসের পাষণ্ডতম মহানায়ক মীরনের নির্মম ট্র্যাজেডি। সিরাজমাতা আমেনা বেগমের বজ্রপাতে মীরনের মৃত্যুর অভিশাপে নয়, ইংরেজদের পাতানো বিনা মেঘে বজ্রপাত তার মৃত্যু হয়। এ দৃশ্যে সে বিষয় পরিদৃষ্ট।

দৃশ্যপট : মুর্শিদাবাদ। জাফরগঞ্জ প্রাসাদের দরবার কক্ষ। পাত্রমিত্র সভাসদসহ নবাব মীর জাফর সিংহাসনে উপবিষ্ট। বিমর্ষ বদনে দূতের প্রবেশ। ভগ্নদূত অবনত মস্তকে দরবারের এক পাশে দণ্ডায়মান।

নবাব মীর জাফর : (দূতের দিকে চেয়ে) কী সংবাদ, দূত?

দূত : (অবনত মস্তক তুলে) বড় দুঃসংবাদ আলী জাঁ?

www.pathagar.com

নবাব মীর জাফর : (আঁতকে উঠে) পূর্ণিয়ার যুদ্ধে আমাদের পরাজয় হয়েছে?

দূত : সে মর্মান্তিক দুঃসংবাদ দিতে বড় ভয় হয়, জাঁহাপনা।

সভাসদ : (অধৈর্যভাবে সমস্বরে) বলো, কী সে দুঃসংবাদ।

নবাব মীর জাফর : বলো, দূত। নির্ভয়ে বলো। আমার মীরনের...?

দূত : (তারস্বরে) নবাবজাদা মীরন বাহাদুর নিহত জাঁহাপনা।

নবাব মীর জাফর : (চমকে উঠে) নিহত?

সভাসদ : (সমস্বরে) মীরন নিহত। এ কথা সত্য?

দূত : সত্য। প্রকাশ্য দিবালোকের ন্যায় সত্য।

নবাব মীর জাফর : (পরিতাপের সুরে) হা হা হা, পুত্র মী-র-ন।

নবাব চিৎকার দিয়ে মূর্চ্ছা যাবেন। (প্রাথমিক চিকিৎসার পর মূর্চ্ছা ভাঙলে) একি করলে খোদা। একি করলে? এমনই করে আমার পুত্র প্রাণাধিককে কেড়ে নিলে।

সভাসদ : কি করে মীরন নিহত হলো, দূত?

দূত : (বর্ণনার ভঙ্গিতে) সে রাত্রিতে নবাবজাদা আনন্দ ফূর্তিতে মশগুল ছিল। মধ্যরাত্রিতে আমরা প্রচণ্ড আওয়াজে জেগে উঠি। দেখি নবাবজাদার শিবিরে আগুন। পরে নবাবজাদাকে মৃত দেখতে পাই। ক্যাপ্টেন নক্স বললেন, বজ্রাঘাতে নবাবজাদার মৃত্যু হয়েছে। অথচ, অথচ সে রাত্রে আকাশে কোনো মেঘ ছিল না।

সভাসদ : আর মোহাম্মদী বেগ। সে কোথায়?

দূত : তাকেও সে রাত থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। জানি না তার ভাগ্যে কী ঘটেছে।

নবাব মীর জাফর : (উন্মাদের ন্যায়) কোথায়, কোথায় আমার প্রাণাধিক পুত্র। আমি তাকে দেখতে চাই, দূত। দেখতে চাই।

দূত : কোথায়, কখন, কীভাবে নবাবজাদার দাফন হয়েছে তা আমরা কেউ বলতে পারি না, জাঁহাপনা। জাঁহাপনার পুত্র দর্শনের প্রস্তাব দিয়ে উত্তর পাই নাই।

নবাব মীর জাফর : (দাঁত পিষে) বটে। ষড়যন্ত্র, সব ষড়যন্ত্র। স্কফটন হত্যার প্রতিশোধ নিল অকৃতজ্ঞ ক্লাইভ। আমেনার অভিশাপ ফলল। এত তোমায় ডাকি, দয়াময়। তবুও– আমার বুক খালি করে দিলে। হায়, কপাল–

(কপালে করাঘাত করে কাঁদতে থাকবে)।

(পর্দা পতন)।

www.pathagar.com

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : ঐতিহাসিক সত্য যে, মীরনের মৃত্যু সংবাদ শোনামাত্র রাজধানীতে আনন্দের বন্যা বয়ে গিয়েছিল। রাজধানীর বাসিন্দারা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। এ মৃত্যুকে তারা বিধাতার আশীর্বাদ বলে মনে করে নিল। রাজধানীতে আনন্দ মিছিল বের হয়েছিল। একপর্যায়ে উল্লসিত জনতা, মীর জাফরের বাড়ি আক্রমণ করে বসল। লুণ্ঠন ও ভাংচুর ঠেকাতে সেনা তলব করতে হয়েছিল। জনতা আনন্দে মুহুর্মুহু পটকার বাজিতে চারদিক মুখরিত করে তুলেছিল। ঢাকঢোল করতালের সুউচ্চ নিনাদে শ্রুতি প্রমাদ ঘটেছিল। মসজিদ ও মন্দিরে বিপদমুক্তির জন্য প্রার্থনা সমাবেশ ঘটেছিল বলে ঐতিহাসিক সূত্রে জানা যায়]

দৃশ্য- ১৫

প্রেক্ষাপট : চুক্তিমতে দেয় অর্থ প্রদানে নবাব মীর জাফর ব্যর্থ হওয়ায় ও রবার্ট ক্লাইভের সঙ্গে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের কারণে ইংরেজরা পুনরায় ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। শুরু হয় ষড়যন্ত্র। এবারের ষড়যন্ত্র দ্বিতীয় দফায় নবাব উৎখাতের ষড়যন্ত্র। অন্যদিকে এমনিতে মীর জাফরের প্রতি সকলে ক্ষিপ্ত ছিল। নবাব মীর জাফরের অতি ইংরেজ তোষণ, মীরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ও নবাব পরিবারের প্রতি অশালীন ও অবমাননাকর নিগ্রহনীতির ফলে নবাব মীর জাফরের ওপর সকলে ক্ষুব্ধ হয়েছিল। ঠিক এ মুহূর্তে ইংরেজদের নবাব উৎখাতের ষড়যন্ত্র প্লাস পয়েন্ট হিসেবে কাজ করেছিল।

সকলে নবাব হিসেবে নয়া মুখ অনুসন্ধানে লিপ্ত হলো। নবাবী এ সময় লটারিতে উঠে যায়। যেই নবাব হোক না কেন, তাকেই ইংরেজ কুমিরের পেট ভরার জন্য বিশাল অঙ্কের অর্থ দিতে হবে। অবশেষে পঁচিশ লাখ টাকার বিনিময়ে মীর কাসিম ইংরেজদের দাবি পূরণে সম্মত হয়েছিল। তাই পরবর্তী নবাব হিসেবে মনোনয়ন পেয়েছিলেন মীর কাসিম।

নবাব মীর জাফরকে উৎখাতের ষড়যন্ত্র চলছিল অনেক আগে থেকেই। ইংরেজদের অব্যাহত আর্থিক চাপ ও প্রশাসনিক কাজে নির্লজ্জ নাক গলানোকে কেন্দ্র করে ইংরেজদের সাথে মীর জাফরের মিত্রতা, এক পর্যায়ে শত্রুতায় পরিণত হয়ে পড়ে। ওদিকে নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে উৎখাতের অপরাপর অংশীদাররা ইংরেজ পক্ষ অবলম্বন করেন। ফলে বিনা রক্তপাতে নবাব মীর জাফরকে অপসারিত করে নতুন নবাব হিসেবে মীর কাসিমকে সমাসীন করতে ইংরেজদের খুব বেশি বেগ পেতে হয় নাই।

www.pathagar.com

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মীরনের মৃত্যুকাল সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের দ্বিমত বিদ্যমান। কারও মতে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতন ও নিধনের চার মাসের মধ্যেই মীরনের অপ্রত্যাশিত মৃত্যু ঘটে। কারও মতে আরও পরে। তবে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পর আকস্মিকভাবে মীরনের অভ্যুদয় ঘটে। পরবর্তীকালে তার উপস্থিতি আর পরিলক্ষিত হয় না। সে মতে প্রথমোক্ত মতই অধিক যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়।

যা হোক, মীর জাফরকে তার নবাবী আমলে দুটি মারাত্মক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। একটি প্রাণাধিক পুত্র মীরনের অপ্রত্যাশিত মৃত্যু। অন্যটি নবাবী হতে উৎখাত। দুটি ঘটনাই ঘটেছিল তার প্রথম নবাবী আমলে। দুটো ঘটনাই তাকে চরমভাবে পর্যদুস্ত করে দেয়। চলতি দৃশ্যে বিনা রক্তপাতে নবাব মীর জাফরকে নবাবী হতে উৎখাতের অবতারণা পরিদৃষ্ট।

দৃশ্যপট : মুর্শিদাবাদ। জাফরগঞ্জ প্রাসাদ। দরবার কক্ষ। পাত্রমিত্র সভাসদসহ নবাব মীর জাফর সিংহাসনে সমাসীন। পূর্ব পরিকল্পনা মতো অতর্কিতে ঝড়ের বেগে ইংরেজ সেনানায়ক কলায়ুধের প্রবেশ। সঙ্গে একদল গোরা সৈন্য। সময়– দিবসের পূর্বাহ্ন।

কলায়ুধ : (নবাবের প্রতি বন্দুক তাক করে) হ্যান্ডস আপ, মি. নবাব। হ্যান্ডস আপ।

(অপ্রস্তুত নবাব অসহায় দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে- উঠে দুই হাত ঊর্ধ্বে তুলে দাঁড়াবে) মি. নবাব, ইউ আর অ্যারেস্ট। (কলায়ুধের ইঙ্গিতে দুজন গোরা সৈন্য নবাব মীর জাফরের হাতে হাতকড়া লাগাতে থাকবে) সোলজারস, টেক নবাব টু ক্যালকাটা। মি. ক্লাইভ ইজ ওয়েটিং টু সি হিম।

জনৈক্য গোরা সৈনিক : (হাতকড়া লাগানো শেষ করে) কাম অন মি. নবাব। কাম অন। শ্বশুরবাড়ি যাইবে- চলেন।

নবাব মীর জাফর : (শিকল পরা হাতে অসহায়ভাবে সকলের মুখের প্রতি চেয়ে) হায়, হায়– আমি আজ পুত্রহারা, রাজ্যহারা, আত্মীয় বান্ধবহারা ভাগ্যবিড়ম্বিত। আমার আজ কেউ নেই। কিছুই নেই। আপন হাতে খোঁড়া কবরে আমি আজ নিপতিত।

জগৎশেঠ : (উপদেশের সুরে) মিছে বিলাপ করে আর কী লাভ নবাব বাহাদুর? কলায়ুধ যা বলছে- তাই করুন? ওর সঙ্গে কলকাতায় যান। কী আর করবেন, নিজের হাতে খাল কেটে কুমির এনেছেন, সে কুমির তো আপনাকে খাবেই। এতে আর সন্দেহ কি?

www.pathagar.com

নবাব মীর জাফর : হায়, জীবনে যা করেছি সবই ভুল। সিরাজের অভিশাপে আমি বিড়ম্বিত। হায়, হায়, কি মহাভুলই না করেছি–

রাজা রাজবল্লভ : (মেকি অভিনয়ে) মি. কলায়ুধ? কর্নেল ক্লাইভ কি বলেছেন? নবাব বাহাদুরকে কলকাতায় নিয়ে যেতেই বলেছেন?

কলায়ুধ : ওহ, ইয়েস। কর্নেল ক্লাইভ বলিয়া ডিয়াছে– কোম্পানির ডিমান্ড পেইড করিটে না পারিলে আইদার ক্যালকাটায় আসিবে, নবাবী ছাড়িয়ে দিবে।

খোঁজা ইয়ার লতিফ : তা না হয় ছেড়ে দিল, কিন্তু নবাবের শূন্য সিংহাসনে বসবে কে? কে নবাবী চালাইবে, সে বিষয়ে কি কিছু বলেছে?

কলায়ুধ : ওহ, ইয়েস। নবাব কোম্পানির ডিমান্ড পেইড করিটে না পারিলে নবাবী ছাড়িয়া দিবে– দেন, নেক্সট নবাব হইবে মীর কাসিম আলী খাঁ।

রায় দুর্লভ : নবাবী ছেড়ে দিলেও কি তোমরা বৃদ্ধ নবাবকে কলকাতায় নিয়ে যাবে?

কলায়ুধ : ওহ, নো নো। নবাবী ছাড়িয়া ডিলে ওল্ড নবাব নিজ বাড়িতেই থাকিটে পারিবে।

মহারাজ স্বরূপ চাঁদ : (সমর্থনের সুরে) এতে নবাব বাহাদুরের অমতের কারণ দেখি না। সরফরাজকে সরিয়ে ভাতিজা আলীবর্দী আর সিরাজকে সরিয়ে আপনি। এবার আপনার স্থলে জামাতা মীর কাসিম। ইতিহাসের ধারা। এই পালাবদল আর কি? শ্বশুর আর জামাতা। তাছাড়া আপনি বৃদ্ধ। ঝামেলায় গিয়ে লাভ কি?

রাজা রাজবল্লভ : (সায় দিয়ে) তাই করুন, নবাব বাহাদুর। তাই করুন। এছাড়া আর উপায় দেখি না। বৃদ্ধ বয়সে বাকি কটা দিন আপনার নিজবাসে কাটিয়ে দিন।

নবাব মীর জাফর : (অসহায় কণ্ঠে) তা হলে আপনারাও তাই করতে বলছেন?

জনৈক্য ওমরাহ : ভয় কি, নবাব বাহাদুর? পথ তো আপনিই দেখিয়েছেন। শুরু যখন করেছেন, শেষটাও দেখেই যান।

নবাব মীর জাফর : (কলায়ুধের প্রতি) মি. কলায়ুধ এই আমি মীর কাসিমকে নবাবী হস্তান্তর করে দিচ্ছি। আমাকে আর কলকাতায় নিও না ভাই। এ বৃদ্ধ বয়সে বাকি দিন কটা নিজ বাসে কাটাতে চাই।

কলায়ুধ : (পূর্বপরিকল্পনা মতো) নবাবের সম্মুখে নবাবী হস্তান্তরনামা মেলে ধরবে) নিন, নবাব বাহাদুর, এইখানে সাইন করিয়া দিন। (নবাব সহি করলে একজন গোরা সৈন্যকে ইশারায় হ্যান্ডকাপ খুলে দিতে বলবে।

www.pathagar.com

হ্যান্ডকাফ খুলে দিলে) গো, মিস্টার জাফর আলী খান। অন্তরে চলিয়া যান, গো প্লিজ। (অবনত মস্তকে মীর জাফর অন্দরে প্রস্থান করলে মীর কাসিমের প্রতি চেয়ে) হ্যালো, মি. কাসিম আলী খাঁ। কাম অন, ফ্রম টু ডে, ইউ আর দ্য নবাব অব বেঙ্গল, বিহার অ্যান্ড উড়িষ্যা। (সিংহাসন দেখিয়ে দিয়ে) এইখানে বসিয়া আপনি নবাবী করিবেন। আর হামরা বাণিজ্য করিবো-ব্যস, কাম অন অ্যান্ড বি সিটেড অন দ্য থ্রোন।

(কলায়ুধ মীর কাসিমের হাত ধরে সিংহাসনে বসিয়ে দিবে। সঙ্গে সঙ্গে পূর্বপরিকল্পনা মতো বিউগল বেজে উঠবে। নকীব গম্ভীর কণ্ঠে ঘোষণা দিবে, হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার নবাব নাসিরুল মুলক মো. মীর কাসিম আলী খাঁ নছরত জঙ্গ বাহাদুর...। মুহুর্মুহু তোপধ্বনিতে সকলে উঠে নতুন নবাবকে কুর্নিশ করবে)।
(ধীরে পর্দা পতন)।

দৃশ্য-১৬

প্রেক্ষাপট : সেকালে ইংরেজরা এ দেশের কৃষকদের মধ্যে পাটবস্ত্র ও কার্পাস চাষের জন্য বাধ্যতামূলক দাদন দিত। দাদন গ্রহীতাদের জোরপূর্বক কার্পাস চাষ করাত। খাদ্যশস্য ও অন্যান্য অর্থকরী ফসল ফলাবার স্বাধীনতা তাদের ছিল না। পরিণামে সারা বছর অনাহারে অর্ধাহারে কিংবা অখাদ্য কুখাদ্যে মহামারীর কবলে পড়ে গ্রামের পর গ্রাম উজাড় হয়ে যেত। দাদন অভিশাপের সাথে সাথে ছিল লগ্নি অভিশাপ। জমজমাট মহাজনী কারবার রক্তচোষার ন্যায় সমাজে জোঁকের ন্যায় শিকড় গেড়ে বসেছিল। দেশীয় জমিদার ও শাসক গোষ্ঠী ছিল এদের পৃষ্ঠপোষক। অসহায় কৃষককুল বাঁচার তাগিদে এদের ঋণ গ্রহণে বাধ্য হতো। ফলে তাদের ভিটেমাটি থালাবাসন নিঃশেষে চলে যেত রক্তচোষা শোষকের পেটে। তার উপর জুটত শারীরিক নির্যাতন ও নিগ্রহ।

এ সময় বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে বর্গি, মগ, পর্তুগিজ, হাম্মাদ ফিরিঙ্গি ও আরাকান জলদস্যুদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছিল। সারা বছর মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যা সঞ্চয় করত, তা নিমিষে চলে যেত জলদস্যুদের পেটে। শুধু কি ধনসম্পদ? অপহৃত হতো কৃষকদের তরুণ-তরুণী সন্তান-সন্ততি, বিক্রয় হতো ক্রীতদাস হিসেবে। ব্যবহৃত হতো মানবেতর কাজে। রাষ্ট্রীয় শক্তি এদের রক্ষায় সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছিল। কখনও কখনও কৃষক প্রজা কল্যাণে পরিচালিত আন্দোলন রাষ্ট্রশক্তি নির্মমভাবে দমন করত

www.pathagar.com

শোষকদের স্বার্থে। চলতি দৃশ্যে দাদন প্রথায় জর্জরিত তৎকালীন কৃষককুলের মর্মান্তিক দুরবস্থার চিত্র পরিস্ফুট।

দৃশ্যপট : বাংলার একটি গ্রাম। কজন গোরা সৈন্য গ্রামের দাদন গ্রহীতা একজন দুস্থ কৃষককে ধরে বেত্রাঘাতে জর্জরিত করতে থাকবে। মুমূর্ষু কৃষক আর্তচিৎকারে লুটিয়ে লুটিয়ে পড়তে থাকবে। বেত্রাঘাতে তার সমস্ত শরীর রক্তাক্ত হবে। ভীতিপ্রদ এ দৃশ্য ত্রাসের সৃষ্টি করবে। অপরাপর কৃষক দূরে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে নির্বাক চেয়ে থাকবে। মর্মান্তিক এ পীড়নের প্রতিকারের সাহস ও ভাষা হারা গ্রামবাসী ঘন ঘন বিধাতার স্মরণে উচ্চকিত হয়ে উঠতে দেখা যাবে।

কৃষক : (মুমূর্ষু আর্তনাদে) ওরে বাপরে, মলাম গো। কে কোথায় আছ বাঁচাও, বাঁচাও। তোমাদের পায়ে পড়ি সাহেব, আর মেরো না, সাহেব। দয়া করো, সাহেব। আর এমনটি করব না, সাহেব। (বেত্রাঘাতের চোটে) ওরে বাপরে, মাগো। মলাম রে বাঁচাও বাঁচাও।

সর্দার সৈনিক : (স্বদম্ভে) বেটা, হামাদের দাদন লইবে, বাট হামাদের কটা মোটো চাষ করিবে না। টোকে মারবো না তো আডর করিব? টোকে খুন করিব। আই মিন মার্ডার করিব। (বলতে বলতে উপর্যুপরি বুটের ভারী পায়ে লাথি মারতে থাকবে। একপর্যায়ে অসহায় কৃষককে মাড়াতে থাকবে। কৃষক বুকফাটা আর্তনাদে জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে)।

(অশ্বারোহণে ছদ্মবেশী নবাব মীর কাসিমের প্রবেশ)।

নবাব : (অশ্ব হতে অবতরণ করে) এই বেটা সাদা কুত্তা, ছেড়ে দে, ছেড়ে দে বেটা। মগের মুল্লুক পেয়েছ নাকি, যা ইচ্ছা তাই করবে?

সৈনিক সর্দার : (তাচ্ছিল্য করে) লে- বাবা, এ আবার কুন নবাব হামাদের কাজের ডিসটার্ব করিলো। বহুট ডেমাগ দেখাইটেছে। যাহ, বেটা। নইলে টোকেও ইহার সাথে বাঁধিয়া মারিবো, যা ভাগ।

নবাব : (ক্রোধে অগ্রসর হতে থাকবে) বেটা কুত্তার বাচ্ছা কুত্তা। তোদের চামড়াটাই কেবল সাদা। ভিতরটা কুৎসিত। ছিঃ ছিঃ অসহায় গরিব কৃষকটার ওপর ওই সুন্দর হাতটা তুলতে তোর লজ্জা হলো না। (ভূলুণ্ঠিত কৃষকের প্রতি চেয়ে) আহা, বেচারা অনাহারে জীর্ণ, তার ওপর এ অত্যাচার, সইবে কি করে? (সৈনিকের প্রতি চেয়ে) তোমাদের দয়া নেই, মায়া নেই−

সর্দার সৈনিক : ডয়া, মায়া- হা হা হা। (আদেশের ভঙ্গিতে আর পেকে) গেট আউট, আই সি, গেট আউট। বেটা নবাব আসিলো? হামাদের ভয় দেখাইতেছে।

www.pathagar.com

নবাব : (এক ঝটকায় ছদ্মাবরণ খুলে) বেটা কুত্তার বাচ্চা কুত্তা। আমি তোদের বাবা। বাংলায় বাস করিস, বিনা শুল্কে ব্যবসা করিস, বাঙালির গায়ে হাত তুলতে তোদের বিবেক বাধা দেয় না।

(বলেই ঘোড়ার কোড়া দিয়ে সর্দার সৈনিককে মারতে থাকবে। ইত্যাবসরে অন্যান্য গোরা সৈনিকরা একপাশে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে ঘন ঘন নবাবকে স্যালুট দিতে থাকবে।)

সর্দার সৈনিক : (হাত জোড় করে) ডিয়ার নবাব। এক্সকিউজ মি, প্লিজ, প্লিজ হামাকে মাফ করিয়া দিন নবাব বাহাদুর, হামাকে মাফ করিয়া দিন।

নবাব : (ক্ষান্ত হয়ে) ধর, বেটা কান ধর। একজন আরেকজনের কান ধর। (সর্দার সৈনিকসহ সকল গোরা সৈন্য পরস্পরের কান ধরবে। নবাব আঙুলের ইশারায়- সিট ডাউন। সবাই কান ধরা অবস্থায় বসে পড়বে। স্ট্যান্ডআপ। সকলে উঠে দাঁড়াবে। নবাব পরপর তিনবার এ রকম করবে) আর কোনোদিন যেন গরিব চাষির গায়ে হাত তুলতে না দেখি। যাও।

সর্দার সৈনিক : ওহ, ইয়েস, ডিয়ার নবাব বাহাদুর। নো নেভার ইউর অনার। (তাল বেতাল ইয়েস নো বলতে বলতে একে অপরের কান ধরা অবস্থায় ঘোড়ার দিকে যাবে। তারপর কান ছেড়ে দিয়ে নিজ নিজ ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যাবে)

(নবাব পলায়নরত গোরা সৈনিকদের প্রতি চেয়ে থাকবে। তারপর দৃষ্টি ফিরায়ে মুমূর্ষু কৃষকটির কাছে যাবে, তাকে হাত ধরে তুলবে) যাও ভাই, ঘরে ফিরে যাও। (বলেই নবাব অশ্বারোহণে ভিন্ন পথে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যাবে)

কৃষক : (হাত জোড় করে প্রার্থনার ভঙ্গিতে) আল্লাহ মেহেরবান, খোদা, এমন ভালো মানুষ নবাবকে তুমি দীর্ঘজীবী করিও। (কৃষক ঠাঁয় ঊর্ধ্বমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে)

(ধীরে ধীরে পর্দা পতন হবে)।

দৃশ্য-১৭

প্রেক্ষাপট : মীর কাসিম নবাব হবার পর ইংরেজদের আধিপত্য খর্ব হতে থাকে। মীর কাসিম আজীবন সিরাজবিরোধী থাকলেও সিংহাসনে আরোহণের পর তার ভ্রম ঘুচে যায়। তিনি স্পষ্টত বুঝতে পারেন, ইংরেজ বিতাড়ন ছাড়া এ দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব ও প্রজারঞ্জন কোনোটাই সম্ভব নয়। শুল্ক প্রশ্নে ইংরেজদের সাথে নবাবের সম্পর্কের অবনতি ঘটে

www.pathagar.com

গেল। ইংরেজদের বাড়াবাড়িতে তিনি অসহিষ্ণু হয়ে পড়লেন। এক সময় ইংরেজ বিতাড়নে দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধ হয়ে পড়লেন। ঠিক এ সময় তিনি স্বপ্নে প্রয়াত নবাব সিরাজউদ্দৌলার প্রত্যাদেশ পেলেন। এ দৃশ্যে সে বিষয় তুলে ধরা হলো।

দৃশ্যপট : নবাব নাসিরুল মুলক মো. মীর কাসিম আলী খাঁর শয়ন মহল। নবাব নিদ্রামগ্ন। স্বপ্নে প্রয়াত নবাব সিরাজউদ্দৌলার প্রত্যাদেশ।

অশরীরী বাণী : মীর কাসিম। ইংরেজদের উৎপীড়নে বাংলার প্রজাকুল অতিষ্ঠ। মসনদের সুখনিদ্রা তোমায় মানায় না– নবাব।

নবাব : তবে, তবে আমি কী করব, জনাব।

অশরীরী বাণী : (দৃপ্ত কণ্ঠে) ছিন্ন করো গোলামির জিঞ্জির। নির্মূল করো বিশ্বাসঘাতক চক্র। তাড়িয়ে দাও বিদেশি কুকুর। নিপীড়িত প্রজাকুল তোমার সাহায্য প্রার্থী। তাদের পাশে দাঁড়াও বীর। যদি না পারো?

নবাব : যদি না পারি? যদি ব্যর্থ হই?

অশরীরী বাণী : তবে কেন পুতুল নবাব সাজা। বাঙালির শৌর্যে বীর্যে আর একবার উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠো, বন্ধু।

নবাব : (দ্বিধান্বিত কণ্ঠে) এ অসাধ্য সাধন কি আমার পক্ষে সম্ভব?

অশরীরি বাণী : মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন। যে কোনো মূল্যে এ অসাধ্য তোমায় সাধন করে তুলতেই হবে, নবাব। হয় গাজী, নয় শহীদ। যে কোনো একটা তোমায় বেছে নিতে হবে। বাংলার নবাবী তো শখের পুতুল খেলা নয়। অসহায় বাঙালির করুণ মুখপানে চেয়ে স্বীয় কর্তব্যে ঝাঁপিয়ে পড় বীর। আল্লাহ তোমায় সাহায্য করবেন। (অশরীরী বাণীর অন্তর্ধান)

নবাব : (জেগে উঠে, খুঁজবার ভঙ্গিতে) চিরায়ত বাংলার হে সূর্যসৈনিক, আমার সালাম গ্রহণ করো। দাঁত থাকতে বাঙালি দাঁতের মর্যাদা বোঝেনি। তাই জীবিত সিরাজের মূল্য দিতে পারিনি। আজ মরণের পরে তুমি বাঙালির আদর্শ আর আমাদের প্রেরণা। (নবাব উঠে ঝুলন্ত তরবারি একটানে কোষমুক্ত করে) এই আমি তরবারি স্পর্শ করে শপথ নিচ্ছি, এ দেশের মাটি হতে ইংরেজ বিতাড়ন না করা পর্যন্ত এ তরবারি আর কোষবদ্ধ হবে না।

(ক্ষণকাল নীরব থেকে, ভাবাবেগে) হে বাংলা, হে আমার জননী। তোর চোখের জল মোছাতে যদি এ বুকে বজ্র পড়ে পড়ুক। যদি মৃত্যু আসে আসুক। বাধার জগদ্দল অপসারিত করো মা, তোর, পবিত্র মাতৃ পীযূষ পানে

www.pathagar.com

আমি অমৃত পুত্র হতে চাই। আমায় আশীর্বাদ করো, জননী, আশীর্বাদ করো।

(নবাব একদৃষ্টে শূন্যে চেয়ে থাকবেন)।

(ধীরে ধীরে পর্দা পতন)।

দৃশ্য-১৮

প্রেক্ষাপট : মীর কাসিম ছিলেন স্বাধীনচেতা ও আত্মপ্রত্যয়ী নবাব। স্বীয় ব্যক্তিত্বকে জলাঞ্জলি দিয়ে অন্যের আধিপত্যমূলক নবাবীতে তিনি অপমান বোধ করতেন। ব্যক্তিচেতনতা ও দৃঢ়তায় তিনিও নবাব সিরাজের মতো কঠোর ভাবাপন্ন ছিলেন। নবাবী লাভের পূর্ব পর্যন্ত তিনি কুচক্রী চক্রের বলয়ে থাকলেও পরে ধীরে ধীরে তা কেটে যেতে থাকে। তিনি নবাব সিরাজউদ্দৌলার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠেন। ইংরেজদের প্রজাপীড়ন, নবাবের কাজে অযথা নাক গলানো তিনি মোটেই পছন্দ করতেন না। সর্বোপরি ইংরেজদের বিনাশুল্কে বাণিজ্য সুবিধা তিনি একবারে বরদাশত করতে পারতেন না। তাই শুল্কঘটিত প্রশ্নে ইংরেজদের সাথে তার সম্পর্কের অবনতি ঘটতে থাকে। একপর্যায়ে তা যুদ্ধ অনিবার্য করে তোলে। এ দৃশ্যে ইংরেজদের সাথে নবাবের বিপরীত মানসিকতার ছাপ স্পষ্ট।

দৃশ্যপট : নবাবের দরবার কক্ষ। আমত্য পরিষদ নিজ নিজ আসনে উপবিষ্ট। শাহী কায়দায় বিউগল বেজে উঠবে। নকীব উচ্চকণ্ঠে নবাবের প্রবেশের আগমনী ঘোষণা দিবে। ভাবগম্ভীর পদক্ষেপে নবাবের প্রবেশ। সকলে উঠে দাঁড়িয়ে এক সাথে কুর্নিশ করবে। নবাব সিংহাসনে উপবেশন করলে, সকলে পুনরায় নিজ নিজ আসনে সমাসীন হবেন। ইংরেজ সেনাধ্যক্ষ উইলিয়াম ওয়াটসের প্রবেশ)

উইলিয়াম ওয়াটস : (মস্তক ঝুঁকে কুর্নিশ করে) ইউর এক্সিলেন্সি হামাকে টলব করিয়াছে?

নবাব : (রোষ কোষায়িত নেত্রে) মি. ওয়াটস, তোমাদের ধৃষ্টতা সীমা লঙ্ঘন করছে। আমারই রাজ্যে বাস করো, বিনা শুল্কে বাণিজ্য সুবিধা ভোগ করো, আবার আমারই প্রজার গায়ে হাত তোল। এ সাহস তোমরা কোথায় পেলে?

উইলিয়াম ওয়াটস : (থতমত খেয়ে) ইয়েস, নো, ইউর অনার।

নবাব : (রাগত স্বরে) এ ধৃষ্টতার পরিণাম কি জানো, আচরণ সংযত করো, সাহেব, নইলে...।

www.pathagar.com

উইলিয়াম ওয়াটস : হামরা চুক্তি, আই মিন কন্ট্রাক মতো বাণিজ্য করিতেছি ইউর অনার। সেই কটা কি ভুলিয়া গিয়েছেন?

নবাব : (রাগত স্বরে) ভুলি নাই সাহেব। ওই চাপানো চুক্তিকে নবাব মীর কাসিম পদাঘাত করে (নবাব পদাঘাতের ভঙ্গিতে পা ছুড়ে মারবেন)।

উইলিয়াম ওয়াটস : (স্বক্রোধে) দিল্লির বাণিজ্য চুক্তি, টাহাও কি নবাব বাহাডুর ইগনোর করিটেছে?

নবাব : (ক্রোধে) আলবত, দিল্লির বাণিজ্য চুক্তির নামে কি তোমরা প্রজাপীড়নের লাইসেন্স পেয়েছ।

উইলিয়াম ওয়াটস : (ক্রূর হেসে) টবে, নবাব হামাডের কি করিটে বলিটেছে, হামি আন্ডারস্ট্যান্ড করিটে পারিটেছি না।

নবাব : (আদেশের সুরে) বাণিজ্যের নামে প্রজাপীড়ন বন্ধ করতে হবে সাহেব। নইলে, নইলে তোমাদের মাথা মুড়িয়ে এ দেশ থেকে বের করে দিতে বাধ্য হব।

উইলিয়াম ওয়াটস : (অবজ্ঞায়) নবাব বোড হয় আগের নবাবদের ট্র্যাজেডি ভুলিয়া গিয়াছেন?

নবাব : (তারস্বরে) ভুলি নাই সাহেব। বরং সে ট্র্যাজেডি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছি। (পরিতাপের স্বরে) আজ মনে পড়ে, নবাব সিরাজউদ্দৌলার কথা। আজ বুঝেছি কেন তিনি তোমাদের তাড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। উৎকোচ আর প্রলোভনে তোমরা এক ভাইকে অপর ভাইয়ের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছ। মরেছি আমরা, আর তোমরা তার সুফল ঘরে তুলে নিয়েছ। এত কুৎসা, এত ঘৃণ্য তোমাদের চরিত্র। ষড়যন্ত্র আর বিশ্বাসঘাতকতার বিষবাষ্পে ঘোলাজলে মৎস্য শিকারে তোমরা সিদ্ধহস্ত।

উইলিয়াম ওয়াটস : ইউর অনার, হামি আপনার কটা মি. ক্লাইভকে ইনফর্ম করিব।

নবাব : যাও উইলিয়াম ওয়াটস। কর্নেল ক্লাইভকে গিয়ে বলো। নবাব এ চুক্তির কোনো শর্তই আর মানতে বাধ্য নয়। তোমরা বারবার চুক্তির সীমা লঙ্ঘন করবে, আর নবাব পাই পাই করে তা মেনে নিবে, তা হয় না উইলিয়াম ওয়াটস। একটা স্বাধীন দেশের স্বাধীন নবাব, কলকাতার কথা মতো চলতে পারে না। তাই এ অসম চুক্তি নবাব মানতে বাধ্য নয়।

উইলিয়াম ওয়াটস : (ক্রূর কটাক্ষে) নবাব বাহাডুর যাহা যাহা বলিটেছে, হামি কর্নেল ক্লাইভকে তাহা টু দি পয়েন্ট ইনফর্ম করিব, ইউর অনার। টবে, পরিণামটা সুইট হইবে না।

www.pathagar.com

নবাব : পরিণাম। পরিণামের ভয়ে নবাব মীর কাসিম ভীত নয়। ওয়াটসন। কারও অনুগ্রহের নবাবী আমি আর করতে চাই না। আমি স্বাধীন দেশের স্বাধীন নবাব। স্বাধীন জনগণের নবাব। তোমাদের ক্লাইভের নবাব নই।

উইলিয়াম ওয়াটস : (স্বদম্ভে) দিল্লির চুক্তি মতে হামরা বাণিজ্য করিটেছি নবাব বাহাদুর। আপনার রক্তচক্ষুকে হামরা কেয়ার করি না ইউর অনার। বাই (যেতে উদ্যত হবে)

নবাব : (ক্রোধে) দাঁড়াও, উইলিয়াম ওয়াটস। শেষ কথা শুনে যাও। (শ্লেষের স্বরে) তোমাদের দেখলেই ঘৃণার উদ্রেক হয়। এত অসভ্য তোমাদের আচরণ? তোমরা যে পাতে খাও, সে পাতেই বমন উদগীরণ করো। তোমাদের কথায় আমরা একজন দেশপ্রেমিক নবাবকে হারিয়েছি। তোমাদের ষড়যন্ত্রের সুবাদে নবাব মীর জাফর আজ কক্ষচ্যুত। এখন তোমাদের টার্গেট আমার প্রতি। তাই না উইলিয়াম ওয়াটস? তবে, সে সাধ আর পূর্ণ হবে না।

উইলিয়াম ওয়াটস : নবাব বাহাডুর নিরর্থক হামাডের গালিমন্দ করিটেছেন। কন্ট্রাক মটে হামরা এখানে বাণিজ্য করিতেছি। নবাব হামাদের কি অপরাড পাইলো। হামি আন্ডারস্ট্যান্ড করিটে পারিতেছি না, ইউর অনার।

নবাব : (স্মিত হেসে) অপরাধ, অপরাধ তোমরা করোনি, সাহেব। বাঙালি ঐক্যে ফাটল ধরিয়ে ডিয়েছ। অন্যায় দাবিতে কালো টাকায় ভরে তুলেছ তোমাদের ভাণ্ডার। নির্বিচারে নিরীহ প্রজাপীড়ন করে চলেছ। বিদেশি হয়েও এ দেশের রাজকার্যে নির্লজ্জ নাক গলাচ্ছ। এসব কি তোমাদের অপরাধ নয়।

উইলিয়াম ওয়াটস : টাহা হইলে একন আসি, নবাব বাহাডুর। বাই বাই– (যেতে উদ্যত হবে)

নবাব : (আদেশের স্বরে) দাঁড়াও, ওয়াটস। যেতে চাইলেই যাওয়া যায় না। নবাবের অনুমতি প্রয়োজন। এ সামান্য শিষ্টাচারটুকুও হারিয়ে ফেলেছ। (বলতে বলতে নবাব সিংহাসন থেকে ওয়াটসের কাছে গিয়ে) একটা কথা ভালো করে জেনে যাও উইলিয়াম ওয়াটস, এ দেশে বাস করতে হলে এ দেশের আইনকানুনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকতে হবে। সে কথা ভুলে যেও না। (আঙুলের নির্দেশে পথ দেখিয়ে) যাও, এ মুহূর্তে দরবার ত্যাগ করো।

উইলিয়াম ওয়াটস : নবাব হামাকে অপমান করিলেন?

নবাব : (শ্লেষের সুরে) শুধু অপমান নয় সাহেব, আরও কিছুর জন্য প্রস্তুত হও। যাও।

www.pathagar.com

উইলিয়াম ওয়াটস : (বিদায়ের ভঙ্গিতে রাগত স্বরে) ওকে নবাব? আবার দেখা হবে। বাই, বাই।

(উইলিয়াম ওয়াটসের স্বদম্ভে প্রস্থান)

নবাব : (উইলিয়াম ওয়াটসের যাত্রাপথে দৃষ্টি ফিরিয়ে দরবারের উদ্দেশ্যে) বন্ধুগণ, বাংলার আকাশে আবারও পরিকল্পিত হচ্ছে দুর্যোগের ঘনঘটা। আবারও বাংলার শ্যামল দিগন্তজুড়ে অশান্তি, নিপীড়ন আর নিগ্রহের রাহুগ্রাস ছায়াপাত করছে। আবারও ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসহীনতা দানা বেঁধে উঠছে। এতদিন আবেগতাড়িত হয়ে যা করেছি তার মাশুল পেয়েছি হাতে হাতে। বাংলা আর বাঙালির দুর্ভোগের জন্য দায়ী ওই ইংরেজ। ওই সাদা বিলাতি কুকুর তাড়াতে ব্যর্থ হলে ক্ষয়ক্ষতির পরিধি বেড়ে যাবে। তাই অতীতের ভুলভ্রান্তি মুছে ফেলে আসুন, অনাগত ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হই। আর দ্বিধা নয়, দ্বন্দ্ব নয়, নয় কোনো ভুল বোঝাবুঝি। আত্মপ্রবঞ্চনা পরিহার করে আত্মত্যাগের সুমহান আদর্শে উজ্জীবিত হই। সকলে মিলেমিশে ইংরেজ বিতাড়নে ব্রতী হই নইলে সৃষ্টি হবে আবারও সংঘাত, ষড়যন্ত্র, শঠতা। প্রবঞ্চনার হিংস্র থাবায় কলঙ্কিত ও লুণ্ঠিত হবে বাংলার ইতিহাস।

সভাসদ : (সকলে একসাথে তরবারি উন্মোচন করে উঠে দাঁড়াবে, সমস্বরে) বাংলার স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষার প্রশ্নে আমরা নবাব বাহাদুরের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করছি। প্রতিজ্ঞাপূর্বক শপথ গ্রহণ করিতেছি যে, ইংরেজ বিতাড়ন না করা পর্যন্ত এ তরবারি আর কোষবদ্ধ করিব না। আমরা জাঁহাপনার আদেশের প্রতীক্ষায় থাকব। (সকলে একসাথে নবাবকে কুর্নিশ করবে)

নবাব : (স্বহর্ষে) জয় বাংলার জয়, জয়-জয় বাঙালির জয়।

সকলে : (সমস্বরে) জয় নবাবের জয়। জয়-জয় জননী জন্মভূমির জয়। (দৃশ্য পতন)।

www.pathagar.com

তৃতীয় অঙ্ক

দৃশ্য-১

প্রেক্ষাপট : মোহাম্মদী বেগ, নিষ্ঠুর লোভী, সুযোগ সন্ধানী ও অকৃতজ্ঞ একটি ঐতিহাসিক চরিত্র। নিতান্ত ছিন্নমূল পরিবেশ থেকে নবাব আলীবর্দীর দয়ায় দু'হাজারী মনসুরদারী লাভ করেও তার দুরাকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হয় নাই। প্রধান বখশী হওয়ার উদগ্র কামনা তাকে ইতিহাসের ঘৃণ্য ও হীন কর্মে প্রবৃত্ত করে তোলে। মীরনের কূট চক্রান্ত ও পদ-পদবির প্রত্যাশায় সে নির্দ্বিধায় নবাব সিরাজদৌলাকে নির্মমভাবে হত্যা করে ঘৃণ্য এক ঘাতকে পরিণত হয়। কিন্তু এতকিছু করেও তার সে দুরাশা পূর্ণ হয় নাই। ইতিহাসে জঘন্যতম শাস্তি তার প্রতি অনিবার্য হয়ে আসে।

মোহাম্মদী বেগের মৃত্যু সম্পর্কে দ্বিমত বিদ্যমান। একটি সূত্র থেকে জানা যায় যে, ইংরেজদের পাতানো বিনা মেঘে বজ্রপাতে মীরনের মৃত্যুর রাত্রিতে ইংরেজরা মোহাম্মদী বেগকে গুম করে রেখেছিল। পরে তাকে বিলাতি ডাল কুত্তা দ্বার ভক্ষিত করা হয়। অপর একটি সূত্র মতে, নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে হত্যা করার পর তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে। পরে বদ্ধ উন্মাদ অবস্থায় গভীর কূয়ায় ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে। তবে সকল ঐতিহাসিকগণই তার অস্বাভাবিক অপমৃত্যু সম্পর্কে সন্দেহাতীতভাবে একমত।

মীরনের মৃত্যুকাল সম্পর্কেও ঐতিহাসিকগণ একমত নন। কারও মতে নবাব সিরাজউদ্দৌলা হত্যার চার সপ্তাহের মধ্যে মীরন নিহত হয়। কারো মতে, চার বছরের ভিতর। প্রথমোক্ত মতই বেশি সঠিক বলে প্রতীয়মান হয়। ১৭৫৭ হতে ১৭৬০ পর্যন্ত নবাব মীর জাফরের ব্যর্থতা, ষড়যন্ত্র, যুদ্ধবিগ্রহ, উৎখাত ও নবাবী হস্তান্তর প্রভৃতি ঘটনা পরম্পরায় মীরনের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয় না। মীরন নিহত হওয়ার পর মোহাম্মদী বেগের স্থিতিও নজরে পড়ে না বিধায় প্রথম সূত্রটি নির্ভরযোগ্য বলে এ দৃশ্যে প্রতিভাত করা হলো।

www.pathagar.com

দৃশ্যপট : পূর্ণিয়ার বিদ্রোহী খাদিম হোসেনের পশ্চাৎধাবনকারী ইংরেজ সেনাশিবির। শিবিরের অদূরে বধ্যভূমি। বধ্যভূমিতে মোহাম্মদী বেগ। চারদিকে বৃত্তাকারে ধৃত কয়েকটি ভীষণাকার মাংসাশী বিলাতি ডাল কুত্তা। একজন পদস্থ সেনা গোরা সৈনিকের মুখে পিতলের হুইসেল। সে ঘন ঘন হাতঘড়ির দিকে দেখতে থাকবে। সময়- সায়াহ্ন।

মোহাম্মদী বেগ : (ক্ষুধিত ও হিংস্র কুকুরগুলির ব্যাদান জিহ্বার লোলুপদৃষ্টির প্রতি দেখতে দেখতে ভয়ার্ত স্বরে) হায়, নিয়তির নির্মম পরিহাস। পাপের কি ঘৃণ্য শাস্তি। এ হাতে নিরপরাধ সিরাজকে হত্যা করেছি। হত্যা করেছি নিষ্পাপ শিশু মুরাদউদ্দৌলাকে, সুদর্শন কিশোর মেহেদী ও একরামুদ্দৌলাকে। মাতৃতুল্য বেগমকে করেছি অপমান। অর্থ আর পদবির লোভে কৃতঘ্নের ন্যায় নবাবের নেমকহারামি করেছি। আমার পরিত্রাণ নেই। ক্ষমা নেই। সিরাজের রক্তের দাগ এখনও মুছে যায় নাই। এরই মধ্যে নেমে এলো ঘৃণ্য শাস্তি। আমি অকৃতজ্ঞ। আমার মার্জনা নাই, মার্জনা নাই।

(অসহায় মোহাম্মদী বেগ কাঁদতে থাকবে। প্রথম হুইসেল পড়বে। ভয়ার্ত বেগ চমকে উঠে চিৎকার দিয়ে উঠবে) বাঁচাও, বাঁচাও। (ক্ষুধার্ত কুত্তাগুলো আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে। ব্যাদান জিহ্বা দিয়ে টপ করে ঝরে পড়বে লোলুপ লালা। রক্তচক্ষুগুলো আরও হিংস্র ও উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। খাদ্যের জন্য আরও অস্থির হয়ে উঠবে। সাক্ষাৎ মৃত্যু ভয়ে মোহাম্মদী বেগের মুখমণ্ডল ফ্যাকাশে বীভৎস হয়ে উঠবে। সর্বাঙ্গ শিহরিত হয়ে লোমগুলো সজারুর কাঁটার মতো খাড়া হয়ে যাবে। ছাড়া পাওয়ার জন্য কুকুরগুলো দুরন্ত হয় উঠবে। ওদের জ্বলন্ত ও ক্ষুধিত রক্তচক্ষুর প্রতি দৃষ্টি সচকিত হবে মোহাম্মদী বেগের।

দ্বিতীয় হুইসেল শ্রুত হবে। মরণপণ চিৎকার দিয়ে উঠবে বেগ। কুকুরগুলো আরও দুরন্ত হয়ে উঠবে। চাক্ষুষ মৃত্যু ভয়ে মোহাম্মদী বেগের চেহারা বিদঘুটে ও কদাকার হয়ে উঠবে। মাথার চুল ঘোড়ার কেশরের ন্যায় ফুলে সোজা হয়ে যাবে। কোটর উদগত চক্ষুদ্বয় ঠেলে বেরিয়ে আসবে।

শেষ সঙ্কেত শ্রুত হবে। ছেড়ে দেয়া হবে দুরন্ত কুকুরগুলোকে। বিকট বন্য ঘ্যাঁত ঘ্যাঁত শব্দ করে কুকুরগুলো ছুটে আসতে থাকবে মোহাম্মদী বেগের দিকে। ভয়ে বিকট আওয়াজ তুলে জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে মোহাম্মদী বেগ। ক্ষুধার্ত কুকুরগুলো নিমিষে শতছিন্ন করে খেয়ে ফেলবে মোহাম্মদী বেগের দেহ। এমন কি মাটি খুঁড়ে দেহের প্রোথিত অংশ বের করে নিঃশেষ করবে জানোয়ারগুলো। গোরা সৈন্যরা আবারও কুকুরগুলোকে ধরে মুখে বেল্ট এঁটে টেনে নিয়ে যেতে থাকবে।

(দৃশ্য পতন)

www.pathagar.com

দৃশ্য-২

প্রেক্ষাপট : ফকির দানাশাহ, নবাব সিরাজউদ্দৌলার প্রথম সন্ধানদাতা। ইনামের প্রত্যাশায় রাজমহলের ফৌজদার কুঠিতে সংবাদ দিয়েছিল সে। কিন্তু সে ইনাম তার ভাগ্যে জোটেনি। বরং জুটেছিল পরিতাপ আর শোচনা। নবাব সিরাজউদ্দৌলার সংবাদদাতা ইতিহাস কুখ্যাত ফকির দানাশাহও পরিত্রাণ পায় নাই ইতিহাসের ক্ষমাহীন জিঘাংসা থেকে। বিষধর সাপের দংশনে তার মৃত্যু হয়েছিল। যে মুখে সে নবাবের সন্ধান দিয়েছিল, সে মুখে তার মৃত্যুকালে অনর্গল বমন হতো। চাপ চাপ কালো রক্ত বের হতো মুখ দিয়ে। এ দৃশ্যে ফকির দানাশাহর সে করুণ পরিণতি পরিদৃষ্ট।

দৃশ্যপট : ফকির দানাশাহর জীর্ণ ঝুপড়ি। বিষধর সর্প দংশনে যন্ত্রণাকাতর দানাশাহ। মুখভর্তি কালো চাপ চাপ জমাট বাঁধা রক্ত বমন করছে সে।

দানাশাহ : (দংশিত হাতটি চেপে ধরে, কাঁপতে কাঁপতে) উহ, আহ বাবা গো, মলাম গো, বাঁচাও গো।(দানাশার স্ত্রীর প্রবেশ)।

স্ত্রী : (হতবিস্ময়ে) কি হয়েছে গো তোমার। অমন করছ কেন?

দানাশাহ : (মুমূর্ষু স্বরে) আমায় সাপে কেটেছে গো। বিষে জ্বলে গেল গো। উহ আহ। আমাকে বাঁচাও গো, আমাকে বাঁচাও। উহ কি ভীষণ যন্ত্রণা।

স্ত্রী : (আতঙ্কিত কণ্ঠে) কোথায় কেটেছে, দেখি, দেখি। (দংশিত স্থানে দেখবে পাশাপাশি দুটি রক্ত ক্ষত। নিজের শতছিন্ন পরিধেয় বস্ত্রের এক অংশ ছিঁড়ে দংশিত স্থানের উপরে পরপর দুটি বাঁধন দিয়ে, ওমা এ যে কাল সাপের দংশন। হায়, হায় খোদা একি করলে। এখন আমাদের কি হবে। (ক্ষণকাল চিন্তা করে) ওগো তুমি একটু চুপটি করে থাক। আমি এক্ষুনি একজন ওঝা ডেকে আনি। (বলতে বলতে দ্রুত বেরিয়ে গেলেন) (স্ত্রীর প্রস্থান)।

দানাশাহ : উহ, জ্বলে গেল। পুড়ে গেল। ওরে বাপরে, মলাম রে, কে আছ, আমাকে বাঁচাও-বাঁচাও। (দানাশাহর মুখভর্তি জমাট কালো রক্তবমন হতে লাগল। সারা শরীর বিষে নীলবর্ণ ধারণ করবে। মুখে কালো ফেনা হতে থাকবে) খোদা, আমায় মার্জনা করো খোদা। অমন ভালো মানুষ নবাবকে ধরিয়ে দিয়ে মহাপাপ করেছি দয়াময়। সে পাপেই আমার আজ এ দুরবস্থা। আমায় মার্জনা করো প্রভু। (অতিকষ্টে কথাগুলো বলতে বলতে দানাশাহ অজ্ঞান হয়ে যাবে) এক সময় অসাড় হয়ে যাবে)। (ওঝাসহ দানাশাহর স্ত্রীর প্রবেশ)।

www.pathagar.com

স্ত্রী : (হন্তদন্ত হয়ে) কই গো, ওঠো, এই যে আমি ওঝা নিয়ে এসেছি। যা, তা ওঝা নয়। সাত দিনের সাপে কাটা মরাও এর হাতে ভালো হয়। এবার তুমি ঠিক ভালো হয়ে যাবে। ওঠো, চোখ মেলে দেখো। (বলতে বলতে গায়ে হাত দিয়ে ঠেলা দিবে। দানাশাহ অসাড়। ভালোভাবে পরীক্ষা করে) চলে গেছে? (কপালে করাঘাত করে) হায়, খোদা, একি! করলে, একি করলে খোদা। এক পালা বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে আমি এখন কোথায় দাঁড়াব? কোথায় যাব? (বলতে বলতে চিৎকার দিয়ে দানাশাহর অসাড় দেহের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়বে।)

ওঝা : (পরীক্ষার উদ্দেশে) ওদিক একটু সরো তো মা। আমি একটু পরীক্ষা করে দেখি। (পরীক্ষা করে) আহা, এ যে কালনাগ? কালনাগ তো যাকে তাকে যখন তখন দংশে না? কেবল মহাপাতকে বিধাতার নির্দেশে দংশন করে। এ আর ফিরে আসবে না মা। অভিশাপ? বিধাতার অভিশাপ, রুদ্ররোষ? মহাপাতকের অনিবার্য শাস্তি। এ আর ভালো হবে না। আমি তাহলে যাই, মা। (ওঝার প্রস্থান)। (দানাশাহর স্ত্রী স্বামীকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকবে) ওরে আমার কি হবে রে। আমি এখন কোথায় যাব রে। (পর্দা পতন)।

দৃশ্য-৩

প্রেক্ষাপট : কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কাউন্সিল। এ দেশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সুপ্রিম কাউন্সিল। এ কাউন্সিলে ইংরেজদের নীতিনির্ধারণ, অবস্থান গ্রহণ ও কর্মকৌশল অনুমোদিত হতো। নবাব মীর কাসিমের শুল্ক বিরোধের কারণে জরুরিভিত্তিতে আহূত হয় এ কাউন্সিল অধিবেশন। আর এ অধিবেশনেই প্রথম প্রকাশিত ও অনুমোদিত হয় বাংলা-ভারতে ব্রিটিশ উপনিবেশ স্থাপনের প্রস্তাব। এ দৃশ্যে ফোর্ট উইলিয়াম কাউন্সিল অধিবেশনের অবতারণা করা হলো।

দৃশ্যপট : কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ। মন্ত্রণাকক্ষ। আহূত জরুরি অধিবেশন। কাউন্সিলরগণ নিজ নিজ আসনে উপবিষ্ট। পর্দা উঠে যাবে।

উইলিয়াম ওয়াটস : (অভিযোগের সুরে) নবাব হামাকে বহুট অপমান করিয়াছে। হামাকে ডরবার হইতে তাড়াইয়া ডিয়াছে। কোম্পানির সকল চুক্তি আই মিন কন্ট্রাক ইগনোর করিয়াছে। হামি এ অপমানের বিচার চাহিটেছি ডিয়ার ফ্রেন্ডস।

www.pathagar.com

ক্যাপ্টেন নক্স : (সদম্ভে) আসূর্য বিস্তৃত ব্রিটিশ আম্পায়ার। পুওর নবাব হামাডের অপমান করিবে? আন টলারেবল, মি. গভর্নর। ফুলিশ নবাবকে সমুচিত শিক্ষা, আই মিন এ গুড টিচ ডিতে হইবে। বুঝিয়া ডিতে হবে, হোয়াট ব্রিটিশ মেন আর?

গভর্নর ড্যাম্পি স্টার্ট : (উপদেশের সুরে) ডোন্ট বি সো মাচ এক্সাইটেড, ফ্রেন্ডস। নবাব হ্যাজ এ বিগার অ্যান্ড ওয়েল আর্মড আর্মি। বিসাইডস আওয়ার বর্ন এনিমি ফ্রান্সেস অ্যান্ড আর্মেনিয়ান্স আর উইথ হিম। ইফ উই বি ডিফিটেট, দ্যান হোয়াট উইল বি হ্যাপেনড্, ডু ইউ ইমাজিন। বি এওয়ার। হামাডের গুনিয়া গুনিয়া পা ফেলিতে হইবে, আন্ডারস্ট্যান্ড?

কর্নেল রবার্ট ক্লাইভ : (সমর্থনের সুরে) ওহ, থ্যাঙ্ক ইউ মি. গভর্নর। ইউ আর রাইট। ফ্রন্ট ফাইট ইজ মোস্ট রিস্কি ফর আস। ব্যাক ডোর অনলি ব্যাক ডোর ইজ মোর প্রিফারেবল ফর আওয়ার একজিসট্যান্স ডু ইউ নো?

গভর্নর ড্যাম্পি স্টার্ট : (আর্দ্র কণ্ঠে) ওহ, আই ডিপলি রিমেম্বার আওয়ার দোস ফ্রেন্ডস, হুম উই হ্যাভ লস্ট বিফোর। রিমেমেবার আওয়ার ফ্রেন্ডস নার্সিং স্টোন, এডমিরাল ওয়াটসন, অ্যান্ড স্কফটন। ওহ এলাচ! দে আর নো মোর এলাইভ। ইফ দে উড এলাইভ। (বলতে বলতে অশ্রুসজল গভর্নর ঘন ঘন রুমালে চোখ মুছবে। অন্যরাও ভারাক্রান্ত উচ্ছ্বাসে মুখ ঢেকে কান্না রোধ করবার চেষ্টা করতে থাকবে।

কর্নেল রবার্ট ক্লাইভ : (পরামর্শের উদ্দেশে সান্ত্বনার ছলে) ডোন্ট টেক ইট টু দ্য হার্ট, মাই ফ্রেন্ডস? উই টুক রিভেঞ্জ ফর আওয়ার বেস্ট। আই মিন বডলা নিয়াছি। ব্লাডি ইয়ার লতিফকে গুম করিয়া ডিয়াছি। মীরন অ্যান্ড মোহাম্মদী বেগকে খটম করিয়াছি। দুর্লভ রাম অ্যান্ড রায় দুর্লভকে খুন করিয়াছি। হামাডের ব্লাডের বডলা লইয়াছি। দ্যাটস নট লেস দ্যান দেম?

উইলিয়াম ওয়াটস : (সমর্থনের সুরে) ইয়েস, মি. কর্নেল। উই হ্যাভ হ্যাড এ গুড রিভেঞ্জ। ইংলিশ ব্লাডের প্রতিশোধ নিয়াছি। ইডিয়ট বেঙ্গলিকে বুঝিয়া ডিয়াছি, ব্রিটিশ ব্লাডের ভ্যালু কতটুকু আছে।

কর্নেল রবার্ট ক্লাইভ : (কাউন্সিলরদের উদ্দেশে) হাউ এভার, মাই ডিয়ার কাউন্সিলরস, হিয়ার আই গ্লাডলি প্রেজেন্টস ইউ এ নিউ আইডিয়া। এ নিউ ড্রিম ফর দ্য ব্রিটিশ নেশন। দ্যাটস ইন ইন্ডিয়া উই মে সেটআপ এ ব্রিটিশ টেরিটরি। ইট মে নট?

উইলিয়াম ওয়াটস : (উচ্ছ্বাসে) ওহ, ফাইন। বাট হাউ ক্যান ইট পসিবল? স্যার।

www.pathagar.com

কর্নেল রবার্ট ক্লাইভ : (শান্ত কণ্ঠে) ইট মাইট বি পসিবল। হোয়াই নট মাই ফ্রেন্ড। কাম নিয়ার অ্যান্ড লিসন টু মি. নট ইন ফ্রন্ট ফাইট। উই টার্ন ইট পসিবল ইন ব্যাক পয়েন্ট। উই কনভারটেড নেটিভ জেনারেলস, আমির অ্যান্ড জামিনডারস ইন আওয়ারস ফেভার। ইটস নো মোর হার্ড এট অল। আফটার দ্যাটস আওয়ার টার্গেট উইল বি দ্য স্টপিড নবাব মীর কাসিম আলী খাঁ। ব্যস, ফাস্ট বাংলা বিহার অ্যান্ড উড়িষ্যা দ্যান দি হোল ইন্ডিয়া উইল কাম ডাউন আন্ডার ব্রিটিশ আম্পায়ার। উই উইল রুলস ওভার ইট আন্ডারস্ট্যান্ড মাই ফ্রেন্ডস।

গভর্নর ভ্যান্সি স্টার্ট : (আনন্দে করতালি দিয়ে) ওহ, হোয়াট এ গুড আইডিয়া, মি. কর্নেল। আই কনগ্রাচ্যুলেট ইট ফর দিস।

সকলে : (উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে) ওহ, থ্যাঙ্ক ইউ মি. কর্নেল। থ্যাঙ্ক ইউ ফর দ্য গুড ড্রিম। ইফ ইট বি পসিবল।

কর্নেল ক্লাইভ : ফর গড সেক, ইট মাইট বি পসিবল। ওয়েট অ্যান্ড সি, ডিয়ার ফ্রেন্ডস। বাট, প্রোসিড কেয়ারফুলি। বিকজ দ্য ফ্রান্স অলসো ড্রিমস ফর দেয়ার টেরিটরি ইন ইন্ডিয়া আন্ডারস্ট্যান্ড? প্রোসিড অন ইওর কমপ্লিট কেয়ার অ্যান্ড ডিভোশন ফর দি ইমপ্লিমেন্টেশন অব দ্য সেইড ড্রিম। (বিদায় শুভেচ্ছা দিতে দিতে) থ্যাঙ্ক ইউ অল।

সকলে : (সমস্বরে) থ্যাঙ্ক ইউ। (হাত নেড়ে নেড়ে বিদায় শুভেচ্ছা জানাতে জানাতে সকলের প্রস্থান) (পর্দা পতন)।

দৃশ্য-৪

প্রেক্ষাপট : শুল্ক বিরোধ প্রশ্নে জগৎশেঠ ও মহারাজা স্বরূপ চাঁদ ইংরেজদের পক্ষ অবলম্বন করেন। নবাব মীর কাসিম শেঠদের এ ভূমিকা ভালো চোখে দেখলেন না। নবাবের বিরুদ্ধে ইংরেজ ও মীর জাফরের কাছে লেখা শেঠদের কিছু পত্র নবাবের হস্তগত হলো। নবাব ভীষণ প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে উঠলেন। সে সময় শেঠরা অধিকতম ক্ষমতার অধিকারী হয়ে উঠেছিলেন। তাদের আঙ্গুলি নির্দেশ ছাড়া কোনো রাজনৈতিক পরিবর্তন সাধিত হতো না। ষড়যন্ত্রের মূল নাটাই থাকত শেঠদের হাতে। সুযোগসন্ধানী শেঠরা এ ক্ষমতার মোক্ষম ব্যবহার করে কালো টাকার পাহাড় গড়ে তুলেছিল। ষড়যন্ত্র আর ক্যু এর মধ্যমণি ছিল শেঠ ভ্রাতৃদ্বয়।

নবাব মীর কাসিম বিলক্ষণ শেঠদের চিনতেন। তাই তিনি বীরভূমের ফৌজদার তকি খাঁকে গোপনে নির্দেশ পাঠালেন কৌশলে শেঠ ভ্রাতৃদ্বয়কে

www.pathagar.com

গ্রেফতার করে মুঙ্গেরে পাঠিয়ে দিতে। এ দৃশ্যে সে বিষয়ের অবতারণা করা হলো।

দৃশ্যপট : বীরভূমের ফৌজদার কুঠি। ফৌজদার তকি খাঁ একাকী পায়চারি করছেন। দ্বাররক্ষীর প্রবেশ।

দ্বাররক্ষী : (অভিবাদন করে) নবাবের দূত সাক্ষাৎপ্রার্থী জনাব।

ফৌজদার তকি খাঁ : (দূতের প্রতি চেয়ে) পাঠিয়ে দাও?

(দ্বাররক্ষীর প্রস্থান। ক্ষণকাল পরে দূতের প্রবেশ। হাতে একখানা পত্র)

দূত : (অভিবাদন করে, পত্র বাড়িয়ে দিয়ে) নবাব বাহাদুরের জরুরি পত্র জনাব?

ফৌজদার তকি খাঁ : (পত্র হাতে নিয়ে খুলে পড়বে। পাঠান্তে) যাও দূত, নবাব বাহাদুরকে আমার তছলিম জানিয়ে বলো, তার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালিত হবে।

দূত : (তছলিম অন্তে) যাই, জনাব। আলবিদা।

(দূতের প্রস্থান)

ফৌজদার তকি খাঁ : (চিন্তিত মনে পায়চারি করতে করতে মাথা দুলিয়ে) এতদিনে নবাব প্রকৃত কুচক্রীদের শনাক্ত করতে পেরেছেন। যাদের আঙ্গুলি নির্দেশে শাহী মসনদ, দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব আজ বিপন্ন, সেই বিশ্বাসঘাতকদের নবাব চিনতে পেরেছেন। তবে, অনেক বিলম্বে। এতদিনে গঙ্গার পানি অনেক দূর গড়িয়েছে, অনেক দূরে। (আবারও পায়চারি করতে করতে) নবাব পত্রে শেঠদের কৌশলে বন্দি করে মুঙ্গোরে পাঠাতে নির্দেশ দিয়েছেন। কাজ বিলক্ষণ কঠিন। ইংরেজ এ কাজে প্রধান অন্তরায়। তবুও স্বাধীনতা ও মসনদের স্বার্থে এ অসাধ্য সাধন করতেই হবে। জীবনবাজি রেখেও কুচক্রী শেঠ ভ্রাতৃদ্বয়কে বন্দি করে মুঙ্গোরে পাঠাতেই হবে। আর বিলম্ব নয়, দ্বিধা নয়, অন্য কোনো ভয়ভীতি নয়, আজই, হ্যাঁ, আজই যামিনীর মধ্যভাগে অতর্কিতে ... হা হা হা। (হাসতে হাসতে তকি খাঁর দ্রুত প্রস্থান, দৃশ্য পতন)।

দৃশ্য-৫

প্রেক্ষাপট : শুল্ক প্রশ্নে নবাব মীর কাসিমের সাথে যুদ্ধ হয়েছিল ইংরেজদের। বেনিয়া ও সুতির যুদ্ধে নবাবের প্রাথমিক বিজয় অর্জিত হলেও উদয়নালার যুদ্ধে ঘটে চরম পরাজয়। অথচ উদয়নালায় ছিল নবাবের চরম প্রত্যাশা। পরাজয়ের পর তিনি মুঙ্গোরে আশ্রয় নেন। সেখান থেকে যুদ্ধের প্রস্তুতি

www.pathagar.com

নিতে থাকেন। নবাব তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের আভাস পেয়েছিলেন অনেক আগে থেকেই। কিন্তু উদয়নালা যুদ্ধে পরাজয়ের পর তিনি পরাজয়ের কারণ উদ্ঘাটনে ব্রতী হন। ইংরেজদের তুলনায় বহুগুণে অধিক সেনাবল, রসদবল ও অস্ত্রবল থাকা সত্ত্বেও তার পরাজয় অকল্পনীয় ও অবিশ্বাস্য। এ পরাজয়ের কারণে যে ষড়যন্ত্র তিনি তার প্রমাণাাদি পান। সে সাথে ষড়যন্ত্রীদেরও তিনি শনাক্ত করতে সক্ষম হন। এ সময় তিনি এতই ক্রোধান্বিত ও প্রতিহিংসাপরায়ন হয়ে পড়েন যে, আর একটি বিশ্বাসঘাতককে পিছনে রেখে তিনি এক ধাপও যুদ্ধে অগ্রসর হবেন না বলে কর্তব্য স্থির করে ফেললেন। আর এজন্য শেঠদের গ্রেফতার করে মুঙ্গোরে পাঠাবার নির্দেশ দিয়েই তিনি ক্ষান্ত হলেন না। কৌশলে মহারাজা রাজবল্লভ, রাজা উমিদ রায় ও পুলিশ প্রধান মুরলীধরকে আটক করে মুঙ্গোরের বন্দিশিবিরে রাখেন।
এ সময় তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে দেশীয় জমিদার আমির ওমরাহকে হত্যা করে পরাজয়ের প্রতিশোধ নেন। তার শুদ্ধি অভিযানের যৎসামান্য এ দৃশ্যে তুলে ধরা হলো।

দৃশ্যপট : মুঙ্গোর। নবাবের সেনাছাউনি। ছাউনিতে উদ্বিগ্ন নবাব অস্থির পদচারণা করছেন। সময়- সায়াহ্ন। এক সময় নবাব হাততালি দিবেন।
(দ্বাররক্ষীর প্রবেশ)
দ্বাররক্ষী : (অভিবাদন সহকারে) বন্দেগি জাঁহাপনা।
নবাব : বন্দি রাজা রাজবল্লভ , রাজা উমিদ রায় ও মুরলীধরকে এখানে হাজির করো।
দ্বাররক্ষী : (অভিবাদন করে) যথা আজ্ঞা আলী জাঁ।
(দ্বাররক্ষীর প্রস্থান)
(ক্ষণকাল পরে পিছনে দুহাত মোড়া মহারাজা রাজবল্লভ, রাজা উমিদ রায় ও পুলিশ প্রধান মুরলীধরকে নিয়ে কজন সৈনিকের প্রবেশ। সৈনিকগণ বন্দিদের নবাবের সামনে হাঁটু গেড়ে বসিয়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াবে।
জনৈক্য সৈনিক : বন্দি হাজির আলী জাঁ
নবাব : (পিছনে ফিরে, ইশারায় সকলকে চলে যেতে বলবেন। তারপর ক্রোধের সাথে মুরলীধর?
মুরলীধর : (মাথা তুলে) বান্দা হাজির জাঁহাপনা।
নবাব : (ক্ষুব্ধ স্বরে) দেশের পুলিশ প্রশাসনের সর্বোচ্চ পদে আমি তোমাকে অধিষ্ঠিত করেছি। জানতে পারি, কী কারণে তুমি নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।

www.pathagar.com

মুরলী ধর : (বিনয়সূচক কণ্ঠে) এ বান্দা জাঁহাপনার গোলাম। জাঁহাপনা হয়তো ভুল তথ্যে এ গোলামকে মিছামিছি সন্দেহ করছেন।

নবাব : (প্রত্যয়দৃপ্ত কণ্ঠে) যদি প্রমাণ দেখাতে পারি।

মুরলীধর : (আতঙ্কিত কণ্ঠে) প্রমাণ, কই না তো, এমনটি কখনও সত্য হতে পারে না, আলী জাঁ।

নবাব : (ক্রোধে) বটে, উদয়নালার যুদ্ধের পূর্ব রাতে তুমি মহারাজা রাজবল্লভ, রাজা উমিদ রায়, জগৎশেঠের বাড়িতে আমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলে কি জন্য, জানতে পারি কি?

(বন্দিত্রয় পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করবে)

মুরলী ধর : (ভীতকণ্ঠে) সঠিক নয়, জাঁহাপনা। আমার মনে হয়, ভুল শুনেছেন, জাঁহাপনা, বিলক্ষণ মানি লোকদের অপমান করছেন।

নবাব : (রাগে) বটে, সে রাতে ইংরেজ বরাবর স্বাক্ষরিত গোপন চুক্তিতে, মানি লোকদের স্বাক্ষর প্রদান, সেও কি তবে মিথ্যে?

বন্দিত্রয় : (সমস্বরে) মিথ্যে, সবই মিথ্যে জাঁহাপনা। কেউ হয়তো হীনস্বার্থ চরিতার্থে অমন সব উদ্ভট তথ্যে নবাব বাহাদুরের কান ভারী করে তুলেছেন।

নবাব : (গোপন চুক্তিপত্রটি বের করে বন্দিত্রয়ের সামনে মেলে ধরে) আপনাদের এ স্বাক্ষর, তাও কি মিথ্যে? (বন্দিত্রয় চোখ তুলে একবার দেখে লজ্জাবশে অবনত মস্তকে চুপ করে থাকবে) এত বড় দুঃসাহস তোমাদের? নবাবের খেয়ে, নবাবের মিত্র সেজে নবাবের বিরুদ্ধে করো ষড়যন্ত্র। এ কাজে উৎকোচের পরিমাণ কত ছিল, মুরলীধর?

মুরলীধর : (লজ্জা কণ্ঠে) এ গোলাম অনুতপ্ত, জাঁহাপনা। ক্ষমা করতে মর্জি হয়।

নবাব : না। (শিবিরের ঝুলন্ত তরবারি একটানে কোষমুক্ত করে) বিশ্বাসঘাতকের ক্ষমা নেই।

বন্দিত্রয় : (সমবেত কণ্ঠে) মার্জনা হয় আলমপানাহ। আর কখনও এমনটি হবে না। এই বসুমতি স্পর্শ করে অঙ্গীকার করছি এ যাত্রায় বান্দাদের গোনাহ মার্জনা হয়- আলী জাঁ? (বলতে বলতে মাটি ছুঁয়ে অঙ্গীকার করার উদ্যোগ নিবে)

নবাব : (ক্রোধের আধিক্যে) মুরলীধর। বিশ্বাসঘাতকের পুরস্কার মৃত্যু। আর এই নাও তোমার পুরস্কার (নবাব হাতের তরবারি আমূল বসিয়ে দিবেন মুরলীধরের বুকে)

মুরলী ধর : (যন্ত্রণায়) আহ....। (উষ্ণ রক্তধারা ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসবে মুরলীধরের বুক হতে। জবাই করা কবুতরের মতো ছটফট করতে

www.pathagar.com

করতে এক সময় মুরলীধরের দেহ নিথর হয়ে যাবে। ঘটনার আকস্মিকতায় মৃত্যু ভয়ে শঙ্কিত মহারাজা রাজবল্লভ ও রাজা উমিদ রায় একবার সঙ্গী মুরলীধরের দিকে, আর একবার ক্ষুব্ধ নবাবের দিকে অসহায় দৃষ্টিতে তাকাতে থাকবে)

নবাব : (অট্টহাস্যে) হা হা হা। (হাসি থামিয়ে) নিমকহারাম। তোমাদের রক্তে ওজু করে আজ আমি নামাজ আদায় করব। হা হা হা। (হাস্য সংবরণ করে) রাজা উমিদ রায়? (উমিদ রায় চমকে উঠবে) অনেক ঘটনা আর উত্থান পতনের জ্বলন্ত সাক্ষী, রাজা উমিদ রায়। তা সে রাতে কত দামে বিকিয়ে দিয়েছিলেন বাংলার মসনদ?

রাজা উমিদ রায় : (শুষ্ক কণ্ঠে ঢোক গিলে) এ গোনাহগার জাঁহাপনার ক্ষমাপ্রার্থী। আমায় প্রাণে মারবেন না, জাঁহাপনা।

নবাব : (ক্রোধে ঘুরে দাঁড়িয়ে) উমিদ রায়, জীবনে অনেক ষড়যন্ত্র করেছেন। অনেক উত্থান-পতন প্রত্যক্ষ করেছেন। কিন্তু নবাব মীর কাসিমের হাত থেকে পরিত্রাণের আর কোনো পথ খোলা নাই। নবাব মীর কাসিম আর একটি বিশ্বাসঘাতককে পেছনে রেখে এক পা'ও সামনে অগ্রসর হবে না। বিশ্বাসঘাতকের শাস্তি মৃত্যু। আর এই নাও তোমার শাস্তি মৃ-ত্যু। (নবাব পুনরায় তার হাতের রক্তরঞ্জিত তরবারিটি আমূলে বসিয়ে দিবে উমিদ রায়ের বুকে)

উমিদ রায় : (মুখ বেঁকিয়ে) আহ্- আ- (চিৎকার দিয়ে ছটফট করতে থাকবে। চক্ষু উদগত হয়ে আসবে। তপ্ত রুধির গলগল করে বেরিয়ে আসতে থাকবে। তড়পাতে তড়পাতে উমিদ রায় এক সময় মৃত্যুর হিমশীতল কোলে ঢলে পড়বে)

(মহারাজা রাজবল্লভ সঙ্গীদের মৃত্যু স্বচক্ষে দর্শন করে স্বীয় মৃত্যুর আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হয়ে উঠবে। ঘন ঘন ঈশ্বরের নাম নিতে থাকবে। মুখমণ্ডল রক্ষশূন্য হয়ে পড়বে। চক্ষুদ্বয় মার্বেলের ন্যায় ঠেলে বেরিয়ে আসবে। বাকশক্তি হারিয়ে অসহায় দৃষ্টিতে করুণার প্রত্যাশায় ফ্যালফ্যাল করে নবাবের দিকে তাকিয়ে থাকবে)

নবাব : (একদৃষ্টে মহারাজার দিকে দেখতে দেখতে) ঢাকার রাজনগরের বিখ্যাত মহারাজা রাজবল্লভ? (চমকে উঠবে মহারাজা) আপনি একজন ঝানু রাজনৈতিক খেলোয়াড়, তাই না? বাংলার ঋতুচক্রের ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে বদলে যায় মহারাজার স্বরূপ। এক ব্যক্তির এত রূপ? আশ্চর্য বটে। ঘষেটি বেগমের সাথে অবৈধ সম্পর্কের সুবাদে, তার দেওয়ান সেজে নওয়াজিশের ভাণ্ডার লুটে

www.pathagar.com

উদরপূর্তি করেছেন, শূন্য করেছেন আলী বাকের ও আগা সাদিকের গোলাঘর। তথাপি মহারাজার এ পেট পূর্ণ হয়নি (বলতে বলতে রাজা রাজবল্লভের পেটে তরবারির গুঁতো দিতে থাকবেন, রাজা রাজবল্লভ চমকে উঠবেন)। জগন্নাথ মন্দিরে তীর্থের নামে কলকাতায় আশ্রয় গ্রহণ ও হলওয়েলের সাহায্যে আশ্রয় লাভ, সেকি মহারাজা বিস্মৃত হয়েছেন? রণ অধিকার ক্ষুণ্ন করে, রামরাজ গড়বার স্বপ্নে বিভোর মহারাজের অব্যর্থ ঘুঁটির চালে বাংলার মসনদ আজ বিপন্ন। নবাব সিরাজউদ্দৌলা আজ পরপারে, বৃদ্ধ নবাব মীর জাফর কক্ষচ্যুত। মহারাজের নিশানা এখন নবাব মীর কাসিম– তাই না? মহারাজা। নিপুণ নটবর মহারাজা এখন মূষিক, ভব। হা হা হা।

মহারাজা রাজবল্লভ : (শুষ্ক কণ্ঠে) বান্দার গোস্তাকি মার্জনা হয়, আলমপানা। এ গরিবের প্রাণভিক্ষা দিতে মর্জি হয়।

নবাব : (গম্ভীর অথচ রাগত স্বরে) না। যারা পবিত্র মসনদ নিয়ে ছিনিমিনি খেলে, বাঙালির ভাগ্য কেনাবেচা করে, নবাব মীর কাসিম তাদের ক্ষমা করে না। বিশ্বাসঘাতকের অপরাধ ক্ষমাহীন মৃত্যু। (নবাব হাততালি দিবেন, ক'জন সৈনিকের প্রবেশ। তারা নবাবকে অভিবাদন করে একপাশে আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকবে। নবাব আদেশের ভঙ্গিতে) সৈনিকগণ। বাংলার বিখ্যাত মহারাজা রাজবল্লভের গলায় বালির বস্তা বেঁধে গঙ্গার অথই তরঙ্গে নিক্ষেপ করো। দেশের পবিত্র মাটিতে বিশ্বাসঘাতকের স্থান নেই। পুণ্যময়ী গঙ্গা ওকে পবিত্র করুক।

রাজা রাজবল্লভ : (বিনয়ের সুরে) আমায় প্রাণে মারবেন না, জাঁহাপনা। এই বসুমতি ছুঁয়ে অঙ্গীকার করছি, আর কখনও।

নবাব : (ক্ষুব্ধ কণ্ঠে) না, জীবনে যে মহারাজা মা ও মাটির মর্যাদা দিতে পারেনি, তার স্থান দেশের মাটিতে নয়– হতে পারে না। সৈন্যগণ।

(সৈন্যগণ নবাবের আদেশ মতে গলায় বালুর বস্তা বেঁধে রাজা রাজবল্লভকে ধরাধরি করে স্বজোরে গঙ্গার উত্তাল বিক্ষুব্ধ তরঙ্গে নিক্ষেপ করবে। (ঝপাং। সৈন্যদের প্রস্থান)

হা হা হা (দাঁত পিষে ক্ষুব্ধ ভঙ্গিতে) এবার জগৎশেঠ মহাতপ চাঁদ, আর তদ্বীয় ভ্রাতা স্বরূপ চাঁদ। মীর কাসিমের হাত থেকে তোমাদের পরিত্রাণ নেই, শয়তান। বিশ্বাস হন্তার রক্তে আমার পরাজয়ের প্রতিশোধ নেব। তারপর? তারপর আমার শেষ ভাগ্যপরীক্ষা হবে বক্সারে। হয় বিজয়, নয় মৃত্যু। হা হা হা।

www.pathagar.com

(আর্মেনীয় সেনাধ্যক্ষ মার্কারের প্রবেশ। প্রবেশপথে মৃত মুরলীধর ও রাজা উমিদ রায়কে ভালো করে দেখে ওদের মুখে ঘৃণ্য থুথু নিক্ষেপ করে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সামরিক কায়দায় স্যালুট করবে)

মার্কার : সুসংবাদ, জাঁহাপনা।

নবাব : (প্রসন্ন হেসে) কি সে সুসংবাদ মার্কার?

মার্কার : জগৎশেঠ মহাতপ চাঁদ ও মহারাজা স্বরূপ চাঁদ জাঁহাপনার অতিথি।

নবাব : (আনন্দে উৎফুল্লিত হয়ে) সাবাস। মার্কার সাবাস। তুমি অসাধ্য সাধন করেছ মার্কার? তুমি বিদেশি হয়েও এ দেশের জন্য যা করছ, তার তুলনা হয় না।

মার্কার : (কৃতজ্ঞতাপূর্ণ অভিবাদন করে) সম্মানিত অতিথিদের কী জাঁহাপনার সামনে হাজির করব? আলী জাঁ।

নবাব : (না সূচক মাথা নেড়ে) না, মার্কার। না। আমি এক ঢিলে দুই পাখি ধরতে চাই। আমার বিশ্বাস, শেঠদের মুক্তির জন্য ইংরেজ গভর্নর এখানে ছুটে আসবে। হাজার হোক, বন্ধু তো। তাই একটু অপেক্ষা করতে চাই। (ক্ষণকাল চিন্তা করে) তা অতিথিদের যথাযোগ্য তাজিমের সাথে মুঙ্গের বন্দিশিবিরে আটকে রাখো। দেখ, যেন পালিয়ে না যায়।

মার্কার : (ভারী বুট দিয়ে ঠুকে) জাঁহাপনার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালিত হবে। নিশ্চিত থাকুন জাঁহাপনা। (সামরিক কায়দায় অভিবাদন করে মার্কারের প্রস্থান)

নবাব : জগৎশেঠ মহাতপ চাঁদ। মহারাজা স্বরূপ চাঁদ। তোমরা আজ আমার অতিথি। ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস। বাংলার বিখ্যাত ধনকুবের আজ দীনহীন বেশে নবাব মীর কাসিমের অতিথি। তোমাদের অব্যর্থ চালে বাংলার অপরিসীম ক্ষতি সাধিত হয়েছে। কিন্তু আর না, আর না। বারবার ঘুঘু তুমি খেয়ে যাও ধান, এবার নিশ্চিত ঘুঘু বাধিবো পরান। হা হা হা।

(ধীরে ধীরে পর্দা পতন)

দৃশ্য- ৬

প্রেক্ষাপট : উদয়নালার যুদ্ধের পর পরাজয়ের গ্লানি মুছে ফেলতে নবাব অত্যন্ত প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে ওঠেন। তিনি একে একে বিশ্বাসঘাতকদের নির্মূল করার দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধ হন। তিনি এতই ক্ষুব্ধ হয়ে পড়েন যে, দেশীয় জমিদার, আমির, ওমরাহ, সৈন্যাধ্যক্ষ ও উচ্চ রাজ কর্মচারী, যারাই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, তাদের নির্বিচারে খতম করতে থাকেন।

www.pathagar.com

শেঠদের গ্রেফতার সম্পর্কে দ্বিমত দেখা যায়। কারও মতে উদয়নালার যুদ্ধের পূর্বে নবাব মীর কাসিম শেঠ ভ্রাতৃদ্বয়কে গ্রেফতার করে মুঙ্গের সেনাছাউনিতে আটক রাখেন। আবার কারও মতে, উদয়নালার যুদ্ধের পরে এবং বক্সার যুদ্ধের আগে। যা হোক, শেঠভ্রাতৃদ্বয়কে গ্রেফতার করে গঙ্গাতীর সংলগ্ন মুঙ্গের সেনাছাউনির দ্বিতল ভবনের উপর হতে শেঠ ভ্রাতৃদ্বয়ের গলায় বালির বস্তা বেঁধে নিচের উত্তাল তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ গঙ্গায় নিক্ষেপ করে হত্যা করা হয় বলে সকলে একমত।

শেঠদের গ্রেফতার করা হলে ইংরেজ গভর্নর নবাবের উপর ভীষণ ক্ষুব্ধ হন। গভর্নর ভ্যান্সি স্ট্যাট বিনা শর্তে কালবিলম্ব না করে শেঠদের ফেরত চেয়ে পত্র প্রেরণ করেন।

পত্রের মর্মে নবাব অপমান বোধ করেন এবং ফিরতি পত্রে দেশদ্রোহী ও বিশ্বাসঘাতকদের মুক্তির প্রস্তাব তিনি ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে বক্সারের যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠে। এ দৃশ্যে গভর্নরের পত্রের প্রতিক্রিয়া পরিদৃষ্ট।

দৃশ্যপট : মুঙ্গের সেনাছাউনি। অভ্যন্তরে চিন্তিত নবাব পদচারণা করছেন। কালো কাপড়ে চোখ ঢাকা ও পিছনে হাতমোড়া এক গোরা সৈন্যকে নিয়ে ক'জন সৈনিকের প্রবেশ।

সৈন্যগণ : (কুর্নিশ করে) জাঁহাপনা, এ গোরা আমাদের চৌকির আশপাশে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করছিল। আমরা চড়াও হলে, যা বলে, তা আমাদের বোধগম্য নয়। তাই, জাঁহাপনার কাছে হাজির করলাম।

(নবাব ইশারায় চোখের বাঁধন খুলে দিতে বলবেন। বাঁধন খোলা হলে, গোরা সামনের নবাবের দিকে তাকাতে তাকাতে চোখ রগড়ে নিবে)

গোরা : এ লেটার ফ্রম গভর্নর স্যার।

(পকেট থেকে একটি পত্র বের করে নবাবের হাতে প্রদান করবে। নবাব পত্র হাতে নিয়ে খুলে পড়তে থাকবেন–

জগৎশেঠ মহাতপ চাঁদ ও মহারাজ স্বরূপ চাঁদকে পত্র পাওয়া মাত্র বিনাশর্তে মুক্তি প্রদান করে প্রেরিত দূতের সাথে সসম্মানে মুর্শিদাবাদে পাঠাবেন। অন্যথায় ভয়াবহ পরিণতির জন্য প্রস্তুত থাকবেন।

গভর্নর

ভ্যান্সি স্টাট

কলকাতা।

www.pathagar.com

নবাব : (ক্রোধে পত্রখানা ছিঁড়ে শত টুকরা করে ঘৃণাভরে পায়ে পিষে দিবেন। তারপর দূতের দিকে রাগত দৃষ্টিতে চেয়ে শ্লেষের স্বরে) বন্ধুহারা গভর্নরের সুখ নিদ্রার ব্যাঘাত হয়েছে– তাই না দূত? তোমাদের গভর্নরকে বলো নবাব ঘৃণাভরে এ পত্রের প্রস্তাব নাকচ করেছেন। দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক ভ্রাতৃদ্বয়কে নবাব কোনোক্রমেই ফেরত দিবে না। দেশের মাটিতেই ওদের বিচার হবে। গভর্নরকে বলো যে কোনো পরিস্থিতির জন্য নবাব প্রস্তুত।

(সৈন্যদের প্রতি চেয়ে) সৈনিকগণ? এ ইংরেজ দূতকে আমাদের সীমানার বাইরে সসম্মানে পৌঁছে দিয়ে আসবে। যাও।

সৈন্যগণ : (সমস্বরে) যথা আজ্ঞা জাঁহাপনা।

(সৈন্যরা পুনরায় দূতের চোখ বেঁধে নিয়ে অভিবাদন করে প্রস্থান)

নবাব : (পায়চারি করতে করতে) যুদ্ধ। যুদ্ধই নবাব মীর কাসিমের আজন্ম সহচর। যুদ্ধ ভয়ে নবাব মীর কাসিম ভীত নয়। বন্ধুবর অযোধ্যা অধিপতির সহযোগিতায় সম্মিলিত বাহিনীর শেষ অগ্নিপরীক্ষা বক্সার। হ্যাঁ- হ্যাঁ বক্সারই হবে আমার শেষ ভাগ্যপরীক্ষা। হয় বিজয়, নয়তো মৃত্যু।

(নবাব মীর কাসিম কটি স্থিত ঝুলন্ত তরবারি একটানে কোষমুক্ত করে গভীর চুম্বন দিয়ে হাসতে হাসতে দ্রুত প্রস্থান করবে)

(পর্দা পতন)

দৃশ্য- ৭

প্রেক্ষাপট : উদয়নালার যুদ্ধে পরাজয়ের পর নবাব তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের গভীর আভাস পান। শুল্ক প্রশ্নে শেঠরা ইংরেজ পক্ষ অবলম্বন করায়, উৎকোচের মোহে একে একে আরও অনেকে ষড়যন্ত্রে যুক্ত হয়ে পড়েন। সিরাজের মতো নবাব মীর কাসিমও বিশ্বাসঘাতক পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েন। কিন্তু নবাব মীর কাসিম কম ছিলেন না। পূর্ব অভিজ্ঞতায় বিলক্ষণ সকলকে চিনতেন। প্রতিহিংসু নবাব একে একে প্রায় সকলকে কৌশলে বন্দি ও নির্মূল করতে লাগলেন।

নবাব মীর কাসিমের নিকট আত্মীয় সেনাপতি তকি খাঁও ষড়যন্ত্রের টোপ গিললেন, নবাব ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়ে পড়েন। তকি খাঁর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়া উদয়নালায় পরাজয়ের অন্যতম কারণ ছিল। ফলে সেনাপতি তকি খাঁ নবাবের নির্মূল অভিযানে অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েন। এ দৃশ্যে সে সম্পর্কের অবতারণা করা হলো।

www.pathagar.com

দৃশ্যপট : মুঙ্গের অস্থায়ী সেনাশিবির। শিবিরে নবাব একাকী পায়চারি করছেন। বড় অস্থির সে পদচারণা। মুখাবয়বে ক্রোধের পূর্বাভাস।

নবাব : (স্বগতোক্তিতে) নিয়তির একি নির্মম পরিহাস। ভাগ্যের কি বিচিত্র খেলা। ঘরেবাইরে আমি আজ শত্রু পরিবেষ্টিত। আমি আজ বান্ধবহীন, বড় একা। বিশাল আমার সেনাবাহিনী, বিপুল আমার অস্ত্র ও রসদ ভাণ্ডার, তা সত্ত্বেও আমি আজ পরাজিত। যে ষড়যন্ত্রে সিরাজ নিহত, যে ষড়যন্ত্রে মীর জাফর উৎখাত, সে ষড়যন্ত্র, সে বিশ্বাসঘাতকতা আজ আমাকেও অক্টোপাসের মতো ঘিরে ফেলছে। (ক্রোধে দাঁত পিষে) আমি নবাব মীর কাসিম, ষড়যন্ত্রের বিষদাঁত উপড়ে ফেলব। পরাজয়ের চরম প্রতিশোধ নেব। নবাব মীর কাসিমের হাত থেকে একটি শয়তানেরও মুক্তি নাই, পরিত্রাণ নাই। ক্ষমা নেই। (দ্বাররক্ষীর প্রবেশ)।

দ্বাররক্ষী : (আভূমি প্রণিপাত করে) জাঁহাপনা, বন্দি সেনাপতি তকি খাঁ।

নবাব : হাজির করো।

দ্বাররক্ষী : (আবার প্রণিপাত করে) জো হুকুম জাঁহাপনা।

(দ্বাররক্ষীর প্রস্থান। ক্ষণ পরে দুজন সৈনিক বন্দি সেনাপতি তকি খাঁকে পিছনে হাত মোড়া দিয়ে বেঁধে নিয়ে প্রবেশ। সৈনিকদ্বয় সেনাপতি তকি খাঁকে নবাবের সামনে হাঁটু গেড়ে বসিয়ে দিবে। তারা দাঁড়িয়ে নবাবের আদেশের অপেক্ষায় থাকবে। নবাব হাতের ইশারায় ওদের চলে যেতে বলবেন। সৈনিকদ্বয়ের প্রস্থান)।

নবাব : (গম্ভীর স্বরে) তকি খাঁ?

তকি খাঁ : বান্দা হাজির, আলী জাঁ।

নবাব : তুমি শুধু আমার সেনাপতিই নও, আমার পরম আত্মীয়ও বটে। আমি জানতে চাই, শত্রু পক্ষের তুলনায় শতগুণ সেনাবল, অস্ত্র ও রসদবল থাকা সত্ত্বেও আমাদের পরাজয়ের কারণ কি?

তকি খাঁ : (নির্দোষ প্রমাণের ভনিতায়) চেষ্টার তো ত্রুটি করিনি জাঁহাপনা।

নবাব : (ক্রোধে) বটে। যুদ্ধের পূর্ব রাত্রিতে জেনানার ছদ্মবেশে শত্রু শিবিরে তোমার উপস্থিতির জরুরত কি ছিল, তকি খাঁ?

তকি খাঁ : (ভীত ও শুষ্ক কণ্ঠে) ইয়ে, মানে নবাব বাহাদুর হয়তো ভুল শুনে থাকবেন।

নবাব : (ক্রোধান্বিত কণ্ঠে) বটে। (একটি পত্র বের করে) সেনাপতি কি বলতে পারেন, এ পত্রটি কার?

তকি খাঁ : (পত্রটি দেখে, আঁতকে উঠবে) মার্জনা হয়, নবাব বাহাদুর। এমন কাজ জীবনে আর ...।

www.pathagar.com

নবাব : বিশ্বাসঘাতকের পরিণাম সেনাপতি বিলক্ষণ অবগত?

তকি খাঁ : (বিনীত কণ্ঠে) জাঁহাপনার কাছে প্রাণ ভিক্ষা চাইছি।

নবাব : (ক্রোধে) না– বিশ্বাসঘাতকের শাস্তি মৃ-ত্যু। (নবাব ক্ষিপ্ত হাতে শিবিরে টাঙানো তরবারি টেনে নিয়ে) আর এই নাও তোমার পুরস্কার। (নবাব সজোরে তকি খাঁর বুকে আমূল তরবারিটি বসিয়ে দিবেন)।

তকি খাঁ : আ-আ-আ। (মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকবে। উষ্ণ রুধির ধারা দরদর বেরিয়ে আসতে থাকবে। যন্ত্রণায় দেহখানি দুমড়ে কুঁকড়ে এক সময় নিথর হয়ে যাবে। ঠিক এ সময় দূরাগত শব্দে ইংরেজদের মুহুর্মুহু তোপধ্বনি শোনা যাবে। নবাব উৎকর্ণ হয়ে থাকবেন। তোপধ্বনি ধীরে ধীরে নিকটবর্তী হতে থাকবে। নবাব যুদ্ধের পুরোভাগ পরিদর্শনে দ্রুত বের হয়ে পড়বেন।

(পর্দা পতন)

দৃশ্য-৮

প্রেক্ষাপট : বক্সারের যুদ্ধেও নবাব মীর কাসিমের সম্মিলিত বাহিনীর পরাজয় হয়েছিল। প্রত্যাশার আর কোনো ক্ষীণ আলোকও অবশিষ্ট রইলো না তার সামনে। অফুরন্ত প্রত্যাশা ছিল বক্সারকে ঘিরে কিন্তু নিয়তির কি বিরূপ পরিহাস! এখানেও ঘটে গেল শোচনীয় ব্যর্থতা। পলাশীতে নয়, মূলত বক্সারেই হারিয়ে গেল বাংলা বিহার উড়িষ্যার স্বাধীনতা চিরতরে। সাথে সাথে প্রতিষ্ঠিত হলো ইংরেজদের আধিপত্যমূলক উপনিবেশবাদ।

ইংরেজরা হন্য হয়ে খুঁজতে লাগল পরাজিত নবাব মীর কাসিমকে। এ রকম চরম বিপর্যয়ে নবাব অন্তর্ধানের সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু নবাবের এ বিপর্যয়ের জন্য যে শেঠ ভ্রাতৃদ্বয় দায়ী– তাদের জীবিত রেখে নবাব অন্তর্ধানে যেতে পারেন না।

তাই বক্সার হতে সোজা ছুটে এসেছিলেন তিনি মুঙ্গেরে। উদ্দেশ্য শেষ কার্য সমাধা করা। তারপরই সূচনা হয়েছিল তার অনন্ত অন্তর্ধান।

দৃশ্যপট : গঙ্গা ঘেঁষা মুঙ্গের দুর্গ প্রাকার। দুর্গ শীর্ষে নবাব একান্ত পায়চারি করছেন। বড় বিষন্ন ও চিন্তাক্লিষ্ট তিনি। সময়– সায়াহ্ন। এ সময় তিনি হাততালি দিবেন।

(দ্বাররক্ষীর প্রবেশ)

দ্বাররক্ষী : (অভিবাদন করে) গোলাম হাজির আলী জাঁ।

www.pathagar.com

নবাব : (নির্দেশের সুরে) সেনাপতি মার্কারকে বল শেঠ ভ্রাতৃদ্বয়কে এখানে হাজির করতে।

দ্বাররক্ষী : (পুনঃ অভিবাদন করে) জো হুকুম জাঁহাপনা।

(দ্বাররক্ষীর প্রস্থান। ক্ষণ পরে আর্মেনীয় সেনাপতি মার্কারের প্রবেশ। সঙ্গে হাত মোড়া শেঠ ভ্রাতৃদ্বয়কে নিয়ে কজন সৈনিক শেঠ ভ্রাতৃদ্বয়কে নবাবের সামনে হাঁটু গেড়ে বসিয়ে দিয়ে একপাশে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আদেশের অপেক্ষায় থাকবে)।

মার্কার : (সামরিক কায়দায় স্যালুট করে) বন্দি হাজির জাঁহাপনা।

নবাব : (পরিহাসে) জগৎশেঠ মহাতপ চাঁদ, মহারাজা স্বরূপ চাঁদ আপনারা আমার অতিথি।

জগৎশেঠ : নবাব আমাদের উপহাস করছেন?

নবাব : (স্বাভাবিক স্বরে) উপহাস নয় শেঠজি। ভাবছি, বাংলার বিখ্যাত ধনকুবের শেঠ ভ্রাতৃদ্বয় আজ দীনহীন বেশে নবাব মীর কাসিমের করুণা প্রার্থী। অথচ বাংলার নবাবরা একদিন শেঠদের সামান্য করুণা, নগণ্য সহযোগিতা চেয়েও পাননি। একেই বলে নিয়তির নির্মম পরিহাস। তাই না শেঠজি?

মহারাজা স্বরূপ চাঁদ : নবাব কি অর্থ চান? আর সে জন্যই কি আমাদের আটকে রেখেছেন?

নবাব : (তারস্বরে, মাথা নাড়িয়ে) না, মহারাজা না। সারাজীবন পর্দার অন্ত রালে থেকে মসনদের খবরদারি করেছেন। ষড়যন্ত্র, শঠতা আর বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া আর কিছু রপ্ত করবার সময় পাননি। তাই একটু...।

জগৎশেঠ : নবাব বাহাদুর কি জন্য আমাদের আটক করেছেন তা বলবেন কি?

নবাব : (পরিহাস করে) শেঠজির বিষয়বুদ্ধির তারিফ সবাই করেন, কিন্তু কেন যে শেঠজিদের আটক রাখা হয়েছে, কেবল সেটুকু বুঝতে শেঠজির বিলম্ব হয়, তাই না? শেঠজি। (ক্ষুব্ধকণ্ঠে) শেঠজি, বাংলার মসনদ কতবার, কত মূল্যে বিকিয়েছেন হিসাব করে দেখেছেন? আর কত কাল এ বেচাকেনা? এক মুরগি সাতবার বিকিকিনি করেও আপনাদের পেট ভরেনি। আর কত চাই? আপনাদের। একবার নবাবের মিত্র সেজে অন্তরালে ইংরেজদের সুহৃদ সেজে দুই হাত ভরে বাংলার সম্পদ লুটিয়েছেন। ষড়যন্ত্র আর শঠতার ধূম্রজাল বিস্তার করে নিজেদের আখের গুছিয়ে নিয়েছেন নিপুণ হাতে। আর কতকাল এ প্রতারণা। (জগৎশেঠের পেটে তরবারির খোঁচা দিয়ে) আর কত দিনে এ পেট পূর্ণ হবে শেঠজি? আর কত চাই?

www.pathagar.com

জগৎশেঠ : নবাব কি আমাদের সম্পদের হিস্যা চান?

নবাব : (তারস্বরে) না, শেঠজি, না। যে সম্পদের মোহে নবাব আলীবর্দীকে একদিনের জন্যও শান্তিতে থাকতে দেন নাই। যে সম্পদের জন্য দিশেহারা করে রেখেছিলেন নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে, যে সম্পদের কামনায় আপন হাতে নবাব মীর জাফরকে সরিয়েছেন– সে সম্পদে আমার প্রয়োজন নেই, শেঠজি। বড় নির্ভুল তোমাদের হিসাব। বড় অব্যর্থ তোমাদের ঘুঁটির চাল। নইলে শুল্ক প্রশ্নে ইংরেজদের পক্ষ অবলম্বন করবেন কেন? আপনারা তাই দেশদ্রোহী, বাঙালি জাতীয়তার শত্রু, স্বাধীনতা আর সার্বভৌমত্বের দুশমন। নবাব মীর কাসিম, আপনাদের আর সে সুযোগ দিবে না।

মহারাজা স্বরূপ চাঁদ : (ভীত কণ্ঠে) নবাব বাহাদুরের কত টাকা চাই, কত টাকার প্রয়োজন? আমরা সে টাকা দিব। শুধু আমাদের প্রাণে মারবেন না, নবাব বাহাদুর?

নবাব : (অট্টহাস্যে) হা- হা- হা। (শ্লেষের সাথে) মরতে বড় ভয় হয়, তাই না মাহারাজা? কিন্তু কর্মফল? সে কাউকে ক্ষমা করে না। ইতিহাসের শাস্তি, সে বড় নির্মম। ক্ষমাহীন। (ক্ষুব্ধকণ্ঠে) একদিনের জন্যও প্রজারঞ্জনে সুযোগ দাওনি– শয়তান। গোটা দেশ যখন কুমিরের পেটে চলে গেল, তখনও তোমরা কুমিরের দোসর সেজে দুয়ে দুয়ে চার, আর চারে চারে ষোল সমানে গুনেই চলেছ। তোমরা বাঙালির পরগাছা, গণদুশমন। তোমাদের অন্তিমলগ্ন সমাগত। নবাব মীর কাসিম আর সে সুযোগ দিবে না।

(এ সময় দূরাগত তোপধ্বনি শ্রুত হবে। নবাব সেদিকে উৎকর্ণ হবেন। তোপধ্বনি ক্রমাগত নিকটবর্তী হতে থাকবে) মার্কার?

মার্কার : (স্যালুট করে) জাঁহাপনা?

নবাব : (ক্ষুব্ধকণ্ঠে) বাঙালির চিরশত্রু, সাক্ষাৎ শয়তান শেঠ ভ্রাতৃদ্বয়ের গলায় বালির বস্তা বেঁধে দুর্গশীর্ষ হতে গঙ্গাবক্ষে নিক্ষেপ কর। কুখ্যাত ধনকুবেরদের অপবিত্র দেহ গঙ্গার পানিতে মিশে যাক। দেশের পবিত্র মাটিতে তাদের ঠাঁই নাই।

(বলতে বলতে নবাবের দ্রুত প্রস্থান)

(সৈন্যগণ বন্দিদের গলায় বালির বস্তা বেঁধে একে একে সজোরে গঙ্গার তরঙ্গমালায় নিক্ষেপ করবে, ঝপাং, ঝপাং)।

(পর্দা পতন)।

www.pathagar.com

দৃশ্য-৯

প্রেক্ষাপট : বক্সারের যুদ্ধের পরই নবাব মীর কাসিম অন্তর্ধান হলেন। কোথাও তার সন্ধান পাওয়া গেল না। প্রতিশোধের জিঘাংসায় ইংরেজরা তাকে বিস্তর অনুসন্ধান করে ব্যর্থ হলো। অবশেষে নবাবকে মৃত বলেই ধরে নেয়া হলো। এদিকে ১৭৬৩ সালে ইংরেজরা পুনরায় মীর জাফরকে বাংলার মসনদে বসাল। দ্বিতীয় দফায় নবাব হয়ে মীর জাফর নন্দকুমারকে তার দেওয়ান নিযুক্ত করলেন। ধুরন্ধর নন্দকুমার এক বছরের মধ্যেই নবাবীতে লালবাতি জ্বালিয়ে ছাড়ল। নবাব দেউলিয়ায় পরিণত হলো। দ্বিতীয় দফায় নবাব হলেও মূল চাবিকাঠি রয়ে গেল ইংরেজদের হাতে। নাচের পুতুলের ন্যায় ইংরেজরা নবাবকে নাচিয়ে রাখত। এ দৃশ্যে নবাব মীর জাফরের অনুশোচনা ও নবাব মীর কাসিমের জীবিত থাকার প্রমাণ পরিদৃষ্ট।

দৃশ্যপট : মুর্শিদাবাদ জাফরগঞ্জ প্রাসাদ। দরবার কক্ষ। নবাব একাকী পায়চারি করছেন। বড় অবসন্ন তিনি। চোখ মুখে ক্লান্তির আভাস। সময়– পূর্বাহ্ন। পর্দা উঠে যাবে)

নবাব মীর জাফর : (স্বগতোক্তিতে) নিয়তির কি বিচিত্র পরিহাস! ভাগ্যের কি ভাঙাগড়া খেলা! আবার আমি বাংলার নবাব। এ যে অকল্পনীয়? এ যে একই দিনে দুবার সূর্যোদ্বয়ের শামিল। ইংরেজরা চমৎকার খেলুড়ে। কখনও তুচ্ছ জ্ঞানে দূরে ছুড়ে মারে, আবার কখনও নিজেদের প্রয়োজনে কাছে টেনে নেয়। বড় বিচিত্র এদের প্রকৃতি।

আজ আমি পুতুল নবাব। কলুর বলদের মতো ঘুরছি মাত্র। সুকৌশলে মূল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ইংরেজদের হাতে। (ক্ষণকাল নীরব থেকে) কালের গর্ভে হারিয়ে গেল সবাই, কেবল আমিই সাক্ষী গোপাল রয়ে গেছি। শুধু পরিতাপ আর শূন্যতা ছাড়া আর কিছুই আমার অবশিষ্ট নাই। ইতিহাস সে বড় ক্ষমাহীন। ওই ওই নিকষ কালো সায়াহ্ন আমার দিকে ধেয়ে আসছে। আমার পরিত্রাণ নেই। মুক্তি নেই। মুক্তি নেই।

(বলতে বলতে তন্ময় হয়ে যাবেন নবাব। অন্তরীক্ষে নির্বাক চেয়ে থাকবেন তিনি। তার দু গণ্ড বেয়ে ঝরতে থাকবে বিধৃত অশ্রুধারা)।

(দ্বাররক্ষীর প্রবেশ)।

দ্বাররক্ষী : (অভিবাদন করে) জাঁহাপনা, একজন ভিস্তিওয়ালা আপনার সাক্ষাৎ প্রার্থী।

www.pathagar.com

নবাব মীর জাফর : (চোখ মুছতে মুছতে, পিছন ফিরতে ফিরতে আর্দ্র কণ্ঠে) এখানে আসতে দাও?

(অভিবাদন করে দ্বাররক্ষীর প্রস্থান)

(ক্ষণ পরে শ্বেতশ্মশ্রু সৌম্য কান্তি এক ভিস্তিওয়ালার প্রবেশ)

ভিস্তিওয়ালা : (কুর্নিশ করে) জাঁহাপনার মঙ্গল হোক।

নবাব মীর জাফর : কে আপনি? কি আপনার প্রয়োজন?

ভিস্তিওয়ালা : (বিনীত কণ্ঠে) জাঁহাপনা, আমি একজন গরিব ভিস্তিওয়ালা। মধ্য প্রদেশ হতে বাংলায় আসছিলাম। পথে একজন সম্ভ্রান্ত মুসাফিরের সাথে সাক্ষাৎ। তিনি আমাকে এ ছোট্ট পুঁটলিটি দিয়ে বললেন, এটি বাংলার নবাব মীর জাফর আলীর হাতে পৌঁছে দিও। আমি খুলে দেখিনি এর ভিতর কি আছে। অনুগ্রহপূর্বক এটি গ্রহণ করুন, জাঁহাপনা?

নবাব মীর জাফর : (হাত বাড়িয়ে পুঁটলিটি নিয়ে খুলে দেখবেন। পুঁটলিতে একটি হীরক খচিত মহামূল্য রত্নাহার, একটি মুক্তাঙ্গুরী ও একটি চিরকুট। নবাব চিরকুটটি চোখের সামনে মেলে ধরে পড়বেন–

আব্বা হুজুর,

ভাগ্যবিড়ম্বিত অকৃতজ্ঞের সালাম নিবেন। কৌটোয় একটি রত্নাহার ও একটি অঙ্গুরীয় রইলো। অঙ্গুরীয়টি নবাব সিরাজউদ্দৌলার। ওটি শাহী মাহফেজখানায় সিরাজের উষ্ণীষের পাশে সমাদরে রক্ষা করবেন। আর পান্না ছড়ানো রত্নাহারটি বেগম লুৎফুননিসার। ওটি তাঁর নিকট পৌঁছে দিবেন। ইতি-

আপনার হতভাগ্য জামাতা

মীর কাসিম

নবাব মীর জাফর : (আতিশয্যে) কোথায়, কোথায় তাকে দেখেছিলেন ভিস্তি ওয়ালা? তবে কি সে জীবিত?

ভিস্তিওয়ালা : জীবিত জাঁহাপনা? তবে বড় ক্লান্ত ও অবসন্ন। বড় উদাস দেখেছিলাম।

নবাব মীর জাফর : (আগ্রহে) আর কিছু বলে নাই?

ভিস্তিওয়ালা : না, জাঁহাপনা। শুধু এটুকু বলেই পশ্চিমের দিকে চলে গেছেন।

(বলে অভিবাদন করে ভিস্তিওয়ালার প্রস্থান)

www.pathagar.com

নবাব মীর জাফর : (গদগদ উচ্ছ্বাসে) মীর কাসিম! ক্ষোভে দুঃখে অভিমানে চলে গেলে? (ক্ষণিক মৌন থেকে) সেই করেছ ভালো বাবা, সেই করেছ ভালো। যে দেশে বীরের কদর নাই। আছে শুধু শঠতা, ষড়যন্ত্র আর বিশ্বাসঘাতকতা– সে দেশে তোমার মতো স্বাধীনচেতা বীর থাকতে পারে? (আবার পুঁটলির ভেতর দৃষ্টি ফিরিয়ে অঙ্গুরীয়টি তুলে নিয়ে) এই অঙ্গুরীয়টি নবাব সিরাজউদ্দৌলার। এই যে, আরবি হরফে নামাঙ্কিত। রাজ মহলের গঙ্গাতটে মীর কাসিম এটি হস্তগত করেছিল। আর এ রত্নাহারটি বেগম লুৎফুননিসার। (কাঁদ কাঁদ কণ্ঠে) হতভাগী স্বামীর নিকট থেকে উপহার পেয়েছিল এক ঈদে। উড়িষ্যার গভীর জঙ্গলের পথে তস্কর সেজে মীর কাসিম এটি অপহরণ করেছিল। আজ এ সবের তার আর কোনো প্রয়োজন নেই। জীবন যার অর্থহীন, বহুমূল্য রত্নালঙ্কারে তার কি-ই বা প্রয়োজন? (ক্ষণকাল মৌন থেকে) আমি– একমাত্র আমি, এদের বিপর্যয়ের জন্য দায়ী। হায়, খোদা, আমায় ক্ষমা কর খোদা। আমায় শাস্তি দাও, আমায় শাস্তি দাও।

(চিরকুট হাতে নিয়ে) মীর কাসিম, আমি তোমার অনুরোধ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করব, বাবা। অনাগত বাঙালি এসব দেখে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে তোমাদের বাংলার বীর সন্তানদের। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হবে। তুমি ভালো থেকো, সুস্থ থেকো– এই কামনাই করছি বাবা, এই কামনাই করছি।

(বলতে বলতে নবাব মীর জাফরের কাঁদতে কাঁদতে প্রস্থান) (পর্দা পতন)।

দৃশ্য-১০

প্রেক্ষাপট : মধ্য প্রদেশের গভীর জঙ্গলে কাঠুরিয়ার ছদ্মবেশে আত্মগোপন করেছিলেন নবাব মীর কাসিম দীর্ঘ এক যুগ। এ দীর্ঘ সময়ে অনেক পরিবর্তন হয়ে যায় এ ভূ-ভারতে। ইংরেজদের আধিপত্যমূলক উপনিবেশবাদের শিকড় চলে যায় অনেক গভীরে। ভাঙাগড়ার জগতে এরই মধ্যে কারো ভাগ্য গড়ে ওঠে, আবার কারও ভাগ্য ভেঙে পড়ে যায় নিদারুনভাবে। মীর কাসিমের মিত্র অযোধ্যার নবাবের জীবনেও নেমে আসে চরম বিপর্যয়।

কাঠুরিয়ার অনভ্যস্ত জীবন মেনে নিতে বাধ্য হন নবাব মীর কাসিম। এর মধ্যেই এক সময় তিনি পৌঁছে যান বার্ধক্যে। বড় ক্লান্ত ও অবসন্ন নবাব

www.pathagar.com

মীর কাসিম। জীবনের এ পড়ন্ত বেলায় কে যেন নবাবকে ডাকেন, এক চির শান্তিময় আশ্রয়ে। স্বাধীনচেতা বীর নবাব মীর কাসিম জীবন সায়াহ্নে দিল্লির শাহী গোরস্তানে সমাহিত হওয়ার বাসনা পোষণ করেছিলেন। তাঁর সে বাসনা পূর্ণ হয়েছিল। জীবনে না হোক, মরণে এ দুর্লভ প্রাপ্তি কয়জনের ভাগ্যে জোটে। এ দৃশ্যে নবাব মীর কাসিমের সে দুর্লভ মহাপ্রয়ানের কথা অবতারণা করা হলো–

দৃশ্যপট : কাঠের বিরাট বোঝা মাথায় নিয়ে বৃদ্ধ কাঠুরিয়াবেশী নবাব মীর কাসিম বুনোপথে টলতে টলতে চলেছেন। তার শ্বেতশ্মশ্রু ঘর্মাক্ত। শ্মশ্রুপ্রান্তে বিন্দু বিন্দু স্বেদ ঝরে পড়ছে। বড় শ্রান্ত নবাব। এক সময় মাথার বোঝা অতিকষ্টে মাটিতে নামিয়ে হাঁপাতে থাকবেন তিনি। সময়–পড়ন্ত বেলা।

কাঠুরিয়াবেশী নবাব মীর কাসিম : (আত্মোক্তিতে) ভাগ্যের একি নির্দয় পরিহাস! একদা যে ছিল পরাক্রমশালী নবাব, আজ বাঁচার তাগিদে সে দীনহীন কাঠুরিয়া। বারোটি বছর জীবন হাতে নিয়ে এ গভীর অরণ্যে আত্মগোপন করে আছি। কেউ জানে না, কে আমি। কি আমার পরিচয়? (ক্ষণকাল নীরব থেকে) হায়, খোদা। আর কতদূর নিয়ে যাবে, বলো। দুঃসহ কাল রাত্রির কি অবসান নেই? আর তো পারছি না দয়াময়? আর কতদূরে আমার অন্তিম মঞ্জিল?

(সহসা গভীর অরণ্যানীর পল্লব মর্মর স্তব্ধ হয়ে যাবে। অন্তরীক্ষে শ্রুত হবে এক দৈব্যবাণী)

দৈব্যবাণী : মীর কাসিম, আজমীরে চলে যাও। সেখানেই তোমার মুক্তির মঞ্জিল। সেখানেই তোমার নির্বাণ।

ছদ্মবেশী নবাব : (উৎকর্ণ হয়ে) কে? কে আমায় শোনালে মহামুক্তির বাণী। আমার মহানির্বাণের অমীয় আহ্বান। (ঊর্ধ্বমুখী নবাব দেখতে পাবেন মহাশূন্যে দেদীপ্যমান জ্যোতিরাসনে আজমীরি খাজাকে) ও খাজা? ওই ওই খাজা আমায় ডাকছেন। আয়, ওরে আয়, ওরে ক্লান্ত, ওরে পথ ভ্রান্ত, আয় আমার বুকে আয়? এখানেই তোর জান্নাত। এখানে তোর সারাবন তহুরা, এখানেই তোর মঞ্জিল মুকছুদ। (আনন্দে আতিশয্যে) আমি, আসছি। তোমার মহামিলনের এ মহাআহ্বান আমি কি প্রত্যাখ্যান করতে পারি?

(বলতে বলতে কাঠুরিয়াবেশী নবাব মীর কাসিম উঠতে-পড়তে আজমীরের দিকে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যাবেন)।

(পর্দা পতন)।

www.pathagar.com

দৃশ্য-১১

প্রেক্ষাপট : ইতিহাসের আর একটি জঘন্য চরিত্র রবার্ট ক্লাইভ। কূটকুশলী রবার্ট ক্লাইভ ছিলেন একাধারে ধূর্ত, শঠ, প্রতারক, দুর্নীতিবাজ, স্বার্থপর ও বিশ্বাসঘাতক। দ্বিতীয় দফায় গভর্নর হয়ে কলকাতায় এসে তিনি বাংলাদেশে ইংরেজ শাসন সুসংহত করেন। এ সত্ত্বেও তিনি ইতিহাসে এক ধিকৃত শাসক বলে বিবেচিত। সফল একজন উপনিবেশ প্রতিষ্ঠাতা হয়েও, নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করেও ইতিহাসের ক্ষমাহীন শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি পাননি তিনি। ব্রিটিশ হাউস অব কমন্সে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হয়। আর সে অভিযোগ প্রমাণিত হয়। তার বিরুদ্ধে প্রমাণিত অভিযোগগুলো কেবল তার নিজের জন্যই অসম্মানজনক নয়, বরং যে জাতির তিনি প্রতিনিধিত্ব করেছেন, সেই ব্রিটিশ জাতির জন্য চরম অপমানজনক বলে হাউস অব কমন্সে বিবেচিত হয়।

এ দেশে অবস্থানকালে প্রতারণা, দুর্নীতি, উৎকোচ গ্রহণ, জালিয়াতি, নির্যাতন ও হত্যার অভিযোগে তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়। দীর্ঘ সাত বছর মামলা চালাতে অবৈধ উপায়ে কালো টাকার মালিক রবার্ট ক্লাইভ নিঃসম্বল হয়ে পড়েন। এক সময় জীবনের ওপর বিতশ্রদ্ধ হয়ে, মনের দুঃখে মামলা থেকে ঘরে ফিরে আসার পথে নৌকায় আপন গলায় আপন হাতে ধারালো ছুরি বসিয়ে টেম্‌স নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেন। নির্মম ও ক্ষমাহীন ইতিহাসের শাস্তি এমনই করে তার উপর অনিবার্য হয়ে পড়েছিল।

দৃশ্যপট : কলকাতার উপকণ্ঠ। জয়নগর একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। মাতবর বেনী মাধব মুখুর্জের বৈঠকখানা। সময়– সন্ধ্যা উত্তীর্ণ। গ্রামের বয়স্করা প্রত্যহ এ সময় এখানে জমায়েত হয়। আজও জমায়েত জমে উঠেছে। উপস্থিত আছেন নবীন দে, চিত্তরঞ্জন দাস, দেবাশীষ রায়, নলিনীকান্তি ঘোষ, মৌলভী আবুল ফজল ও বেনী মাধব স্বয়ং। পালা করে তারা গড়গড়া টানছে আর নানা প্রসঙ্গে গালগপ্পো করছে।

দেবাশীষ রায় : (গড়গড়া টানতে টানতে) এবারের জলো হাওয়া যে সুবিধার ঠেকছে না, ভায়া? বোশেখ যায় যায়, তথাপি বৃষ্টি পড়ল না জমিনে। গোলার বীজ যে গোলায় রয়ে গেল?

নবীন দে : তা, আবার থাকবে না? এই সেদিন, ও পাড়ার মেয়েরা ঘটা করে ব্যাঙের বিয়ে দিলো। ঘরে ঘরে মাগন গাইল। আমরা তো তেমন

www.pathagar.com

কিছুই করলাম না। ভগবান কি এতই বোকা যে, না চাইতেই বৃষ্টি দিবে?

মৌলভী আবুল ফজল : ওসব মাগন-টাগন আর ব্যাঙের বিয়েতে একালে আর কাজ হয় না। ধর্ম-কর্ম ও দান ধ্যান করতে হয়, তবেই না আল্লাহ খুশি হয়ে বৃষ্টি দিবে।

চিত্তরঞ্জন দাস : (কটাক্ষের স্বরে) মাগন আর ব্যাঙের বিয়ে বাংলার চিরায়ত ঐতিহ্য। এসব করেই তো সেকালের লোকেরা বৃষ্টি আনতো। ও সব ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও সংস্কার কি অস্বীকার করা যায়? তা নিজ ধর্ম মতে করণীয় করলেই তো পার?

(ঠিক এ সময় কলকাতা প্রত্যাগত বেনী মাধব মুখোর্জের জ্যেষ্ঠপুত্র জয় মাধব মুখুর্জের প্রবেশ)

জয় মাধব : (সকলের উদ্দেশে নমস্কার করে) আপনারা সকলে উপস্থিত আছেন দেখছি। ভালোই হলো, আজ আপনাদের একটা জব্বর খবর দিব। (বলতে বলতে বারান্দায় পাতানো তক্তাপাশের উপর বসে পড়বে। সকলে উৎসুক নেত্রে তার দিকে তাকিয়ে থাকবে) বাংলা, ভারতের ইংরেজ উপনিবেশবাদের সফল প্রতিষ্ঠাতা, বাঙালির জাতশত্রু, ইংরেজ গভর্নর রবার্ট ক্লাইভের মৃত্যু হয়েছে।

দেবাশীষ রায় : (স্বহর্ষে) আপদ গেছে। বেটা শঠ, প্রতারক।

মৌলভী আবুল ফজল : (জয় মাধবের উদ্দেশে) তা, বাপু– মরল কিসে? জ্বরে? নিউমোনিয়ায়? নাকি ভেদবমিতে?

নলিনীকান্তি ঘোষ : শুনেছিলাম, ব্রিটিশ রাজ ও বেটাকে স্বদেশে ডেকে নিয়ে ওর বিরুদ্ধে হত্যা, জালিয়াতি ও প্রতারণার মামলা দায়ের করেছিল। তদন্ত নাকি হয়ে গেছে কয়েকবার।

জয় মাধব : শুধু কি তাই, কাকা বাবু? ব্রিটিশ হাউস অব কমন্স তার বিরুদ্ধে প্রতারণা, অবৈধ অর্থ উপার্জন, দুর্নীতি ও হত্যার অভিযোগে অভিযুক্তও করেছিল। এসব অপরাধ ব্রিটিশ আইনে অমার্জনীয় অপরাধ। ব্রিটিশ হাউস অব কমন্স এ মর্মে ঘোষণা দিয়েছিল যে, এ সকল অপরাধ যে করে শুধু তার জন্যই অসম্মানজনক নয়, বরং গোটা ব্রিটিশ জাতির জন্য ভয়ানক লজ্জাকর ও অবমাননাকর।

দেবাশীষ রায় : তা, ক্লাইভের মৃত্যুর খবর তুমি কোত্থেকে পেলে জয়?

জয় মাধব : কেন, কলকাতায় খবর এসেছে। ফোর্ট উইলিয়ামে ব্রিটিশ পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়েছে। ক্লাইভের মৃত্যুতে শোক বহি খোলা হয়েছে। আমি নিজে দেখে শুনে এলাম।

www.pathagar.com

মৌলভী আবুল ফজল : (শ্লেষের স্বরে) নিপাত গেছে। বাঙালির জাতশক্র নিপাত যাক। ইতিহাসের শাস্তি, কেউ কি এড়াতে পারে?

জয় মাধব : (সমর্থনে) ঠিক বলেছেন মৌলভী কাকু। ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের সফল প্রতিষ্ঠাতা হয়েও ইতিহাসে রবার্ট ক্লাইভ একজন ধিক্কৃত শাসক। নিজ দেশে ফিরে গিয়ে বেচারা ইতিহাসের ক্ষমাহীন শাস্তি এড়াতে পারল না। দু হাতে কালো টাকা উপার্জন করেও তা ভোগ করতে পারল না। সাত বছর মামলা চালাতেই নিঃসম্বল হয়ে পড়েছিল। মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিল। জীবনের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে আদালত থেকে ঘরে ফিরার পথে নিজ হাতে নিজের গলায় ধারালো ছুরি বসিয়ে নৌকা হতে টেম্‌স নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছে।

সকলে : (সমস্বরে) আত্মহত্যা।

নবীন দে : (মাথা দোলাতে দোলাতে) অপমৃত্যু, হে অপমৃত্যু। নবাব সিরাজউদ্দৌলার যারা স্ববংশে সর্বনাশ করেছে, তারা কেউ নিস্তার পেল না।

বেনী মাধব : এমন রসালো খবর, প্রতিটি বাঙালির জন্য সুসংবাদ বটে। চল, নিজ নিজ ঘরে গিয়ে খবরটা দিই। সবাই শুনুক, জানুক।

মৌলভী আবুল ফজল : তাই চল। এমন খাসা খবর না জানিয়ে পারা যায়। চল, চল।

বেনী মাধব : (স্বহর্ষে) আজ আনন্দের দিন। উলু দে? কে কোথায় আছিস। উলু দে? আজান দে?। হিন্দু-মুসলিমের আজ মুক্তির দিন। (ক্ষণকাল নীরব থেকে) ভগবান কি না করতে পারে? (তন্ময় থাকবে)

সকলে : (সমস্বরে) সত্যিই আজ রাহুমুক্তির দিন। বাংলার হিন্দু-মুসলমানের আনন্দের দিন। যাই, মুখুর্জে মশাই, আয়োজন করি গিয়ে। (বলতে বলতে সকলেরই প্রস্থান)

(ধীরে ধীরে পর্দা পতন)

দৃশ্য-১২

প্রেক্ষাপট : আজমীর শরিফের বাহির দরজায় এক অপরিচিত বৃদ্ধের মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা গেল। কেউই তাকে চিনতে সক্ষম হলো না। মৃতের মাথার তলদেশে একটি ছোট গাঁটরী। দরবার কর্তৃপক্ষের

www.pathagar.com

তত্ত্বাবধায়নে গাঁটরীটি খোলা হলো। তল্লাশির একপর্যায়ে গাঁটরীর ভিতরে একটি পুরাতন কাশ্মীরী শাল পাওয়া গেল। শালটির এক অঞ্চল প্রান্তে সুন্দর করে জরির কারুকার্যময় নাম উৎকীর্ণ, নবাব নাসির উল-মুলক ইতমাজ উদ-দৌলা মীর কাসিম আলী খাঁন নুসরৎ জঙ্গ বাহাদুর। এ ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তিনিই বাংলার স্বাধীনচেতা হতভাগ্য নবাব মীর কাসিম আলী খান। দরবার কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে তাঁকে দিল্লির শাহী গোরস্তানে মোগল বাদশাহদের পাশে সমাদরে সমাহিত করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় রেলপথ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে তার সমাধি রেলপথের সাথে বিলীন হয়ে যায়।

দৃশ্যপট : আজমীর শরিফের বাহির দরজা। দরজার পাশে একটি মৃতদেহ পড়ে থাকবে। মৃতের মাথার তলদেশে একটি ছোট গাঁটরী। মৃতুদেহ ঘিরে ছোটখাটো জনতার ভিড় জমে উঠবে। জনতার কেউ মৃতের শিয়রে আগরবাতি জ্বালিয়ে দিবে। কেউ সুগন্ধি ছড়িয়ে দিবে। কেউ আবার মৃতের শিয়রে বসে পবিত্র কোরআন শরিফ তেলাওয়াত করতে থাকবে।

জনৈক জনতা : (দরদি কণ্ঠে) বেচারা পুণ্যবান নিশ্চয়ই। খাজার দরবারে মৃত্যু। একি কম সৌভাগ্যের কথা?

দ্বিতীয়জন : আশেকানে খাজা হবে হয়তো। খাজাই তাকে এখানে টেনে এনেছে। খাজার মহিমা অপার।

তৃতীয়জন : জন্ম মৃত্যু বিয়ে আল্লাহর হাতে। কে, কোথায়, কখন জন্মিবে, মরবে তা ওপর ওয়ালাই জানেন।

চতুর্থজন : (সায় দিয়ে) সবই তারই ইচ্ছা, ভাই।

দ্বিতীয়জন : (আক্ষেপে) কোথাকার কে? আত্মীয় বান্ধবহীন; এখানে মরে পড়ে আছে, আহা।

চতুর্থজন : লোকটি পুণ্যবান হয়তো। তার মুখাবয়বে উত্তম মৃত্যুর আলামত ফুটে উঠেছে।

(এ সময় দরবার কর্তৃপক্ষের লোকজন আসবে। জাতি গোষ্ঠি শনাক্ত করবে। তল্লাশি করে একটি জীর্ণ গাঁটরী থেকে বের করা হবে একটি শাল। শালটির এক প্রান্তে জরির কারুকার্যখচিত একটি নাম অঙ্কিত। এরপর দরবারের পক্ষ থেকে অতি সমাদরে মৃতদেহটি দিল্লি শাহী দরবারের গোরস্তানে সমাহিত করা হবে)।

(পর্দা পতন)।

www.pathagar.com

দৃশ্য-১৩

প্রেক্ষাপট : দ্বিতীয়বার নবাবী লাভের পর নবাব মীর জাফর বিস্ময়করভাবে ভেঙে পড়ে। এ সময় বিশ্বাসঘাতক দেওয়ান নন্দ তাকে আর্থিক দিক দিয়ে দেউলিয়ায় পরিণত করে ছাড়ে।

নবাব মাতা আমেনা বেগমের অভিশাপপ্রাপ্ত নবাব মীর জাফর অপ্রত্যাশিতভাবে কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। তার সারা শরীর ভীষণ চুলকাতে থাকে। রক্ত ঝরতে থাকে, ক্ষতের সৃষ্টি হয়। রক্ত, পুঁজ তার সারা শরীর থেকে পচে গলে খসে খসে পড়তে থাকে। উৎকট দুর্গন্ধে কেউ কাছে যেতে পারে না।

আত্মীয়স্বজন তাকে পরিত্যাগ করে একে একে চলে যায়। নিঃসঙ্গ ও নির্মম পরিবেশে ভীষণ দুরবস্থার মধ্যে তার মৃত্যু হয়। মৃতকালে তার পাশে না ছিল তার কোনো আত্মীয়স্বজন, না জুটেছিল প্রিয়জনের হাতের অমীয় শরবত।

কুচক্রী দেওয়ান নন্দ কুমার মৃত্যুকালে তাকে কিরীটেশ্বরী পদোদক খাইয়ে তার ধর্ম বিশ্বাসটুকু পর্যন্ত হরণ করে নিয়েছিল। তাকে একেবারে সবদিক দিয়ে নিঃস্ব করে ছেড়েছিল। চলতি দৃশ্যে নবাব মীর জাফরের করুণ মৃত্যু পরিদৃষ্ট।

দৃশ্যপট : মুর্শিদাবাদ। জাফরগঞ্জ প্রাসাদ। শয়নকক্ষে নবাব মীর জাফর নির্জনে মৃত্যুর প্রহর গুনছেন। মাঝে মাঝে গোঙ্গানীর শব্দ শোনা যাবে।

নবাব মীর জাফর : (ক্ষীণ কণ্ঠে) আহ্, বড় জ্বালা। জ্বলে গেল, পুড়ে গেল। সর্বাঙ্গ পচে খসে গেল। আমায় বাঁচাও, বাঁচাও, কে আছ, আমায় রক্ষা কর। (উৎকট গন্ধে নবাবের কাছে কেউ ঘেঁষতে পারে না। সারাক্ষণ গোঙ্গাতে থাকেন তিনি) অভিশাপ, অভিশাপ। আমেনার অভিশাপ, আমার সারা শরীর জ্বলে গেল, পুড়ে গেল। উহ, পিপাসা, বড় পিপাসা, আমায় পানি দাও। পানি দাও। এক ফোঁটা পানি দাও আমায়। মরে গেলাম, পুড়ে গেলাম। বড় পিপাসা– পানি, পানি দাও। এক ফোঁটা পানি দাও গো– (বলতে বলতে নবাব কাতরাতে থাকবেন, ক্ষণকাল পড়ে থেকে) কেউ নেই, সবাই ছেড়ে গেছে। ফেলে গেছে। আহ, উহ, পানি, আমায় এক ফোঁটা পানি দাও। বড় তেষ্টা পেয়েছে (শুষ্ক ঢোক গিলে) ছাতি ফেটে গেল। পানি দাও। পানি দাও।

www.pathagar.com

(নাকে রুমাল দিয়ে দেওয়ান নন্দ কুমারের প্রবেশ)

নন্দ কুমার : (তাচ্ছিল্যের স্বরে) বড় তেষ্টা পেয়েছে। তাই না? নবাব বাহাদুর। আহা-হা-হা। আমাদের নবাব বাহাদুরের বড় তেষ্টা পেয়েছে।

নবাব মীর জাফর : (করুণ স্বরে) বাবা নন্দ। বড় তেষ্টা পেয়েছে। ছাতি ফেটে গেল, বাবা। এক ফোঁটা পানি দাও। উহ আহ–

নন্দ কুমার : (তাচ্ছিল্য করে) পানি? হাঁ- হাঁ এই মা কিরীটেশ্বরীর পদোদক নিয়ে এসেছি। মায়ের চরণামৃত। একেবারে খাসা মাল? বহু কষ্টে জোগাড় করেছি। এক ফোঁটা খেলেই একেবারে ভালো হয়ে যাবেন, নবাব বাহাদুর? একেবারে ভালো হয়ে যাবেন? মায়ের চরণামৃত কি-না, যা, তা জিনিস নয়। একেবারে খাসা মাল।

নবাব মীর জাফর : (উৎসাহে) ভালো হয়ে যাব? একেবারে ভালো হয়ে যাব? তা-হলে তাই দাও, নন্দ। তোমার মায়ের চরণামৃত না-কি। তাই দাও। তাই দাও।

নন্দ কুমার : এই নিন, নবাব বাহাদুর। খেয়ে নিন? একটু হা করুন, আর একটু হাঁ, ব্যস ব্যস (ঢেলে দিয়ে) এবার ঢোক গিলুন ব্যস।

নবাব মীর জাফর : (ঢোক গিলে) আহা, নন্দ। আমার অন্তিমকাল সমাগত। আমি আর বাঁচব না রে নন্দ। এই যাবার বেলায় তোমার মায়ের চরণামৃত খাইয়ে আমায় শেষ পর্যন্ত বেইমান বানিয়ে দিলে? আমায় কাফির বানালে নন্দ? তা হোক সবই যখন চলে গেল, তখন ধর্মটাই বা থাকবে কেন? যাক ওটিও যাক। উহ বড় জ্বালা, জ্বলে গেল, পুড়ে গেল। সর্বাঙ্গ খসে গেল। বাবা নন্দ, আর একটু দাও, বাবা। খেতে তো ভালোই বোধ হলো, আর একটু দাও, বাবা।

নন্দ কুমার : (ঢালতে ঢালতে) বেশি করেই খেয়ে নিন। ভিতরটা একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। নিন, হাঁ করুন, আর একটু হাঁ করুন। ব্যস (ঢেলে দিয়ে) এবার ঢোক গিলুন।

নবাব মীর জাফর : (ঢোক গিলে) সবাই ফেলে গেল, নন্দ। তুই কেবল ছেড়ে যেতে পারলি না। লোকে বলে, তুই নাকি মন্দ লোক, আমায় ঠকিয়েছিস। আমার লাটে লালবাতি জ্বালিয়েছিস। কিন্তু আমি জানি নন্দ, তুই কেবল আমার আপনা। আর সবই পর। তাই তো ওরা ছেড়ে গেল। তুই কেবল যেতে পারলি না।

www.pathagar.com

নন্দ কুমার : (চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি ফেলে, পদোদকের সঙ্গে দারু মিশিয়ে) আর একবার হাঁ করুন নবাব বাহাদুর, এই শেষটুকু খেয়ে নিন। একেবারে সেরে উঠবেন। নিন, আর একবার হাঁ করুন। উপর থেকে ঢেলে দিচ্ছি কি না? কাছে যেতে পারছি না। হাঁ করুন, আর একটু হাঁ করুন। ব্যস (ঢেলে দিবে) মায়ের দয়ায় একেবারে ভালো হয়ে যাবেন। ব্যস ব্যস।

নবাব মীর জাফর : (ঢোক গিলে) আহ্ নন্দ। (বুক চেপে) আমায় কি খাইয়ে দিলি রে বাবা? বুকটা ফেটে ছিঁড়ে গেল। আমার আকাশ পাতাল সব ঘুরছে। তোর মা কিরীটেশ্বরী আমায় শূন্যে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে বাবা। আমি, আমি যাই, নন্দ। জয় মা, কিরীটেশ্বরীর জ-য়।

(নবাব মীর জাফরের মৃত্যু হবে, তিনি ঢলে পড়বেন)।

নন্দ কুমার : (ভালো করে দেখে নিয়ে) এ্যা, চলে গেল, কিরীটেশ্বরী মায়ের একেবারে ভিতরে চলে গেল। (আপন মনে) ভালোই হলো, একেবারে চলে গেল? ভালোই হলো, আপদ চুকে গেল। (চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি ফেলে) এই তো সুবর্ণ সুযোগ। মূল্যবান যা কিছু ছিল, তা তো আগেই নিয়ে গেছি। এখন যা আছে, তাই নগদ লক্ষ্মী।

(দেওয়ান নন্দ কুমার এটা ওটা সেটা যা সামনে পাবে তাই নিয়ে থলে ভরতে থাকবে। তারপর এদিক ওদিক সতর্ক দৃষ্টি ফেলতে ফেলতে দ্রুত কেটে পড়বে।

(পর্দা পতন)।

দৃশ্য-১৪

প্রেক্ষাপট : সর্বকালের নিকৃষ্টতম বিশ্বাসঘাতক মীর জাফরের মৃত্যু হয়েছিল ঘৃণিত পরিবেশে। মৃত্যুকালে তার পাশে না ছিল কোনো আপনজন, না জুটেছিল বেদনাকাতর কোনো প্রিয়জনের হাতের মধুর পানীয়। মরণের পরে তাকে যে স্থানটিতে সমাধিস্থ করা হয়েছিল, যে স্থানের নামের সাথে তার কর্মের অকাট্য মিল ছিল। নিমকহারামের দেউড়ি। তার জাফরগঞ্জ প্রাসাদ সংলগ্ন পারিবারিক গোরস্তানে। পরবর্তীকালে পর্যটক দর্শনার্থীগণ এ সমাধিকে থুথু ফেলবার ডাস্টবিন হিসেবে ব্যবহার করত।

বাঙালি মাত্রই তার নাম উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুঞ্জীভূত ঘৃণা আর ধিক্কারে আজও এ সমাধিতে থুথু নিক্ষেপ করে থাকেন।

www.pathagar.com

দৃশ্যপট : নিমকহারামের দেউড়ি। নবাব মীর জাফরের সমাধি। সমাধিতে রাতারাতি কে বা কারা নানা প্রকার অসম্মানসূচক উক্তি উৎকীর্ণ করে রাখবে। ব্যঙ্গময় কূট ব্যানার টাঙিয়ে রাখবে। পথিক মাত্রই এ পথে এসে থমকে দাঁড়াবে। উৎকীর্ণ উক্তিগুলো বিস্ময়ের সাথে পড়বে। টাঙানো ব্যানারগুলো পড়বে। ঘৃণায় সমাধিতে থুথু ফেলে চলে যাবে। ইতিহাস ধিকৃত মীর জাফর মৃত্যুর পরেও গণরোষ থেকে পরিত্রাণ পায় নাই। পুঞ্জীভূত ঘৃণা তার একমাত্র ঐতিহাসিক পাওনা। ইতিহাসের শাস্তি নিরন্তর ক্ষমাহীন। ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার 'ঘৃণিত জীবনের ঘৃণিত পরিসমাপ্তি' বলে এ মৃত্যুকে অভিহিত করেছেন স্বার্থক মর্মে।

দৃশ্য-১৫

প্রেক্ষাপট : ইতিহাসের আর এক বিশ্বাসঘাতক নন্দ কুমার। নবাব আলীবর্দীর শাসনামলে নন্দ কুমার হিজলা ও মহিষাদলের আমীনও নিযুক্ত হন। পরে তাকে হুগলির ফৌজদার করা হয়। নবাব সিরাজউদ্দৌলা যখন কাসিম বাজার কুঠি আক্রমণ করতে যান, তখন নন্দ কুমারকে অতিরিক্ত সেনাদল দিয়ে বলে যান, ইংরেজরা যেন চন্দননগরে ফরাসি কুঠি আক্রমণ করতে না পারে। সেদিকে কড়া নজর রাখতে নির্দেশ দিয়ে যান।

নন্দ কুমার উমিচাঁদের মাধ্যমে বারো হাজার টাকা উৎকোচ গ্রহণ করে ইংরেজদের দেখেও না দেখার ভান করে। ক্লাইভ সসৈন্যে নির্বিঘ্নে চন্দননগরে আক্রমণ ও লুণ্ঠন করে। এতে নবাব ভীষণ ক্ষুব্ধ হন। তিনি নন্দ কুমারকে বরখাস্ত করেন। গ্রেফতার করার জন্য সেনাদল প্রেরণ করেন। নন্দ কুমার ভয়ে কলকাতায় পালিয়ে যান ও ইংরেজদের আশ্রয় গ্রহণ করেন।

সিরাজের পতনের পর নন্দ কুমার ক্লাইভের দেওয়ান নিযুক্ত হন। এ সময় তিনি অতিশয় ক্ষমতাধর হয়ে ওঠেন। তাকে ব্লাক কর্নেল নামে ডাকা হতো। এ সময় ইংরেজরা যে দুজন বাঙালিকে ইংরেজদের সাহায্যকারী হিসেবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন তার একজন এ ব্লাক কর্নেল নন্দ কুমার, আর অন্যজন কুচক্রী উমিচাঁদ।

মীর জাফর দ্বিতীয়বার নবাব হলে তিনি নন্দ কুমারকে তার দেওয়ান নিযুক্ত করেন। ধূরন্ধর নন্দ কুমার এক বছরের মধ্যে তার নবাবীতে লালবাতি

www.pathagar.com

জ্বালিয়ে ছাড়লেন। তাকে দেউলিয়া নবাবে পরিণত করলেন। নবাব মীর জাফর কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লে তার পরিবার পরিজন তাকে ত্যাগ করে চলে যান। নন্দ কুমার কিন্তু নবাবকে পরিত্যাগ করলেন না। তিনি জোঁকের মতো নবাবের সমস্ত রক্ত শোষণ করার নিমিত্তে শেষদিন পর্যন্ত নবাবের পাশে থাকেন।

মীর জাফরের মৃত্যুকালে নন্দ কুমার তাকে কিরীটেশ্বরী চরণ অমৃত পান করিয়ে তার জাত-ধর্ম পর্যন্ত নষ্ট করেন। মীর জাফরের মৃত্যুর পর তার অপর পুত্র নজমদৌলাহ্ নবাব হন। এ সময়ও নন্দ কুমার তার দেওয়ানী লাভের চেষ্টা করেন। কিন্তু বাদ সাধেন রবার্ট ক্লাইভ। তিনি মোটা অঙ্কের উৎকোচের বিনিময়ে নাবালক নবাবের অভিভাবক হিসেবে মীর জাফরের দ্বিতীয় স্ত্রী মুন্নি বেগমকে নিয়োগ প্রদান করেন।

নন্দ কুমার ইংরেজদের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেন। বর্ধমানের খাজনা আদায়ের প্রশ্নে বর্ধমানের রানির সাথে ইংরেজদের সংঘাত বেধে যায়। নন্দ কুমার রানীর পক্ষ অবলম্বন করেন। এ সময় কৌশলে তিনি জাহাজের কুলি সেজে বিলাত যান। তিনি কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্তাদের বিরুদ্ধে বর্ধমানের রানী ও মীর জাফরের বিধবা বেগমের নিকট মোটা অঙ্কের উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ দায়ের করেন। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে ইংরেজরা তাকে তার কলকাতার বাড়ি হতে বিতাড়িত করেন। এ সময় জনৈক্য ব্যক্তি নন্দ কুমারের বিরুদ্ধে জালিয়াতির মামলা দায়ের করেন। জালিয়াতি প্রমাণিত হয়। নন্দ কুমারের ফাঁসির রায় হয়। এ দেশীয় জুরিগণও এ রায় অনুমোদন করেন। খিদিরপুরের কুলিবাজারের ফাঁসির মঞ্চে ১৭৮০ সালে নন্দ কুমারের ফাঁসি কার্যকর হয়।

দৃশ্যপট : খিদিরপুরের কুলিবাজারের ফাঁসির মঞ্চে নন্দ কুমারের ফাঁসি দেখার জন্য চারদিক থেকে জনতা ছুটে আসতে থাকবে। পথে দুজন দর্শনার্থীর কথোপকথন তুলে ধরা হলো।

প্রথমজন : (দ্বিতীয়জনের প্রতি) যাবে, ভায়া? নন্দ কুমারের ফাঁসি দেখতে যাবে?

দ্বিতীয়জন : (স্বাগ্রহে) জীবনে তো ফাঁসি-টাসি দেখিনি। আর হাতে তেমন কাজও নেই। তবে চল দেখেই আসি।

প্রথমজন : অনেকে যাচ্ছে। চল, আমরাও দেখে আসি।

www.pathagar.com

দ্বিতীয়জন : তা চল। (হাঁটতে হাঁটতে) নন্দ বাবাজীর আবার ফাঁসি হবে কেন? কি করেছিল সে?

প্রথমজন : (উষ্মা স্বরে) আরে, এ ম্লেচ্ছের দেশে আবার অপরাধ লাগে না-কি। যত আইন শাসন এ দেশীয়দের বেলায়। ওদের বেলায় সাত খুন মাফ। চল, দ্রুত চল। শেষটায় আবার দেখাই হয়ে উঠবে না।

দ্বিতীয়জন : তা চল,তবে অপরাধ নিশ্চয়ই একটা আছে। নইলে ফাঁসি হবে কেন?

প্রথমজন : শুনেছি, নন্দ বাবাজির বিরুদ্ধে জালিয়াতির মামলা হয়েছিল। এ দেশীয় কে একজন ইংরেজদের আদালতে এ মামলা ঠুকেছিল। আর জালিয়াতি প্রমাণিতও হয়েছিল। রায়ে ফাঁসি ঘোষণা হয়। ইংরেজদের আইনে জালিয়াতির শাস্তি মৃত্যুদন্ড। আজ সেই ফাঁসি কার্যকর করার দিন।

দ্বিতীয়জন : তা ভায়া, ইংরেজরাও তো হরহামেশা জালিয়াতি করছে। কই, তাদের তো ফাঁসির কথা শুনিনি কোনোদিন? উদোর পিণ্ডি তা হলে বুদোর ঘাড়ে? যত দোষ নন্দ ঘোষের। আর ইংরেজরা বুঝি শিশির ধোয়া তুলসী পাতা?

প্রথমজন : ইংরেজদের জালিয়াতির বাদী নাই। তাই বিচারও নাই। ফাঁসি হবে কেমন করে? ওদের বিচার শাসন এ দেশীয়দের জন্য। ওদের জন্য তো নয়। ওরা শাসক, ওদের আর বিচার কি? শাস্তি কি? ওরা বিধাতার বরপুত্র!

দ্বিতীয়জন : শুনেছিলাম– বেটা নন্দ কুমারও কম না। জালিয়াতির প্রবঞ্চনায় বেটা প্রচুর কামিয়েছে। হয়তো তাল ঠিক রাখতে পারে নাই। গলায় বিঁধে গেছে।

প্রথমজন : হবে হয়তো। ও বেটা জাতীয় শত্রু। শঠ, প্রতারক, বিশ্বাসঘাতক। বেটা, প্রজাদরদী নবাব সিরাজকে ডুবিয়েছে। মীর জাফরকেও সর্বশান্ত করেছে। আর ওই ইংরেজদেরও নাকানি চুবানি দিয়ে ছেড়েছে। কথায় আছে না, দশ দিন চোরের, একদিন সাধুদের। ও বেটার পাপের মাত্রা পূর্ণ হয়েছে। বড়শি বিঁধে গেছে গলায়। ইংরেজরাও পেয়ে গেছে মোক্ষম সুযোগ। পথের কাঁটা দুহাতে সরিয়ে দিচ্ছে। নে বেটা এখন ঝোল ফাঁসিতে। তা ভায়া একটু জোরে চল। পায়ে তেল দিয়ে হাঁটছ দেখছি। আখেরে আবার দেখায় না হয়।

দ্বিতীয়জন : হাঁ, চল। আমি আবার কি– না ওই ফাঁসি-টাসি দেখতে পারি না। মরা দেখলে বড় ভয় করে। তা তুমি যখন বলছ, তখন চল?

(হাঁটতে হাঁটতে তারা উভয়ে ফাঁসির মঞ্চে পৌঁছে যাবে)।

(পর্দা পতন)।

www.pathagar.com

দৃশ্য-১৬

প্রেক্ষাপট : সে সময় বাঙালি জাতিসত্তায় তিনটি স্তর পরিলক্ষিত হয়। তার মধ্যে দুটি স্তরই ছিল জাতিসত্তার সাথে সম্পর্কহীন। জাতিসত্তার শত্রু ও পরগাছা। নিম্নে এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হলো।

প্রথম স্তর : এরা বহিরাগত মুসলিম ভাগ্যান্বেষী। পরে এরা শাসকে পরিণত হয়ে পড়ে। জাতীয়তাবাদের সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল না। নিগ্রহই ছিল এদের হাতিয়ার আর শোষণই ছিল এদের উদ্দেশ্য। ধর্মকে এরা হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করত। প্রজারঞ্জন এদের কাছে বিধেয় বলে বিবেচিত হত। এরা অত্যন্ত বিলাসী ও আয়েশী জীবনযাপন করত। ধর্মের দিক দিয়ে এরা 'কাফির নিধন আল্লাহর ইবাদত' বলে গণ্য করত।

দ্বিতীয় স্তর : ভাগ্যান্বেষী বিদেশি বণিক, ধনকুবের এ দেশীয় রাজা-জমিদার ও উচ্চ হিন্দু সমাজ এ স্তরের অন্তর্গত। এরা ছিল মধ্যস্বত্বভোগী। লগ্নি কারবারের মাধ্যমে ও প্রথম স্তরের সাহায্যকারী হিসেবে এরা প্রচুর কালো টাকা উপার্জন করত। অর্থ ও স্বার্থের নিমিত্তে এরা ষড়যন্ত্র, প্রতারণা, বিশ্বাসঘাতকতার মতো কার্যসাধনে পিছপা হতো না। বাঙালি জাতীয়তাবাদের সাথে এদের কোনো মমত্বই ছিল না। যবন অধিকার ক্ষুণ্ন করে হিন্দু রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এরা জাতীয়তাবাদের বিভক্তি সাধন করার মন্ত্র হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করত। মুলত এরা ছিল জাতীয়তাবাদের দ্বিতীয় শ্রেণী শত্রু।

তৃতীয় স্তর : এরা সমাজের নিচু স্তরের সাধারণ মানুষ। এরা উপরোক্ত দুই স্তরের দ্বারা শোষিত ও নিগৃহীত হতো। এরা প্রকৃত জাতিসত্তার ধারক। কিন্তু এদের জাতিসত্তা ছিল নিষ্পেষিত। কখনও এ স্তরকে মাথা চাড়া দিতে দেয়া হতো না। এরা ছিল উপরোক্ত দুই স্তরের ক্ষেত্রভূমি। এরা জাতিতে ছিল হিন্দু-মুসলমান। আজন্ম এরা ধর্ম ও সহাবস্থানে বিশ্বাসী ছিল। জাতীয় পরিবর্তনে এদের কোনো প্রভাব মেনে নেয়া হতো না। নিতান্ত দর্শক শ্রোতার ভূমিকার অতিরিক্ত কিছু করবার সামর্থ্য ছিল না। দপ করে জ্বলে ওঠা প্রদ্বীপের ন্যায় এ স্তরে কিছু অসন্তোষ ও বিদ্রোহ দানা বেঁধে উঠতে দেখা যায়। ফকির, সন্ন্যাস, সাওতাল বিদ্রোহের মধ্যে দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া এ স্তরের গণমানুষের অসন্তোষ ও বিপ্লবের বহিঃপ্রকাশ ঘটে উঠতে দেখা যায়।

www.pathagar.com

কিন্তু রাষ্ট্রশক্তি ও সামাজিক শক্তিকে নির্মমভাবে সে বিদ্রোহ দমন করতে দেখা যায়। এ স্তরের সামান্যতম অসন্তোষের প্রকাশ এ দৃশ্যে পরিদৃষ্ট।

দৃশ্যপট : নিকষ কালো ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ অমানিশা। দুই দিক থেকে দুজন পথিক হাতড়াতে হাতড়াতে পথ খুঁজতে অগ্রসর হতে থাকবে। একপর্যায়ে তারা পরস্পরকে ধরে ফেলবে। একজন অন্যজনকে জিজ্ঞাসা করবে।

প্রথম পথিক : কে, কে তুমি?

দ্বিতীয় পথিক : (থতমত খেয়ে) আমি, আমি বাঙালি?

প্রথম পথিক : বাঙালি? হিন্দু, না মুসলমান?

দ্বিতীয় পথিক : বাঙালি মুসলমান। তুমি কে ভাই?

প্রথম পথিক : আমি, আমিও বাঙালি?

দ্বিতীয় পথিক : হিন্দু না মুসলমান?

প্রথম পথিক : আমি, আমি বাঙালি হিন্দু?

দ্বিতীয় পথিক : তা হলে তো আমরা ভাই ভাই। (জিজ্ঞাসার স্বরে) আমি পথ হারিয়েছি, ভাই। আমায় পথ দেখিয়ে দিবে?

প্রথম পথিক : আমিও তো পথ হারিয়েছি। আর পথ খুঁজে পাচ্ছি না।

দ্বিতীয় পথিক : তুমিও পথ হারিয়েছ, আমিও পথ হারিয়েছি। আমরা উভয়ে পথহারা, দিশাহারা। কে দিবে আমাদের পথের সন্ধান।

প্রথম পথিক : ঠিক আমাদের মতোই বাংলার হিন্দু-মুসলমান আজ পথহারা, দিশাহারা। বাংলার স্বাধীনতা সূর্য আজ অস্তাচলে। আমাদের জাতীয়তা বিজাতীয় রাহুগ্রাসে। বঙ্গজননীর দুটি সন্তান, হিন্দু-মুসলমান আজ দ্বিধাবিভক্ত। কে দেখাবে তাদের পথের দিশা? কে শোনাবে তাদের জাগরণের মহাবাণী। বাঙালি আজ অকূল সাগরে নিমজ্জিত। তারা জানে না সন্তরণ। কে তাদের উদ্ধার করবে?

দ্বিতীয় পথিক : যবন অধিকার ক্ষুণ্ন করে হিন্দুর রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্নই মুসলমানকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে।

প্রথম পথিক : 'কাফির নিধন আল্লাহর ইবাদত' এ মতবাদ করেছে হিন্দুকে বিভক্ত।

দ্বিতীয় পথিক : ডুবছে বাঙালি। মরছে বাঙালি, আর হাসছে বিদেশি।

www.pathagar.com

প্রথম পথিক : (স্বদর্পে) ওদের বলে দাও, হিন্দু মুসলমান ভাই, ভাই। ওরাও মানুষ। সন্তান বঙ্গ মায়ের।

দ্বিতীয় পথিক : বাঙালির সম্মুখে আজ শত পলাশীর প্রান্তর। বাঙালির রক্তে রঞ্জিত শত ক্লাইভের খঞ্জর।

প্রথম পথিক : 'ওই গঙ্গায় ডুবে গেছে হায় বাংলার দিবাকর

উঠিবে সে রবি– বাঙালির খুনে রাঙ্গায়ে পুনর্বার'

দ্বিতীয় পথিক : পথ বড় পিচ্ছিল। তাতে ঘন কুজ্ঝটি ভরা অমারাত। ঘন ঘন দেয়া গর্জায়। বজ্রপাতে বারবার পথ হারায়। আমরা কি পথ খুঁজে পাব, ভাই?

প্রথম পথিক : (দূরে দেখবার ভান করে) ওই– ওই দূরে– মাটির প্রদীপ জ্বলছে। হয়তো কোনো বিরহিণী তার সুদূর মধুবের প্রতীক্ষায় পিদিম জ্বালিয়ে পথ চেয়ে বসে আছে। চল, আমরা ওই প্রদীপের কাছে যাই। আলোর পরশে হয়তো হারানো পথ খুঁজে পাব।

দ্বিতীয় পথিক : (সম্মতির স্বরে) তাই চল, ভাই, তাই চল।

(উভয়ে পরস্পরের হাতে হাত রেখে প্রত্যয়দৃপ্ত পদভারে সমস্বরে কোরাস গাইতে গাইতে অগ্রসর হতে থাকবে)।

'দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাপার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হুশিয়ার।
ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে যাব মোরা জীবনের জয়গান
বাংলা আর বাঙালির তরে- বাঙালি হবে বলিদান।
কে আছো জোয়ান? হও আগুয়ান, হাঁকিছে ভবিষ্যৎ
এ তুফান ভারী, দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার
হিন্দু না ওরা মুসলিম, ওই জিজ্ঞাসে কোন জন?
বাঙালি বলো, ডুবিছে মানুষ- সন্তান মোর মার।
(উভয়ের প্রস্থান) (পর্দা পতন)।

দৃশ্য-১৭

প্রেক্ষাপট : স্বাধীনতার মানসপুত্র, জাতীয়তাবাদের মহানায়ক, কিংবদন্তি দেশপ্রেমিক নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে সবাই একে একে ভুলে গেল। কেবল ভুলতে পারল না একজন। তিনি হলেন নবাব

www.pathagar.com

প্রেমে নিবেদিতা স্বাধীনতা সংগ্রামে সর্বস্ব বিসর্জিতা বেগম লুৎফুননিসা। পরবর্তী তেত্রিশটি বছর এ উৎস্বর্গিতা বেগম শাহী মহল সংলগ্ন শাহী গোরস্তান খোশবাগে সিরাজ সমাধিতে অতিবাহিত করেন। প্রাসাদের প্রাচুর্য ও জৌলুস তাকে ধরে রাখতে পারে নাই। সিরাজ সমাধিতে তিনি নিত্যনতুন পুষ্পাঞ্জলি দিতেন, সুগন্ধি ছড়াতেন, ধূপাধারে ধূপ ঢেলে দিতেন, সাঁঝের বেলায় প্রদীপ জ্বালিয়ে দিতেন। পার্থিব কামনা, লোভ, মোহ ও আয়েশ তাকে একবারের জন্য স্পর্শ করতে পারে নাই।

১৭৯০ সনে তিনি মারা যান। আমৃত্যু এ বিরহিণী বেগম অকথিত ভাষায়, অগীত বীণায়, অশ্রুর আখরে রচনা করেন এক অমর প্রেম কাব্য যা শতাব্দীর পর শতাব্দী নীরবে পঠিত হয়ে আসছে।

মৃত্যুর পর বেগমকেও সমাহিত করা হয় খোশবাগে নবাবের সমাধির পাশে। এখানে ঘুমিয়ে আছেন এ যুগল, ইতিহাসের পাতায় বেদনার মূর্ত প্রতীক হয়ে। বাঙালি ভোলে নাই পলাশীর পরিণামকে, আর এ প্রেমিক যুগলকে। দেশের স্বাধীনতার জন্য এদের অমূল্য আত্মত্যাগকে। তাই তো স্বাধীনতার প্রশ্নে এদের আদর্শ ও প্রেরণাকে স্মরণ করে বারবার উজ্জীবিত হয়ে উঠতে দেখি।

বাঙালিকে তার জাতিসত্তা ও স্বাধীনতার প্রশ্নে মহান নবাবের আদর্শ ও আত্মত্যাগের স্মরণে প্রদীপ্ত ও উজ্জীবিত হয়ে উঠতে দেখেছি সিপাহিতে, একুশে ও একাত্তরে। অনাগত আশু লগ্নে সে আদর্শ, সে ত্যাগ বাঙালির পথের পাথেয় হয়ে উঠবে জাতির প্রয়োজনে। এ দৃশ্যে বেগমের মহাপ্রয়াণ তুলে ধরা হলো।

দৃশ্যপট : খোশবাগে সিরাজ সমাধি। ক্লান্ত বেগম অতিকষ্টে ধূপাধারে ধূপ ঢেলে দিবেন। ধূপের ধোঁয়ায় চারদিক বিমোহিত। বাইরে নিকষ কালো ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ অমানিশা। বেগম বুঝতে পারেন তার অন্তিমলগ্ন সমাগত। অতিকষ্টে একতারাটি টেনে নিবেন। বেদন সুরে আবাহন তুলবেন। হয়তো এটাই তার জীবনের শেষ আবাহন। (এ সময় পথহারা পথিকদ্বয় আলোকের সন্ধানে এখানে এসে উপস্থিত হবে। তারা সমাধির প্রান্তে আলো-আঁধারিতে দাঁড়িয়ে তন্ময় হয়ে শুনতে থাকবে গান)।

www.pathagar.com

হে অসীমের অতিথি
হে সুদূরের পলাতকা
কবে আসবে ফিরে
কবে আবার পাব দেখা।
পলাতকা, হে আমার পলাতকা।
ফিরার আশে কাটে দিনমান
কাটে দীর্ঘ নিশি চাপি অশ্রু বেগবান।
আর কতদিন, আর কতকাল
জেগে রইবো বলো হে মহাকাল
ফিরে আয়, ওরে বাঁধন ছেঁড়া পাখি
জাগি শূন্য বাসর, একাকী ডাকি ডাকি।
আয়রে মধুর সুদূর সখা।
পলাতকা, হে আমার পলাতকা ॥
আরতী জানাই নিতি সুরের মালায়
বেদনার সমাধি তীরে
অর্ঘ্য সাজাই তোমারি পূজায়
প্রেমের এ মন্দিরে।
আর সহে না প্রাণে বিরহ যাতনা
পোড়া এ আঁখি জল বাঁধ মানে না।
ফিরে আয়, আয়রে মধুর সুদূর সখা
পলাতকা, হে আমার পলাতকা।

(গান থামবে। ক্লান্ত বেগম অন্তরীক্ষে কিয়ৎক্ষণ চেয়ে থাকবেন নিষ্পলক। তার দু চোখ বেয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরতে থাকবে পাথর গলা অশ্রুধারা)

প্রথম পথিক : (চাপা কণ্ঠে) কথা বলো না, ভাই। কথা বলো না। এ প্রেম তপস্বিনীকে কাঁদতে দাও। ওর ধ্যান ভাঙ্গিও না। ওর অন্তরের জমাট বাঁধা বেদনারা ঝরে পড়ুক।

দ্বিতীয় পথিক : (ফিসফিসিয়ে) ও, কে ভাই? ও কি তপতি গিরি কন্যা? মহাশ্বেতা?

www.pathagar.com

প্রথম পথিক : (বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে) ও, ও ব্যথার সুপ্রকাশ প্রতিচ্ছবি বঙ্গজননী বেগম লুৎফুননিসা।

দ্বিতীয় পথিক : তা হলে ওকে কাঁদতে দাও। প্রাণভরে কাঁদুক। কাঁদো, জননী কাঁদো?

প্রথম পথিক : শুধু কি জননীই কাঁদবে, ভাই? কাঁদবে তার সন্তানেরাও। কাঁদো, বাঙালি কাঁদো। অনন্তকাল কাঁদো।(এক সময় বেগম অতিকষ্টে উঠে সমাধি প্রদক্ষিণ করবেন। তারপর পুনরায় সমাধির দক্ষিণে পাতানো জায়নামাজে বসে দুই হাতে পাষাণ সমাধি জড়িয়ে।) প্রিয়তম, কথা বলো, কথা বলো প্রিয়তম। কথা বলবে না? আর কতকাল চুপটি করে থাকবে, নাথ। তেত্রিশটি বছর তোমার পদতলে বসে অশ্রুজলে তোমাকে আবাহন করেছি। তবুও তোমার অভিমান ভাঙলো না, তবুও সাড়া দিলে না। এত ডাকি, তবুও এ পাষাণ সমাধি, একবারও সাড়া দিলে না?

(বেগম ধীরে ধীরে, অতি ধীরে সমাধিতে মাথা ঠেকিয়ে নীরবে কাঁদতে থাকবে। তারপর মাথা তুলে চক্ষুদ্বয় মুছতে মুছতে) একে একে সবাই তোমাকে ভুলে গেল। কেবল আমি তোমাকে ভুলে যেতে পারলাম না। তোমার দুরন্ত প্রেম এক মুহূর্তের জন্যও তোমাকে ভুলে থাকতে দিল না। তোমার প্রদীপ্ত প্রেম সূর্যের ন্যায় আমাকে পরিপূর্ণ করে রেখেছে। তোমার স্মৃতি স্মরণ করে চোখের জলে এ পাষাণবেদী সিক্ত করে রেখেছি। আর যে পারছি না নাথ। তোমার প্রেমের গুরুভার বইবার সামর্থ্য যে আর নেই। আজ আমি বড় ক্লান্ত, বড় অবসন্ন। আমায় এবার তোমার কাছে টেনে নাও, নাথ। আমায় মুক্তি দাও, মুক্তি দাও...

(বলতে বলতে বেগম সমাধির প্রান্তে আঁচল বিছিয়ে শুয়ে পড়বে। কিছুক্ষণ পর সামান্য একটুখানি কাশির শব্দ শ্রুত হবে। তারপরই সবশেষ। সহসা একটি দমকা হাওয়া এসে প্রজ্বলিত দীপশিখাটিও দপ করে নিভে দিয়ে যাবে। আগন্তক পথিকদ্বয় আপন অজান্তে সমস্বরে বলে উঠবে, সবশেষ। দূরাগত গানের সুরে জবাব ভেসে আসবে)

www.pathagar.com

ওরে ...
নিভে গেছে দীপ
উড়ে গেছে পাখি
ওরে ও যে শূন্য পিঞ্জর
দু'দিনের এই খেলাঘরে
বৃথাই করিস আপন, আপন
হেথায় সকলই যে নশ্বর।
ওরে, ও যে শূন্য পিঞ্জর।
(দৃশ্য পতন)।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com